এক পুত্র তাঁহাকে দিলেন। আমদসুল্তান ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্ল চিত্ত পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরেরদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আমদসুল্তান এক জন বিদ্বান লোকের স্থানে পড়িবার জন্যে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। কতক দিবসেতে সেই বালক আরবী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভার রীতমত কথোপকথন আর বসন ভূষণ শিক্ষা করিলেন। তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকেরদের পসন্দেতে উত্তম হইলেন।

আমদসুল্তান সেই বালকের নাম ময়মুল রাখিয়া খোজেস্তা নামে সুন্দরী সূর্য্যমুখী চন্দ্রের ন্যায় শরীর এক কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। তাঁহারদের স্ত্রী পুরুষ দুই জনেতে যথেষ্ট প্রীতি হইল।

প্রতি দিন তাঁহারা একত্র আহ্লাদ ও আমোদে থাকেন ও ভোজন করেন ও নিদ্রা যান। এক দিবস ময়মুন পাল্‌কিতে আরোহন করিয়া বাজারের কৌতুক দেখিতে গেলেন বাজারের মধ্যে এক ব্যক্তি তোতাবিক্রেতা তোতার পিঞ্জর হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ময়মুন তাহাকে দেখিয়া কহিলেন যে এই তোতার মূল্য কত হইবেক ?। তোতা বিক্রেতা ওত্তর করিলেক ইহার মূল্য মবলগে এক সহস্র হুন ইহা শুনিয়া ময়মুন জবাব দিলেন যে জন বড় নিৰ্ব্বোধ অজ্ঞান ক্ষিপ্ত সেই জন এই এক মুষ্টি পাখা বিড়ালের এক গ্রাসের এত মূল্য দিয়া ক্রয় করে। তৎক্ষনে তোতা বিবেচনা করিল যদি এই ধনবান বড় মনুষ্য আমাকে ক্রয় না করেন তবে আমার বড় দুর্দ্দশা হইবেক জ্ঞানী ও ওত্তমেরদের সভাতে থাকিলে বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়। তোতা ইহই ভাবিয়া জবাব দিল ও হে যুবা রূপবান ওপযুক্ত ধনবান শুন আমি তোমার দৃষ্টিতে এক মুষ্টি

পাখী এবং বিড়ালের এক গ্রাস বটি কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে আকাশে ওড়িতে পারি এবং সংস্কৃতকেরা আমার মিষ্ট ভাষা শ্রবন করিয়া চমৎকৃত থাকেন আর আগত কল্য যে কার্য্য হইবে তাহা আমি অদ্য বলিতে পারি তাহার প্রমান এই শুন। কাবল দেশহইতে সয়দাগার এই দেশে সম্বুল ক্রয় করিতে আসিবেন অতএব তুমি এই দেশের সম্বুল সমস্ত কিনিয়া এক গৃহে জমা করিয়ারাখহ তবে এই বানিজ্যেতে বিস্তর লাভ পাইবা। ময়মুন তোতার এই সব বাক্য শুনিয়া এক সহস্র হুন দিয়া তোতাকে ক্রয় করিয়া আপন ভাণ্ডারে লইয়া গেলেন। পরে ময়মুন ঐ দেশের সমস্ত সম্বুলবিক্রেতাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে সমস্ত সম্বুলের মূল্য কি হইবেক সম্বুল বিক্রেতারা কহিলেক যে এ সকল সম্বুলের দর দশসহস্র হুন হইবে। ময়মুন তৎক্ষনাৎ আপন ভাণ্ডারহইতে দশসহস্র হুন দিয়া সকল সম্বুল ক্রয় করিয়া এক বাটীতে একত্র রাখিলেন

তৃতীয় দিবসের পর তোতার কথনানুযায়ী কাবল দেশহইতে সয়দাগরেরা পঁহুছিয়া সকল স্থানেতে সম্বুলের বিস্তর অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও সম্বুলের চিহ্ন না পাইয়া সেখানকার সয়দাগরেরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া ময়মুনের সাক্ষাতে আসিয়া পঞ্চাশ সহস্র হুন দিয়া সেই সমস্ত সম্বুল ক্রয় করিয়া লইয়া আপনারদের দেশে গমন করিলেন। ময়মন তোতার বাক্য যথার্থ পাইয়া বড় তুষ্ট হইয়া তোতার শরীরের একাকির ভয় দূর হইবার জন্যে এক সারী পক্ষিণী ক্রয় করিয়া দুই পক্ষিকে একত্র রাখিলেন। জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে আপনং জাতিতে প্রণয় হয় তাহার নিদর্শন এই কপোত কপোতের এবং বাজ বাজের সহিত ওড়ে অতএব তোতাতে আর সারিতে একত্র থাকিয়া ওভয়ে তুষ্ট রহিল।

এক দিবস ময়মুন খোজেস্তাকে কহিলেন যে কিছু কালের জন্য নদী আর বিদেশে ভ্রমন করিতে ইচ্ছা করি কিন্তু যাবৎ আমি বাহুড়িয়া না আইসি

তাবৎ যখন তোমার যে কার্য্য প্রয়োজন হয় তখন তুমি তোতা আর সারীকে জিজ্ঞাসা করিবা ইহারদের পরামর্শ আর অনুমতি ব্যতিরেক কোন কর্ম্ম করিও না। এইরূপ কএক কথা কহিয়া ময়মুন বিদেশে গমনকরিলেন। ময়মুনের যাওনের পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের বিচ্ছেদেতে বড় দুঃখিত চিত্ত হইয়া দিবারাত্রি নিদ্রা যাইতেন না আর ভোজন করিতন না। তোতা প্রত্যহ উত্তম উপন্যাস কহিবার দ্বারা খোজেস্তার মনের দুঃখ দূর করিত এই মতে ছওমাস গত হইল। পরে এক দিবস খোজেস্তা স্নান এবং শরীরের লাবন্য করিয়া অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়া গবাক্ষের দ্বারহইতে পথের কৌতুক দেখিতেছিলেন ইতিমধ্যে অন্য দেশহইতে এক রাজকুমার ভ্রমনার্থ ঐ সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন খোজেস্তার সূর্য্যতুল্য বদন দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইলেন এবং খোজেস্তাও রাজপুত্র কে দৃষ্টি করিয়া তদনুরূপ হইলেন। তাহার পর

রাজার বালক এক কুটনীর দ্বারা গোপনে খোজে স্তার নিকট বাক্য প্রেরন করিলেন যে এক রাত্রি চারি দণ্ডের কারন আমার বাটীতে আইসেন তাহার বদলে লক্ষ টুন মুল্যের এক অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দিব। খোজেস্তা প্রথম স্বীকার করিলেন না পরে কুটনীর বহুবিধ ভুলানেতে সম্মত হইয়া উত্তর করিয়া পাঠাইলেন দিবসে গন্তব্য নয় অর্দ্ধরাত্রি গতে রাজকুমারের নিকটে আমি পঁহুছিব। পরে রজনীতে খোজেস্তা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সারীর সম্মুখে আসিয়া চৌকির উপরে বসিয়া মনের মধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি স্ত্রী এবং সারীও স্ত্রী এ সব কার্য্যেতে সারী আমার কথা শুনিয়া রাজনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক ইহা বুঝিয়া সমস্ত বিস্তারিত সারীকে গোচর করিলেন পরে সারী নীতি বাক্য দ্বারাতে কহিলেক যে এ কর্ম্ম স্ত্রী জাতির অতি অকর্ত্তব্য ইহাতে বড় দুর্নাম

হইবে তার লজ্জা পাইবে খোজেস্তা প্রীতিতে কিন্তু
বৎ হইয়াছেন অতএব সারীর নিষেধে অতি
ক্রোধিত হইয়া দুই পদে অতিদৃঢ় করি ধরিয়া
সারীকে ভূমিতে এমত আছাড়িলেন যে সারীর
প্রান শরীরহইতে ত্যাগ করিলেক সেই সারী
মরিলে পরে সারীর পিঞ্জর খালি পড়িয়া রহিল।
পরে খোজেস্তা সেই কোপ থাকিতেং তোতার
নিকট পঁহুছিয়া আপন মনের কথা আর সারীর
মরনের কথা বিস্তারিত করিয়া তোতাকে জ্ঞাত
করাইলেন। তোতা জ্ঞানী জ্ঞাত হইয়া মনে
বিচার করিলেক যে যদ্যপি আমি সারীর মত
বারন করি তবে নিশ্চয় মরিব এই শঙ্কা প্রযুক্ত
অতিকোমল বাক্যে খোজেস্তাকে তোতা কহি
তেছে শুন খোজেস্তা সারী স্ত্রী পক্ষিণী কেন
তুমি বিশেষ কথা তাহাকে কহিয়াছিলে সে
অনুচিত করিয়াছ জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে বিস্তর
স্ত্রীজাতি নির্ব্বোধ হয় বিশেষ কথা সকল ইহার
দের নিকট প্রকাশ করা উপযুক্ত নয় কিন্তু

তুমি এখন এই জন্যে ভাবিত হইও না যাবৎ আমার প্রাণ শরীরে আছে তাবৎ তোমার কার্য্যেতে আমি চেষ্টা করিব এবং সহকারিতা করিয়া তোমার মনোবাঞ্ছা যে প্রকারে পূর্ণ হয় তাহা আমি করিব কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছাই করেন যে এই সম্বাদ তোমার স্বামী শুনিয়া তোমার সহিত বিচ্ছেদ না করেন তবে ফরোখবেগ সয়দাগরের তোতা যেমত তাহারদের পতি পত্নীতে মিলাইয়া দিয়া ছিল তেমন আমি তোমারদের স্ত্রী পুরুষেতে প্রীতি ও মিলন করিয়া দিব। খোজেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ফরোখবেগের তোতার ইতিহাস কিপ্রকার তাহা বিস্তারিত করিয়া কহ তবে আমি তোমাকে তুষ্ট হইব।—

পরে তোতা কহিতে লাগিল এক দেশে ফরোখবেগ নামে এক সয়দাগর ছিলেন. তাঁহার গৃহেতে এক জ্ঞানী তোতা থাকিত সয়দাগরের বিদেশ গমন উপস্থিত হইল ইহাতেই সেই সয়দাগর আপনার সকল অর্থ এবং আর২ দ্রব্য

সামগ্রী সকল তোতাকে সমর্পন করিয়া বানি জ্যার্থে নানা দেশ ভ্রমন করিতে গেলেন এবং বানিজ্যের কারন সেখানে কিছু দিবস রহিলেন। এখানে সয়দাগরের স্ত্রী এক মোগোলের পুত্রের সহিত প্রনয় করিয়া প্রতি দিবস তাহাকে রাত্রিতে আপন বাটীতে আনিয়া গৃহে এক শয্যাতে দুই জন প্রাতঃকালাবধি থাকিত তোতা ইহারদের কর্ম্ম দেখিয়া আর বাক্য শুনিয়া অন্ধ ও বধিরের ন্যায় থাকেন সার্দ্ধবৎসরের পরে সয়দাগর বাটী আসিয়া বিস্তারিত সকল সম্বাদ তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোতা গৃহের আরং সমস্ত সম্বাদ সয়দাগরকে কহিল কিন্তু কেবল সেই স্ত্রীর মোগোল পুত্রের সহিত মন্দ বিষয়ের কথা কহিল না তাহার কারন এই কি জানি পাছে ইহারদের স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ হয়। পরে দুই সপ্তাহ গতে সয়দাগর প্রতিবাসী লোকেরদের প্রমুখাৎ আপন স্ত্রীতে মোগোলপুত্রের যে বিষয় হইয়াছিল তাহা জ্ঞাত হইয়া চমৎকৃত হইলেন

এ সব পাপ কর্ম্ম কদাচ গোপনে থাকে না অতএব জানিরা কহিয়াছেন যে কস্তুরী আর প্রীতিকে কেহ গোপনে রাখিতে পারে না • কেননা কস্তুরী হইতে সৌরভ নির্গত হয় ও প্রীতিতে বাক্য প্রকাশ হয়। তারপর সদাগর আপন গৃহিনীর উপর বিরক্ত হইয়া নিগ্রহ করিলেন সেই স্ত্রীলোক মনেং অনুমান করিলেক যে আমার রীতের সমস্ত কথা তোতা জ্ঞাত ছিল এই কারন তোতা আমার স্বামির নিকট সকল প্রকাশ করিয়াছে অতএব তোতাকে শত্রু বোধ করিয়া এক দিবস অর্দ্ধ রাত্রেতে অবকাশ পাইয়া তোতার সমস্ত পাখা উৎপাটন করিয়া বাটীহইতে বাহিরে ক্ষেপন করিয়া দাস ও দাসীরদিগের চেঁচাইয়া কহিলেন যে তোতাকে বিড়ালে লইয়া গিয়াছে পরে সেই স্ত্রী মনে করিলেক যে তোতা মরিয়া থাকিবেক কিন্তু তোতার কিঞ্চিৎ প্রান অবশিষ্ট ছিল উপর হইতে নীচে পড়াতে বড় ব্যথিত হইয়াছিল এক দণ্ড গতে তোতা কিছু বল পাইল সেই স্থানে

অনেক গোর ছিল তাহার এক গোরের গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কএক দিবস স্থিত হইয়া নিদ্রা দিবাতে স্থগিত থাকিত রাত্রিযোগে গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিয়া বিদেশী ব্যক্তিরা ঐস্থানে ওপনীত হইয়া যে সামিগ্রী ভোজন করিত তাহার অবশিষ্ঠ যাহা থাকিত তোতা তাহাই ভক্ষন করিত এবং গর্ত্তে যে জল থাকিত তাহাই পান করিত কএক দিবসান্তে তোতার সমুদায় পাখা বাহির হইল এক গোর হইতে দ্বিতীয় গোরে ওড়িয়া বসিতে পারিত এবং শস্য সকল খুঁটিয়া খাইতে পারিত যে রজনীতে সয়দাগরের স্ত্রী তোতাকে ফেলাইয়া দিয়াছিল প্রাতঃকাল হৈলে পর সয়দাগর শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া পিঞ্জর সমীপে আসিয়া দেখিলেন যে তোতা পিঞ্জরেতে নাই. ইহাই দৃষ্ঠ হইবা মাত্র বড় শব্দ করিয়া হস্তাদি ভূমিতে ক্ষেপন করিয়া অন্তঃকরনে বড় ভাবিত থাকিয়া তোতার বিচ্ছেদ দিবারাত্রি ভোজন শয়ন ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর ওপর ক্ষেপিত হইয়া

তাহার বাক্যে প্রত্যয় না করিয়া দমন দ্বারা বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন সেই স্ত্রী আলয় হইতে বাহির হইয়া বিবেচনা করিলেক যে আমার স্বামী আমাকে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন যদি আমাকে নগরস্থ লোক দেখে তবে নিন্দা করিবেক অতএব উচিত হয় যে বাটীর নিকটস্থ গোর আছে তার মধ্যে প্রবেশ করি আহার নিদ্রা না করিলেই মরিব ইহাই বুঝিয়া সয়দাগারের পত্নী গোরের ভিতর প্রবেশ করিয়া এক দিবস নিরাহারে রহিলেন যখন নিশা হইল তখন তোতা সুরঙ্গহইতে বাহির হইয়া কহিল ও স্ত্রীলোক শুন তোমার শরীরে আর মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া চতুর্বিংশতি দিবস অনাহারে এই গোর মধ্যে থাক তবে তুমি আপন বয়ঃক্রমেতে যে পাপ করিয়াছ তাহা ক্ষমা করিয়া তোমারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া দিব। সয়দাগারের স্ত্রী এই শব্দ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে করিলেন যে কোন সত্যবাদী

ঈশ্বর পুরুষ ব্যক্তির গোর হইবেক অবশ্য. ইনি আমার ঘাটি ক্ষমা করিয়া আমার স্বামির সহিত আমাকে মিলাইয়া দিবেন তারপর সেই স্ত্রী লোক আপন মস্তকের কুন্তল ছেদন করিয়া ক এক দিন সেই গোরমধ্যে রহিলেন তারপরে এক দিবস তোতা কবরের সুড়ঙ্গ হইতে বাহিরে আসিয়া কহিল ও স্ত্রীলোক শুন তুমি বিনাপরাধে আমার সকল পক্ষ উৎপাটন করিয়া বড় দুঃখ দিয়াছ. ভাল যাহা আমার ললাটে ছিল তাহা তমি করিয়াছ কিন্তু আমি তোমার অনেক লবন ভক্ষন করিয়াছি একারন তোমার কার্য্যেতে আমি ভাল করিব এবং তোমার কর্ত্তার প্রীত তোতা আমি তুমি আমার কর্ত্রী বট গোরের সুড়ঙ্গ হইতে সব কথা আমি তোমাকে কহিয়া ছিলাম যে তোমার শরীরের এবং মাথার কেশ মুণ্ডন কর তবে তোমার পতির সহিত তোমার প্রীতি করিয়া দিব কিন্তু আমি তোমার লবন কটির দিগে দৃষ্টি করিয়া তোমার স্বামির নিকটে

তোমার কোন মন্দ কথা কহি নাহি ইহা যথার্থ কহিতেছি বরং তুমি দেখ আমি এই ক্ষনেই তোমার আলয়ে তোমার পতির নিকট যাইতেছি এবং যে প্রকারে তোমারদের স্ত্রী পুরুষে ঐক্য হয় তাহা করিতেছি। তোতা ইহাই বলিয়া সয়দাগরের বাটীতে যাইয়া সাক্ষাতে সেলাম করিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেক যে আপনকার ধন আর পরমায়ুর বৃদ্ধি হওক। সয়দাগর তোতাকে প্রথম চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে বট কোথাহইতে আসিলা কিঞ্চিৎ পরে আপন তোতা জানিয়া বলিলেন যে তোতা এত দিবস কোথায় এবং কার গৃহে ছিলা তাহা কহ এবং আপন দশার বিস্তারিত কহ তোতা উত্তর করিলেক যে আমি তোমার সেই পুরাতন তোতা আমাকে পিঞ্জরহইতে বিড়ালে লইয়া আপন উদর পিঞ্জরে রাখিয়াছিল। সয়দাগর কহিলেন ও তোতা তবে তুমি পনরায় কিরূপে বাঁচিলা?

তোতা উত্তর করিলেক যে তুমি আপন পত্নীকে বিনা দোষেতে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলা তিনি বাহির হইয়া গোরমধ্যে চতুর্ব্বিংশতি দিবস উপবাসী থাকিয়া বিস্তর রোদন করিলেন অতএব ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তাঁহার অত্যন্ত কৃপাতে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বাঁচাইয়া কহিলেন যে তোতা তুমি সকল বিষয়ে সাক্ষী আছ অতএব সয়দাগরের নিকট যাইয়া তাহারদের পতি পত্নীতে মিলন করিয়া দেও। সয়দাগর ইহাই শুনিয়া অতি শীঘ্র অশ্বের উপর আরোহন করিয়া স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন যে ও প্রিয়তমা আমি তোমাকে নিরপরাধে দুঃখ দিয়াছি ভাল কার্য্য করি নাই ইহাতে আমার যথোচিত অপরাধ হইয়াছে তুমি ক্ষমা করিয়া বাটী চলহ। পরে সয়দাগরের স্ত্রী বাটী যাইয়া তাঁহারদের স্ত্রী পুরুষে দুই জনে মিলন হইয়া বিস্তর আমোদিত আহ্লাদিত হইলেন। ময়মুনের তোতা সয়দাগরের তোতার এই উপাখ্যান জ্ঞাত

করাইয়া কহিলেন যে যোজেস্তা তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া রাজপুত্রের পার্শ্বে যাও তবে তোমার কথার মিথ্যা হইবেক না. ঈশ্বর করেন যেন এ সংবাদ তোমার স্বামী শুনেন না একান্ত যদি তিনি জ্ঞাত হন তবে মহোত্থবেগ সমুদ্রাগরের তোতার ন্যায় মিলন আর প্রীতি করিয়া দিব। যোজেস্তা এই বাক্যেতে সন্তুষ্টা হইয়া রাজকুমারের নিকট যাইতে ওদ্যত হইতেছিলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল যোজেস্তা সমস্ত রাত্রি ইতিহাস শ্রবণেতে অনিদ্রিত ছিলেন অতএব শয়ন করিতে শয্যোপরে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় ইতিহাস।—

এক জন চৌকিদার রাজা তেবরস্তানের সহিত হিতকর্ম্ম করিয়াছিল তাহার প্রসঙ্গ এই।—

যখন দিবা গত রাত্রি উপস্থিত হইল তখন খোজেস্তা বহুমূল্য শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আর ফলাদি আনাইয়া ভোজন করিয়া আপন চন্দ্রতুল্য বদন সাজাইয়া স্বর্ণ রূপ্যের সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিয়া শুক পক্ষির সমীপে আসিয়া রাজপুত্রের নিকট যাইতে বিদায় চাহিলেন। শুক কহিলেক যে তুমি মনে কিছু উদ্বিগ্না হইও না আহ্লাদিত থাক আমি তোমার কর্ম্মে চেষ্টিত আছি তোমাকে রাজপুত্রের নিকট পহুছাইব কিন্তু রাজপুত্রের যে প্রীতি আর ভালবাসা তোমাতে আছে তাহা

তুমি হৃদয়ে রাখিবা যেমন চৌকিদার আপন মনেতে তেবরস্তান রাজাকে ভরসা দার্ঢ্য করিয়া ধন পাইয়াছিল তুমি তদ্রূপ রাজপুত্রকে ভাবনা করিও তবে তাহাকে অবশ্য পাইবা। খোজেস্তা ইহা শুনিয়া শুককে প্রশ্ন করিলেন যে তেবরস্তান রাজার উপাখ্যান কিরূপ তাহা কহ।—

শুক উত্তর করিল যে পূর্ব্বের মনুষ্যেরা এবং মন্ত্রিরা এমত কহিয়াছেন যে রাজা তেবরস্তান এক দিবস আপন সভা স্বর্গের ন্যায় সাজাইয়া উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন এবং নানাপ্রকার মদ্য মাংস ভক্ষ্য দ্রব্য সভামধ্যে রাখিয়া ঐ দেশীয় রাজপুত্র ও মর্য্যাদক ও পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুদিগকে সেই স্থানে উপস্থিত করিয়া রাজা তেবরস্তান সেই সব উত্তম দ্রব্য তাঁহারদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন ইতি মধ্যে অকস্মাৎ সেই স্থানে এক জন বিদেশী উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজসভাস্থ প্রধানেরা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে কোথাহইতে আসিয়াছ কি কার্য্য কর?। সেই ব্যক্তি উত্তর

করিলেক যে আমি তলোয়ার মারিতে আর বন্দুক ধরিতে পারি ইহা ব্যতিরেক আরং রূপ শিল্প কর্ম্ম জ্ঞাত আছি এবং তীর এমত মারিতে পারি যে আমার তীর কঠিন প্রস্তরেতে ছিদ্র করিয়া নির্গত হয় এবং গজেন্দর নামা এক জন ধনবান আছেন আমি কিছু দিবস তাঁহার নিকটে চাকর ছিলাম কিন্তু গজেন্দর আমার কিছু গুন বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন না অতএব আমি তাঁহার চাকরি ত্যাগ করিয়া মহারাজ তেবরস্তানের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট চাকরি করিতে আসিয়াছি। মহা রাজা তেবরস্তান এই কথা শুনিয়া রাজদরবারের লোকেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে এই ব্যক্তিকে চৌকিদারি কর্ম্মে নিযুক্ত কর। পরে কর্ম্মকর্ত্তারা রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে চৌকিদারি চাকুরিতে নিযুক্ত করিলেন। সেই জন প্রত্যহ রাত্রিতে এক পদে দাঁড়াইয়া রাজার অট্টালিকার দিগে দৃষ্টি করিয়া থাকে এক দিবস অর্দ্ধরাত্রের পরে রাজা উপর ঘরের ছাতে বেড়াইয়া সকল দিগে

দৃষ্টি করিতেং নীচেতে দেখিলেন যে এক স্ত্রী এক পাদে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন তুমি কে বট ও স্মশানশাতে কিকারন এক পদে দাঁড়াইয়া আছ?। চৌকিদার কহিলেক যে রাজদর্শনার্থে আকাঙ্খিত ছিলাম অদ্য আমার ভাগ্যের সহকারেতে দর্শন করিয়া বড় আহ্লাদিত আমোদিত হইলাম। রাজা আর চৌকিদারেতে এই কথোপকথন হইতেছিল ইতিমধ্যে মাঠের দিগহইতে এক শব্দ রাজার কর্নকুহরে পহুছিল সে শব্দ এই এক জন কহিতেছে যে আমি যাইতেছি কে এমত মনুষ্য আছে যে আমাকে ফিরাইবে?। ইহা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া চৌকিদারকে কহিলেন যে ওহে চৌকিদার এ শব্দের বৃত্তান্ত তুমি কিছু জানহ?। চৌকিদার ওত্তর করিল ও মহারাজ কএক দিবস রাত্রিযোগে এইরূপ শব্দ শুনিতেছি কিন্তু চৌকিদারি কর্ম্মেতে থাকিতেকারন গমন করিয়া জ্ঞাত হইতে পারি না. যে এ শব্দ কাহার যদি আপনি আজ্ঞা দেন তবে

অতি শীঘ্র গমন করিয়া শব্দের নির্ণয় জানিয়া তোমার দাসেরদের সাক্ষাতে বিস্তারিত নিবেদন করিতে পারি। রাজা কহিলেন শীঘ্র যাইয়া সম্বাদ আনহ। চৌকিদার রাজাজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন। পরে রাজা কৃষ্ণ বর্ণ এক কম্বলেতে শরীর ঢাকিয়া চৌকিদারের পশ্চাৎ গেলেন। চৌকিদার সেস্থানে পঁহুছিয়া দেখিল যে পথমধ্যে এক সুন্দরী দাঁড়াইয়া কহিতেছে যে আমি যাইতেছি আমাকে কে ফিরাইবেক?। ইহা শুনিয়া চৌকিদার প্রশ্ন করিলেক যে ও স্ত্রীলোক তুমি এমত কথা কেন কহিতেছ?। সে স্ত্রীলোক উত্তর করিলেক যে আমি রাজা তেবরস্তানের পরমায়ুর প্রতিমূর্ত্তী রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে অতএব আমি যাইতেছি। চৌকিদার ইহা শুনিয়া কহিলেন তুমি রাজার পরমায়ু এখন তুমি কিরূপে বাহুড়িয়া থাকিবে। প্রতিবিম্ব কহিলেন শুন হে চৌকিদার যদ্যাপি তুমি আপন পুত্রকে রাজার পরমায়ুর বদলেতে আমার সম্মুখে

বলিদান দেও তবে আমি অবশ্য ফিরিয়া থাকিব রাজাও কতক কাল বাঁচিয়া থাকিবেন কদাচ শীঘ্র মরিবেন না। চৌকিদার ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেক যে যদি আমার প্রাণ আর আমার পুত্রের প্রাণ এই দুই দিলেও রাজা রক্ষা পান তবে অবশ্য দিব কিন্তু তুমি মুহূর্ত্তেক বিলম্ব কর আমি বাটী যাইয়া আপন সন্তানকে আনিয়া তোমার সাক্ষাতে বলিদান করি ইহা বলিয়া চৌকিদার আপন গৃহেতে যাইয়া এই সমস্ত কথা বড় পুত্রকে অবগত করিলেক। তদনন্তর সেই পুত্র সৎবিবেচক জ্ঞানী ইহাই শুনিয়া উত্তর করিল যে রাজা তেবরস্তান অতি বিচারক ও প্রজা পালক দৈন্য দুঃখ দূরকর্ত্তা যদি আমাকে বলিদান করিলে তিনি রক্ষা পান এ বড় উত্তম প্রকরণ কেননা আমার মরণেতে ক্ষতি নাহি এ রাজার মন্দ হইলে আর কোন দুর্জ্জন ব্যক্তি রাজা হইবেন তাহার দুষ্টতাতে সহস্র২

লোক নাশ হইয়া দেশ ওএরান হইবেক রাজা তেবরস্তান বাঁচিলে সহস্র২ প্রজা লোকেরদিগের সুখ এবং দেশের আবাদ হইবেক ও আমি শিক্ষাগুরুর স্থানে শুনিয়াছি তিনি এক দিবস চৌবাটীর পড়ুয়ারদিগকে কহিতেছিলেন যে রাজসমভিব্যাহৃত লোকেরা যদি বিচারক রাজার প্রাণ রক্ষার্থে এক জন প্রজাকে নষ্ট করে ইহাতে পাপ হয় না। ঈশ্বর করেন যে এমত রাজা না মরেন আর অবিচারক রাজা রাজ্য না করে অতএব শীঘ্র আমাকে প্রতিমার নিকট লইয়া যাও এবং ছেদন কর তারপর চৌকিদার প্রতিমার সাক্ষাতে পুত্রকে আনিয়া হস্তপাদাদি বন্ধন করিয়া তীক্ষ্ণ ছোরা আপন করে লইয়া হেঁট মুণ্ড হইয়া ছেদন করিতে উদ্যত হইল প্রতিবিম্ব ইহা দেখিয়া শীঘ্র চৌকিদারের হস্তে ধরিয়া নিষেধ করিলেন যে তুমি তোমার পুত্রের গলা ছেদন করিও না ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তোমার যোগ্যতা আর উত্তমতাতে বড় তুষ্ট হইয়া অনগ্রহ করিয়া আমাকে ফিরিয়া

ষষ্ঠি শত বৎসর থাকিতে আজ্ঞা দিলেন। চৌকিদার এই মঙ্গল সমাচার শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইল। চৌকিদারে আর প্রতিমাতে এবং চৌকিদারের পুত্রেতে যে কথোপকথন হইয়াছিল রাজা সেই সমস্ত শুনিয়া এবং দেখিয়া চৌকিদারের আগমনের পূর্ব্বে গৃহে আসিয়া অট্টালিকার উপরে পূর্ব্ববৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চৌকিদার অর্দ্ধদণ্ড গতে রাজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া প্রনাম করিয়া মঙ্গল প্রার্থনা করিল, যে মহারাজার আয়ুঃ ও ঐশ্বর্য্য এবং রাজ্য আর সৈন্যের বৃদ্ধি হওক। তারপর রাজা জিজ্ঞাসিলেন ও হে চৌকিদার কহ শব্দের বৃত্তান্ত কি জানিলা?। চৌকিদার কহিলেক মহারাজ শ্রবন করিতে আজ্ঞা হওক এক স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী আপন স্বামির সহিত কলহ করিয়া বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া পথমধ্যে বসিয়া মনোদুঃখেতে শব্দ করিতেছিল যে আমি যাইতেছি এমত কোন ব্যক্তি আছে আমাকে ফিরাইবে?। আমি

সেই স্ত্রীর সাক্ষাতে পঁহুছিয়া কোমল বাক্য দ্বারায় তুষিয়া তাহারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া দিলাম এখন সেই স্ত্রী স্বীকৃত হই লেন যে আমি স্বামির বাটীহইতে আর ষষ্ঠি শত বৎসর কোথাও যাইব না। রাজা চৌকি দারের ওত্তম ধীরাতে আর জ্ঞানেতে বড় তুষ্ট হইয়া কহিলেন ও হে চৌকিদার যে কালে তুমি আমার বাটীর বাহির হইলা সেই সময় আমি ও তোমার পশ্চাৎ গমন করিয়া দূরহইতে তোমার আর প্রতিমার এবং তোমার তনয়ের ওত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়াছি আর তোমরা যাহা করিয়াছিলা তাহাও দেখিয়াছি ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন এবং আমিও ভগবানের প্রার্থনার দ্বারা তোমার দৈন্য দূর করিব ও ধনবান করিব। তার পর রাজা রাজসিংহাসনে ওপবিষ্ট হইলে দেশের প্রধানেরা এবং সকল বিচারকেরাও হাজীর হইলেন এই সময় রাজা তাঁহারদের সাক্ষাতে চৌকিদারকে প্রধান মন্ত্রী আর ধন

ভাণ্ডারির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া চাবি ও কুলুপ সকল তাহাকে সমর্পন করিলেন।—

তোতা তেবরস্তান রাজার এই কথা সাঙ্গ করিলেই রাত্রি প্রভাত ও সূর্য্য উদয় হইল একারন সেই দিবস খোজেস্তার যাওন হইল না। খোজেস্তা সমস্ত রজনী এই ইতিহাস শ্রবনে জাগ্রত ছিলেন অতএব মখমলের বিছানাতে শয়ন করিলেন।—

তৃতীয় ইতিহাস।

স্বর্ণকার আর সূত্রধর দুই জনে স্বর্ণের বিগ্রহ চুরি করিয়া গোপনে রাখিয়াছিল তাহার কথা।

যে সময়ে সূর্য্য অস্তে চন্দ্র ওদয় হইল তখন খোজেস্তা বিস্তর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে আমার প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইতে বিদায় দেও। তোতা ওত্তর করিলেক যে তোমাকে প্রথম রাত্রিতেই বিদায় করিয়াছি এখন পর্য্যন্ত কেন বিলম্ব করিতেছ শীঘ্র যাও কিন্তু এ সকল গহনা পরিয়া যে পুরুষের নিকট যাইবা যদি সেই জন এই অলঙ্কারেতে লোভ করিয়া তোমাতে যে প্রীতি আর ভালবাসা আছে তাহা ত্যাগ করে তবে তুমি তাহার কি করিবা যেমত স্বর্ণ

কার বিগ্রহের লোভেতে সূত্রধরের সহিত বহু কালের প্রেম ত্যাগ করিয়াছিল। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে স্বর্ণকার আর সূত্রধরেতে কি মত ব্যবহার হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত কহ।

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে এক দেশে এক স্বর্ণকারেতে আর এক সূত্রধরেতে এমত প্রণয় ছিল যে সকল লোকেরা ইহারদিগ কে দেখিয়া ইহারা দুই ভ্রাতা এই অনুমান করিত। পরে স্বর্ণকার আর সূত্রধর একত্র বিদেশ গমন করিয়া এক সহরে পঁহুছিয়া খরচ পত্র হীন হইয়া আপনারা ঠাওরাইলেক যে এই নগরের মধ্যে এক দেবালয় আছে সেই দেবালয়েতে অনেক স্বর্ণবিগ্রহ আছেন অতএব পরামর্শ এই যে আমরা ব্রাহ্মনের বেশ ধরিয়া সেই দেবালয়েতে যাইয়া দেবতারদের পূজা অর্চ্চনা করি যখন অবকাশ পাইব তখন কএক বিগ্রহ চুরি করিব এই মন্ত্রনা দুই জনে স্থির করিয়া দেবালয়েতে গিয়া সেবা পূজাদি আরম্ভ করিলেক আরং ব্রাহ্ম

নেরা ইহারদের দুই জনের আরাধনা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন দই এক জন ব্রাহ্মন সেই দেবালয়হইতে গমন পুনরায় করিলেন না যদি কেহ তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসিত যে তোমরা কি কারন দেবালয় ত্যাগ করিলে? তাঁহারা ওত্তর করিতেন যে দই ব্রাহ্মান আসিয়া যেরূপ দেবতারদের সেবা ও অর্চনা করিতেছেন তেমন আমরা করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া দেবালয় ত্যাগ করিয়াছি। এই প্রকারে ক্রমে২ পূর্ব্বের সমস্ত ব্রাহ্মনেরা দেবতার প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। পরে এক দিবস রাত্রিতে স্বর্নকার আর সূত্রধর সেই সব বিগ্রহ লইয়া আপন দেশের দিগে প্রস্থান করিয়া যখন আপন নগরে পঁহুছিলেন তখন বিগ্রহেরদিগকে এক বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিয়া আপন২ বাটীতে আসিলেন। এক রাত্রে স্বর্নকার একাকী যাইয়া সমস্ত বিগ্রহ মৃত্তিকাহইতে ওঠাইয়া আপন গৃহে আনিলেক। পর দিবস প্রাতে সূত্রধরের কাছে গিয়া কহিলেক যে ওহে সূত্রধর

পূর্ব্বের প্রীতি ভুলিয়া আমার অংশ সুদ্ধ চুরি করিয়া লইলা সে ধন কত কাল ভোগ করিবে। ইহা শুনিয়া সূত্রধর চমৎকৃত হইয়া মনে করিল যে স্বর্ণকার এইমত আমাকে বঞ্চনা করিয়া সকল বিগ্রহ লইলেক ইহাতে সূত্রধর বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেক যে ও হে স্বর্ণকার যাহা তুমি করিয়াছ তাহা আমি বুঝিলাম কিন্তু তুমি ঈশ্বরের দিগে দৃষ্টি না করিয়া আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে ভাল ঈশ্বর আছেন ইহাই বলিয়া চেষ্টান্তর পাইতে লাগিল। তারপর সূত্রধর বড় সুবোধ স্বর্ণকারের সহিত কলহ করাতে কিছু লভ্য না দেখিয়া নিরস্ত রহিল। কতক দিবস গতে সূত্রধর স্বর্ণকারের অবয়ব এক কাষ্ঠপুত্তলিকা গঠন করিয়া স্বর্ণকারের বেশের ন্যায় পরিচ্ছদ সেই পুত্তলিকাকে পরাইলেক এবং ভালুক বৎস দুইটি আনিয়া সেই বৎসেরদের খাদ্য দ্রব্য ঐ পুত্তলিকার জামার দামনে আর আস্তিনে রাখিত ভালুক বৎসেরা ক্ষুধিত হইয়া

সেই দ্বাযন আর আস্তিনহইতে ভক্ষনীয় বস্তু লইয়া ভোজন করিত। সুত্রীর দেখিলেক যে বৎসেরদের অত্যন্ত প্রীতি পুত্তলিকার সহিত হইল তাহার পর সুত্রবির এক দিবস সস্ত্রীক স্বর্নকার কে এবং আরং প্রতিবাসী নারীগনকে আহ্বান করিলেক। স্বর্নকারের পত্নী আপনার দুই বালক সুদ্ধ সুত্রবীরের আলয়ে আসিলেক। অনন্তর সুত্রবির ঐ বালকেরদিগকে এক স্থানে গোপনে রাখিয়া সেই দুই ভালুক বৎসকে বাহির করিয়া চেঁচাইয়া কহিতে লাগিল এ কি আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে স্বর্নকারের দুই নন্দন অকস্মাৎ ভালুক বৎসের ন্যায় হইল এ বড় খেদের বিষয় স্বর্নকার এই বাক্য শুনিয়া সেই স্থানে যাইয়া দেখিয় সুত্রবীরকে কহিলেক যে ও হে সুত্রবীর মনুষ্য কখন ভালুক হয় না এ তোমার মিথ্যা কথা। শেষে স্বর্নকারে আর সুত্রবিরে কলহ করিয়া সেই দেশের বিচারকর্ত্তা কাজির নিকট গেল তারপর কাজি সুত্রবীরকে জিজ্ঞাসিলেন যে মনুষ্য কিরূপে

ভালুক হইল তাহা কহ। সুত্রবীর উত্তর দিলেক যে স্বর্ণকারের বালকেরা একত্র ক্রীড়া করিতেছিল অকস্মাৎ ভূমিতে পড়িয়া ভালুকবৎসের ন্যায় হইল। ইহা শুনিয়া কাজি কহিলেক যে তোমার এ কথার প্রমান না পাইলে কিমতে প্রত্যয় করি। সুত্রবীর কহিলেক যে পূর্ব্বের পুস্তকে আমি দেখিয়াছি এক জন্তু অন্য এক জন্তুর ন্যায় আকৃতি হইয়াছিল কিন্তু তাহার পূর্ব্বমত বুদ্ধি ছিল বালকেরা যদি ভালুক হইয়া থাকে তবে স্বর্ণকারকেও চিনিবেক এবং আমার কথাও সত্য হইবেক যদ্যপি না হইয়া থাকে তবে স্বর্ণকারকেও চিনিবেক না ও তাহার নিকট যাইবেক না সুত্রবীরের এই কথা কাজি গ্রাহ্য করিয়া বৎসেরদিগকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে সুত্রবীর কাজির আজ্ঞানুসারে ভালুক বৎসেরদিগকে আনিয়া কাছারিতে সকল লোকের মধ্যে ছাড়িয়া দিলেক সেখানে বিস্তর লোক ছিল কিন্তু ভালুক বৎসেরা আর কাহার নিকট না

যাইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার অবয়ব এবং পরিচ্ছদ স্বর্ণকারকে দেখিয়া তাহার পায়েতে আপনারদের মস্তক ঘসিয়া খেলা করিতে লাগিল কাজি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া স্বর্ণকারকে কহিলেন ও হে স্বর্ণকার আমার প্রত্যয় হইল যে তোমার পুত্রেরা ভালুকবংশের আকৃতি হইয়াছে ওহারদিগকে তুমি বাটীতে লইয়া যাও বৃথা কেন সুগ্রীবের সহিত কলহ করিতেছ। অনন্তর স্বর্ণকার অনুপায় বুঝিয়া সুগ্রীবের বাটীতে আসিয়া সুগ্রীবের পাদাবনত হইয়া কহিলেক যে তোমার অংশ দিই নাই একারন তুমি এই প্রকার করিয়াছ এখন তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া আপন অংশ লও এবং আমার ছাওয়ালেরদিগকে আমাকে দেহ। সুগ্রীব কহিলেক যে তুমি বিশ্বাস ঘাতকের কর্ম্ম করিয়াছিলা তেকারন তোমার বড় পাপ হইয়াছে আর কখন তুমি এমত কার্য্য করিও না ইহাহইতে মন ফিরাও তবে কিছু আশ্চর্য্য নহে যে তোমার বালকেরা ভালুক মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া

পূর্ব্বাকার হইবেক পরে সুত্রধর স্বর্নের অংশ লুকাইয়া লইয়া সেই সন্তানেরদিগকে স্বর্নকারের সাক্ষাতে আনিয়া দিলেক।—

তোতা স্বর্নকার আর সুত্রধরের কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি সালঙ্কারা যাইও না যদি রাজপুত্র তোমার প্রীতি ভুলিয়া সকল গহনা লয় তবে কি করিবা?। ইহা শ্রবন করিয়া খোজেস্তা সমস্ত অলঙ্কার শরীরহইতে খুলিয়া রাখিয়া প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল অতএব সে দিবস যাওন হইল না।—

চতুর্থ ইতিহাস।

এক জন প্রবীন লোকের সন্তান এক সীপায়ের স্ত্রীর চরিত্র বিচার করিয়াছিল, তাহার কথা।

যে কালে দিবাকর অস্ত নিশাকর ওদয় হইলেন সেই সময়ে খোজেস্তা তোতার সমীপে আসিয়া কহিলেক যে তুমি আমার দুঃখের সম্বাদ কিছু জ্ঞাত নহ আমি রাজপুত্রের প্রীতিতে অস্থিরা আছি অদ্য নিশাতে আমার প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে আমাকে অনুমতি দেহ। তোতা ওত্তর করিলেক যে আমিও তোমার দুখেতে বড় দুঃখিত আছি তুমি প্রতিদিবস ইতিহাস শ্রবন করিয়া রাত্রি প্রভাত কর কেন প্রিয়তমের নিকট যাইতে পার না? কিন্তু আমার এই ভয় হইতেছে, যদি ইহার মধ্যে তোমার স্বামী আসিয়া পঁহুছেন তবে তোমার বন্ধুর সন্নিধানে যাইতে না পারিয়া বড়

লজ্জিত হইবা যেমন এক প্রবীণ লোকের নন্দন সীপায়ের স্ত্রীর স্থানে লজ্জিত হইয়াছিল তদ্রূপ পাছে তুমিও হও। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সীপায়ের স্ত্রী আর সেই প্রবীণ লোকের বালকের ও আখ্যান কিপ্রকার তাহা কহ। পরে তোতা কহিতে আরম্ভ করিল।—

এক নগরেতে এক সীপায়ের এক অতি বড় সুন্দরী স্ত্রী ছিল কিন্তু সীপাই আপন স্ত্রীকে সর্ব্বক্ষণ সাবধানে রাখিত পাছে সে স্ত্রী ভ্রষ্টা হয় এই সন্দেহ প্রযুক্ত সীপাই আপন পত্নীকে কোথাও রাখিয়া কর্ম্ম কার্য্য করিতে যাইত না এই প্রকারে কিছু কাল গতে সীপাই বড় দুঃস্থ হইল একারণ এক দিবস সেই স্ত্রী কহিলেক যে স্বামী কেন তুমি বিদেশ যাও না এবং কি জন্যে চাকুরি ব্যবসায় ত্যাগ করিলা স্বামী জবাব দিলেক যে পাছে আমি কার্য্যার্থে গেলে তুমি দুষ্ট ক্রিয়া কর এই ভাবনা করিয়া তোমাকে কুত্রাপি রাখিয়া চাকরি করিতে যাইতে পারি না

ইহা শুনিয়া স্ত্রী কহিলেক যে আপনি এমত বিচার করিতেছেন এ ভাল নহে কেননা যে স্ত্রী সাধ্বী হয় তাঁহাকে কেহ ভুলাইয়া দুষ্টা করিতে পারে না এবং যে নারী ভ্রষ্টা হয় তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানেতে কখন রাখিতে পারে না তাহার ইতিহাস এই শুন।—

এক দেশে এক যোগী ছিল সে আপন স্ত্রীকে পৃষ্ঠোপরে আরোহন করাইয়া আপনি হস্তীর ন্যায় হইয়া বনেং ভ্রমন করিত কিন্তু সে স্ত্রী স্বামির এত সাবধানতাতেও এক পুরুষের সহিত মন্দ কর্ম্ম করিয়াছিল। সীপাই জিজ্ঞাসিলেক যে সে স্ত্রী কি প্রকারে এমত কর্ম্ম করিয়াছিল তাহা কহ। সীপায়ের পত্নী কহিতে লাগিল যে এক জন পুরুষ বনমধ্যে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আমারি দেখিয়া ত্রাসেতে এক বৃক্ষের ওপরে আরোহন করিল। হস্তী অকস্মাৎ সেই তরুতলে আসিয়া যখন পৃষ্ঠহইতে আমারি নামাইয়া নীচে রাখিয়া আপনি চরিতে গেল তখন সে পুরুষ আমারির

মধ্যে এক সুরূপা কন্যাকে দেখিয়া বৃক্ষহইতে নীচে আইল এবং সেই কন্যা ঐ পুরুষকে দৃষ্টি করিয়া আমারিহইতে বাহির হইয়া আপন বাঞ্ছার কথা অবগত করিয়া দুই জনে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এক বিছানাতে বসিয়া মনোভিলাস পূর্ণ করিলেক। তারপর সে কন্যা গ্রন্থিতে পরিপূর্ণ এক রজ্জু কড়চহইতে বাহির করিয়া আর এক গ্রন্থি দিলেক। ঐ ব্যক্তি সেই দড়ি দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে এই রজ্জুর গ্রন্থির বৃত্তান্ত কি ?। কন্যা উত্তর করিলেক যে আমার স্বামী বড় মায়াবী মায়ার দ্বারাতে আপনাকে হস্ত্যাকার করিয়া আমাকে পৃষ্ঠোপরে রাখিয়া বনে২ ভ্রমণ করিতেছেন যেন আমি ভ্রষ্টা না হই কিন্তু আমার স্বামির এত সাবধানতাতেও আমি এক শত পুরুষের সহিত মন্দ ক্রিয়া করিয়া স্মরণার্থে এই রজ্জুতে এক শত গ্রন্থি দিয়াছিলাম। অদ্য তোমার দয়াতে অধিক এক গিরা

দিলায় মোটে একশত এক গুদ্দি এই রক্তুতে হইল।

যখন সীপায়ের ভার্য্যা এই ওপাখ্যান সাঙ্গ করিল তখন সীপাই প্রশ্ন করিলেক যে এখন তুমি আমাকে কি বল? সেই ভার্য্যা কহিলেক শুন স্বামী আমার পরামর্শ এই যে তুমি বিদেশে যাইয়া চাকুরি করহ এবং আমি তোমাকে এক পুষ্পগুচ্ছ দিব যদবধি সে পুষ্পগুচ্ছ তাজা থাকিবেক তদবধি তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি কোন মন্দ কর্ম্ম করি নাই যখন পুষ্পগুচ্ছ শুষ্ক হইবেক তখনি জানিবা যে আমাহইতে কিছু মন্দ ক্রিয়া হইয়া থাকিবেক। সীপাই ইহা শুনিয়া বিদেশে যাইতে ইচ্ছা করিলেক সীপায়ের স্ত্রী স্বামিকে বিদেশ গমন কালে আপন এক পুষ্পগুচ্ছ দিয়া বিদায় করিলেক। অনন্তর সীপাই আর এক সহরে পঁহুছিয়া তদ্দেশীয় এক জন প্রধান লোকের পুত্রের নিকট চাকর হইল কিন্তু স্ত্রীদত্ত পুষ্পগুচ্ছ সর্ব্বদা আপন সঙ্গে রাখিত। হেমন্ত কাল ওপস্থিত হইলে পর সেই বড় মানষের

তনয় সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিলেন যে এই সময় কোন পুষ্পোদ্যানে নবীন ফুল দৃষ্টিতে আইসে না এবং ধনবানেরদেরও হস্ত প্রাপ্ত হয় না কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে এই দৈন্য সীপাই প্রত্যাবধি নূতন পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে আনে? । সভাস্থ ব্যক্তিরা কহিলেক যে আমরাও ইহাতে চমৎকৃত হইতেছি । তারপর সেই ধনবানের পুত্র সীপাইকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি এ পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে এবং কি প্রকারে আন? । সীপাই কহিল যে এই পুষ্পগুচ্ছ আমার গৃহিনী আমাকে ইহা বলিয়া দিয়াছে যে যাবৎ এই পুষ্পগুচ্ছ নবীন থাকিবে তাবৎ তুমি নিশ্চয় জানিবা আমি সাধ্বী আছি কোনমতে ভ্রষ্টা হই নাহি যখন শুষ্ক দেখিবা সেই কালে জানিবা যে আমি দুষ্ক্রিয়া করিতেছি ইহা বলিয়া পুষ্পগুচ্ছ আমাকে দিয়া বিদায় করিয়াছে । আমিরের পুত্র ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন যে তোমার স্ত্রী মোহিনী জানে অতএব পুষ্পগুচ্ছ নবীন দর্শাই

তেজে। পরে সেই বীনবানের পুত্রের নিকট দুই জন পাচক অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বোদ্ধা ছিল তাহারদের মধ্যে এক জন পাচককে বীন বানের নন্দন আজ্ঞা করিলেন যে তুমি সীপায়ের বাটীতে যাইয়া ছলের দ্বারাতে সীপায়ের স্ত্রীর সহিত একত্রে শয়ন করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া সকল অবগত কর তবে পুষ্পগুচ্ছ তাজা থাকে কি শুষ্ক হয় তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিব। সুপকার সেই বীনবানের পুত্রের আজ্ঞামত সীপায়ের সহরে গেল সেস্থানে পঁহুছিয়া এক কুট্টনীকে সীপায়ের স্ত্রীর সমীপে প্রেরণ করিলেক কুট্টনী সীপায়ের পত্নীর নিকট যাইয়া কোন প্রকারে পাচকের সমা চার পঁহুছাইল সীপায়ের স্ত্রী শুনিয়া কুট্টনীকে কিছু কথা কহিয়া এই উত্তর দিলেক যে সে পুরুষকে আমার নিকট আনহ প্রথম আমি সে পুরুষকে দেখি আমার উপযুক্ত বটে কি না। পরে কুট্টনী সেই সুপকারকে সঙ্গে করিয়া সীপা য়ের বাটী লইয়া গেল। পরে সীপায়ের স্ত্রী

সূপকারের কর্ণেতে কহিলেন যে তুমি এক্ষনে এ বাটীহইতে গমন কর এবং কুট্টনীকে এই রূপ কহ যে ঐ স্ত্রী লোক আমার ওপযুক্ত নহে এমত স্ত্রীর সহিত আমি প্রীতি করিব না তারপর তুমি একাকী আমার গৃহে আইস কেননা কুট্টনী জাতি বিশেষ জ্ঞাত হইলে তারপরে প্রকাশ হয় অতএব কুট্টনীকে এ সম্বাদ কহিও না। সূপকার এই কথা পসন্দ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেক। সীপায়ের বাটীতে এক শুষ্ক কূপ ছিল সীপায়ের স্ত্রী সেই কূপের ওপর ভগ্ন রজ্জুতে জাওয়া এক খট্টা তাহাতে এক চাদর বিছাইয়া সূপকারের আইসনের পূর্ব্বে সেই কূপোপরে সেই শয্যা রাখিলেক সূপকার আসিবামাত্র সীপায়ের স্ত্রী সেই খট্টাতে বসিতে বলিলেক। পরে সূপকার তাহাতে বসিবামাত্র একবারে কূপমধ্যে পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল তদনন্তর সীপায়ের পত্নী জিজ্ঞাসিলেক কহ . হে মনুষ্য তুমি কে বট কোথা হইতে আসিয়াছ? সূপকার অনুপায় দেখিয়া

সীপায়ের আর আমিরের পুত্রের সকল কথার বিস্তার বলিলেক। পরে সুপকার এইরূপ আপদ গ্রস্ত হইয়া যাইতে পারিল না আমিরের তনয় সুপকারের যাওনের বিলম্ব হওয়াতে দ্বিতীয় সুপকারকে বিস্তর রবিন দিয়া সওদাগরের ন্যায় সাজাইয়া সীপায়ের স্ত্রীর নিকট প্রেরন করিলেন। পরে দ্বিতীয় সুপকার সীপায়ের বাটীতে পঁহুছিয়া পূর্ব্ব পাচকের দশার মত কুপের ভিতর পড়িয়া দুই জনে একত্র রহিল ইহারদিগের এক জনেরও ফিরিয়া না যাওয়াতে আমিরের পুত্র কহিলেন যে ইহারা দুই ব্যক্তি গেল তাহার মধ্যে এক জনও ফিরিল না ইহার কারন কি? বুঝিতে পারিলাম না অতএব এইক্ষনে আমি সেখানে গেলে ভাল হয় ইহা মনে বিচার করিয়া এক দিবস সেই ধনবানের নন্দন মৃগয়ার নাম করিয়া সীপাইকে সঙ্গে লইয়া বাটীহইতে গমন করিয়া সীপায়ের দেশে পঁহুছিলেন পরে সীপাই আপন আলয়ে যাইয়া সেই তাজা পুষ্পগুচ্ছ আপন স্ত্রীর

সম্মুখে রাখিল। এবং স্ত্রীকে যে সব বিষয় ঘটিয়াছিল তাহা বিশেষিয়া স্ত্রী আপন স্বামিকে কহিলেক। পরদিবস সীপাই আমিরপুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে লইয়া অতিথি সেবা করিলেক সীপায়ের স্ত্রী সেই দুই সূপকারকে কূপ হইতে বাহির করিয়া কহিলেক যে আমার আলয়ে অদ্য অতিথিরা আসিয়াছেন অতএব তোমরা স্ত্রী লোকের বেশ ধারণ করিয়া অন্নাদি খাদ্য দ্রব্য তাঁহারদের সম্মুখে রাখ আর সেবা কর তবে তোমারদিগকে মুক্ত করিব দুই জন সূপকার নারীর বস্ত্র পরিয়া খাদ্য সামগ্রী সেই আমিরের নন্দনের সাক্ষাতে লইয়া গেল কিন্তু পাচকের দিগের কূপে থাকাতে আর মন্দ আহার করাতে মস্তক আর দাড়ির চুল উঠিয়া গিয়াছিল এজন্যে আমিরেরপুত্র প্রথম চিনিতে না পারিয়া সীপাই কে জিজ্ঞাসিলেক যে তোমরা কি অপরাধে এই দাসীরদের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ। সীপাই জবাব দিলেক যে ইহারা যে খাইট কর্ম্ম করিয়া

ছিল তাহা পশ্চাৎ নিবেদন করিব। পরে আমিরের পুত্র অভিনিরীক্ষন করিয়া চিনিলেন যে সেই সুপকারেরা তাহারাও আমিরপুত্রের সাক্ষাতে বিস্তর রোদন করিল এবং আমির পুত্রের পাদাবনত হইল। ইত্যবসরে সীপায়ের পত্নী দ্বারেহইতে কহিলেক যে ও হে আমিরনন্দন শুন তুমি আমার স্বামির হস্তে পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়া হাস্য করিয়া এই ব্যক্তিরদিগকে আমার সতিত্ব বিবেচনার্থে পাঠাইয়াছিলা এইক্ষনে সাক্ষাতে দেখিলা আমি কি প্রকার স্ত্রী। আমিরপুত্র সকল দেখিয়া আর কথা শ্রবন করিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন যে আমার অপরাধ ক্ষমা কর।—

তোতা সীপায়ের স্ত্রীর এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি শীঘ্র আপন প্রিয়তমের নিকট যাও নতুবা লজ্জা পাইবে যেমত আমিরপুত্র সীপায়ের গৃহিনীর নিকট লজ্জিত হইলেন। পরে খোজেস্তা যাওনের চেষ্টা

করিতেই কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ কারন সে দিবস যোজেস্তা যাইতে পারিলেন না।—

৫ পঞ্চম ইতিহাস।—

এক স্বর্নকার এক সুত্রধর এক দরজি এক ওদাসীন এই চারি জনেতে এক দারুর স্ত্রীলোকের কারন কলহ করিয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে বসিলেন চন্দ্র পূর্ব্ব দিগহইতে প্রকাশ হইলেন তখন খোজেস্তা তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে বিদায় দেও যে আমি আপন প্রিয়তমের অগ্রে যাই। তোতা কহিলেক শুন কর্ত্রী তোমাকে প্রতি রাত্রিতেই বিদায় করি কি কারন তুমি গৌন করিতেছ ইহাতে আমি ভয় পাইতেছি যদি অকস্মাৎ তোমার স্বামী আসিয়া পঁহুছেন তবে স্বর্নকার সুত্রধর দরজি আর ওদাসীন এই চারি থাকতে যেমন কলহ হইয়াছিল কিন্তু কাহাকে কিছু ফল হইল না পাছে সেইরূপ হয়। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা প্রত্যুত্তর করিলেন যে এই

চারি জনের কি প্রকারে কলহ হইয়াছিল তাহা কহ।—

তোতা কহিলেক যে এক কালে এক স্বর্নকার এক সূত্রধর এক দরজি আর এক ওদাসীন এই চারি ব্যক্তি একত্রেতে বিদেশে গমন করিল ও এক রাত্রে এক মাঠেতে থাকিল এবং তাহারা পরস্পর কহিল যে মাঠেতে অদ্য রাত্রিতে সকলে এক কালে নিদ্রা যাইতে পারিব না অতএব চারি জন চারি প্রহর রাত্রি চৌকিদারি করিব এই কথা সেই চারি জনে বিবেচনা করিল। প্রথম প্রহর সূত্রধর চৌকিদারি করিতে লাগিল সূত্রধর আপন নিদ্রা দূর করিবার কারন বাইস বাহির করিয়া এক কাষ্ঠ সেই স্থানে ছিল তাহা হইতে এক স্ত্রী মূর্ত্তি গঠন করিল। দ্বিতীয় প্রহরে স্বর্নকার নিদ্রা হইতে উঠিয়া আপন চৌকিতে নিযুক্ত হইয়া সেই কাষ্ঠ পুত্তলিকা দেখিয়া অনুমান করিলেক যে সূত্রধর এই দারু পুত্তলিকা গঠন করিয়া আপনার গুন প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু বিনা অলঙ্কারে

পুত্তলিকা সুন্দরী দেখায় না অতএব পুত্তলিকার কর্ণ গলা হস্ত পাদের জন্য অলঙ্কার গড়িয়া পরাই তবে অতি সৌন্দর্য্য হইবেক স্বর্ণকার ইহাই বিবেচনা করিয়া দিব্য আভরণ গঠন করিয়া পুত্তলিকাকে ভূষিতা করাইলেক। যখন তৃতীয় প্রহর হইল তখন দরজি নিদ্রাহইতে জাগ্রত হইয়া আপনি চৌকি দিতে আরম্ভ করিয়া দেখি লেক যে এক কন্যা দারুময়ী অলঙ্কারেতে ভূষিতা কিন্তু ওলঙ্গ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরে দরজি বিবাহের কন্যার ন্যায় উত্তম বস্ত্রাদি সেলাই করিয়া সেই কাষ্ঠের পুত্তলিকাকে পরিধান করাই লেক তাহাতেই বড় রূপ লাবন্য হইল। অনন্তর ওদাসীন চতুর্থ প্রহরের সময় নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চৌকিদারি কার্য্যে ওপবিষ্ট হইয়া সেই মনোহর কাষ্ঠ পুত্তলিকাকে দেখিয়া আপন হস্তপাদ প্রক্ষাল নের পর ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার স্থানে প্রার্থনা করিলেন যে হে ভগবান্ এই কাষ্ঠ পুত্তলি কাতে প্রাণ দেও। তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর প্রাণ দিলেন।

পরে কাষ্ঠমুর্ত্তি প্রান পাইয়া মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে লাগিল। যখন নিশা অবসান সূর্য্য ওদয় হইলেন তখন তাহারা চারি ব্যক্তি শয়নহইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই মূর্ত্তির ওপর আসক্ত এবং মুগ্ধ হইলেন। পরে সূত্রধর কহিল যে প্রথম আমি দারু ছেদন করিয়া মূর্ত্তি গড়িয়াছিলাম অতএব এই স্ত্রী আমার আমিই লইব। স্বর্নকার বলিলেক যে আমার গহনাতে এই স্ত্রী বিবাহের কন্যার মত সুন্দরী হইয়াছে এই জন্যে এই স্ত্রী আমাকেই অর্শে। দরজি কহিলেক যে কন্যা ওলঙ্গ ছিল আমি বস্ত্র সেলাই করিয়া পরাইয়া লজ্জা রক্ষা করিয়াছি একারন এই নারীকে আমিই পাইব। ওদাসীন কহিলেক যে কাষ্ঠপুত্তলিকা ছিল আমার প্রার্থনাতে জীবন পাইয়া মনুষ্য হইয়াছে অতএব এই স্ত্রীলোককে আমিই গ্রহন করিব। এইরূপে ইহারদের চারি জনে পরস্পর বিবাদ হইতেছিল ইতিমধ্যে অকস্মাৎ এক জন সেই স্থানে ওপস্থিত হইলে তাহারা

চারি জন সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে এই স্ত্রীকে কে পাইবেক ?। সে পুরুষ শুনিয়া উত্তর করিল যে এ আমার স্ত্রী তোমরা ইহাকে ভুলাইয়া আমার বাটীহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ তারপর সেই পুরুষ ইহারদের চারি জনকে সে স্ত্রী সুদ্ধা সে স্থানের কোটালের নিকট লইয়া গেল। তারপর কোটাল সেই কন্যাকে দেখিয়া কহিলেক যে এ আমার সহোদরের পত্নী আমার ভ্রাতা ইহাকে সঙ্গে করিয়া বিদেশ গমন করিয়াছিলেন কিন্তু তোমরা ভ্রাতাকে নষ্ট করিয়া এই স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছ। তাহার পর কোটাল এ সকলকে ধরিয়া কাজির নিকট লইয়া গেল। কাজি সেই কন্যাকে দেখিয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিলেন যে তোমরা এই নারীকে কোথায় পাইলা ? এই স্ত্রীলোক বহু দিবস আমার দাসী ছিল আমার বাটীহইতে বিস্তর জিনিস আর নগদ মুদ্রা লইয়া পলাইয়াছিল এখন আমার চেড়ীকে আমি পাইলাম কিন্তু সে সব

অর্থ আর সামগ্রী কোথায় তাহা তোমরা এক্ষনে আনিয়া ওপস্থিত করহ। এইরূপে পরস্পর অতিবাদ কলহ ওপস্থিত হইলে কৌতক দেখিবার কারন বিস্তর মনুষ্য আইল তাহারদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ ছিল সে কহিলেক এ কলহ কাহাকহইতে নিবৃত্তি হইবেক না ফলানা দেশেতে এক পুরাতন বৃহৎ বৃক্ষ আছে যে বিষয় মনুষ্যহইতে শেষ না হয় সে তরুর সমীপে যাইলে তাহা স্থির হয় যে এ প্রকৃত কি মিথ্যা এই শব্দ তাহাহইতে বাহির হয়। ইহাই শুনিয়া ঐ সাত জন পুরুষ সেই কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বৃক্ষের নিকটে যাইয়া বিস্তারিত কহিল। পরে সেই তরু আপনি বিদীর্ন হইল ও সেই কন্যা শীঘ্র যাইয়া ঐ বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে সেই বৃক্ষ পূর্ব্বমত সংযুক্ত হইল এবং কন্যার গাত্রের গহনা আর বস্ত্রাদি বাহিরে রহিল। পরে বৃক্ষ কহিল যে যাহার বস্তু তাহা তেই মিলন হইল। শেষে ঐ সাত জন কন্যাকে না পাইয়া অতিলজ্জিত হইয়া গমন করিল।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিল যে কর্ত্রী আমি ইহাতেই শঙ্কা করিতেছি যদি অকস্মাৎ তোমার স্বামী আইসেন তবে তোমাকে আপনাতে একত্র করিবেন কিন্তু তুমি বন্ধুর নিকট লজ্জিত হইবা অতএব তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া তোমার বন্ধুর কাছে যাও। খোজেস্তা তোতার কথনানুসারে ওঠিয়া গমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল ও কুক্কুট রব করিতে লাগিল এ জন্যে খোজেস্তার যাওন বারণ হইল।—

৬ ষষ্ঠ ইতিহাস।—

কান্যকুব্জের রাজার কন্যার ওপর এক ফকির আসক্ত হইয়াছিল।—

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে অস্ত হইলেন আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগে ওদয় হইলেন সেই সময় খোজেস্তা সকল ভূষনেতে ভূষিতা হইয়া তোতার সন্নিধানে যাইয়া কহিলেন যে আমি প্রতিরাত্রিতে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে ওপন্যাস কহিতে দুঃস্থ দি এবং তুমিও নিদ্রা যাইতে পাও না একারন আমি বড় লজ্জিতা আছি আর তোমার অনুগ্রহের প্রতিষ্ঠা কহনের অধিক। ইহাই শুনিয়া তোতা ওত্তর করিলেক যে আমি তোমার দাস কিন্তু কখন তোমার কোন কর্ম্ম করিতে পারি নাই রায়রায়াঁ নামে এক জন ছিলেন তাঁহার ওপাখ্যান শুনিয়া থাকিবা সেই রূপ আমি তোমাকে তোমার প্রিয়

তমের নিকটে অতিশীঘ্র পঁহুছাইব। পরে খোজে স্তা তোতাকে জিজ্ঞাসিলেক যে রায়রায়াঁর গর্প কি প্রকার তাহা কহ।

তোতা কহিলেক যে কান্যকুব্জ দেশের রাজার অতিসুন্দরী শশিমুখী এক তনয়া ছিল। অকস্মাৎ এক ফকির সেই কন্যার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আসক্ত হইয়া মুগ্ধ এবং ক্ষিপ্তের ন্যায় হইল। যখন সে ফকিরের কিছু চৈতন্য হইত তখন মনে বিচার করিত যে আমি ফকির তিনি রাজকন্যা আমি কিছু তাঁহার সমান ব্যক্তি নহি এ বড় অজ্ঞানের কথা যে রাজকন্যাকে লইতে ইচ্ছা করি কখন ঠাওর করে যে রাজার আর দীনের প্রীতি এক সমান অতএব রাজাকে কহিলে কন্যাকে পাইব। ফকির এই সব বিবেচনা স্থির করিয়া কএক দিবসের পর রাজনিকটে কহিয়া পাঠাইলেক যে রাজপুত্রীকে আমাকে দেও। রাজা ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন যে এই ফকিরকে সাজা আর দুঃখ

দেও। মন্ত্রী কহিলেক রাজার ফকিরকে দুঃখ দেওয়া রাজধর্ম্ম নয় যদি আজ্ঞা করেন তবে এ ফকিরকে আর কোন ওপায়েতে এ নগরহইতে দুর করিয়া দি। রাজা মন্ত্রির কথাতে সম্মত হইয়া কহিলেন যে তাহাই কর। অনন্তর মন্ত্রী ফকিরকে ডাকিয়া বলিল যদি তুমি এক হস্তির ভার স্বর্ন মুদ্রা সভাতে আনিয়া দেও তবে রাজকন্যাকে পাইবা। ফকির ইহাতে অতিচেন্তিত হইয়া যাহাকে দেখে তাহারি নিকটে ওপায় জিজ্ঞাসা করে। এক ব্যক্তি ফকিরকে বড় ব্যস্ত দেখিয়া কহিলেক ও হে ফকির তোমার যাচ্ঞা আর কাহাহইতে পুর্ন হইবেক না রায়রায়াঁ নামে এক জন দাতা আছেন তাঁহার নিকট চাহিবামাত্র এক হস্তির ভার স্বর্ন মুদ্রা তুমি পাইবা। ইহা শুনিয়া ফকির অন্বেষণ করিয়া রায় রায়াঁর সন্নিধানে পঁহুছিয়া আপন দশার বিস্তার নিবেদন করিয়া এক হস্তির ভার স্বর্নমুদ্রা যাচ্ঞা করিলেক। রায়রায়াঁ তৎক্ষনাৎ এক হস্তিতে

স্বর্ণ মুদ্রার ভার দিয়া ফকিরকে দিলেন। ফকির সেই স্বর্ণভারের হস্তী লইয়া কান্যকুব্জের রাজার নিকট পঁহুছাইলেক। রাজা মন্ত্রিকে কহিলেন যে ওপায় তুমি কহিয়াছিলা তাহাতে কিছু হইতে পারে না কেননা ফকির এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা ওপস্থিত করিয়াছে এখন ফকিরের কি কর্ত্তব্য? মন্ত্রী শুনিয়া কহিলেক যে ফকির এত ধন কোথা পাইলেক? বুঝি রায়রাঁয়া দিয়া থাকিবেন তাঁহার ব্যতিরেক অন্য আর কেহ এ মত নাহি যে এত দান করে .এখন আর কোন ওপায় করিতে হবে তারপর মন্ত্রী ফকিরকে কহিলেক যে তুমি এক হস্তী স্বর্ণ মুদ্রার ভার দিয়া রাজকন্যাকে কদাচিত পাইবা না। ফকির জিজ্ঞাসিলেক যে আর কি চাহ তাহা কহ আমি দিব। পরে মন্ত্রী কহিলেক যদি তুমি রায়রাঁয়ার মস্তক আনিয়া দেও তবে অবশ্য রাজকন্যাকে পাইবা। ফকির ইহা শুনিয়া পুনর্ব্বার রায়রাঁয়ার নিকট ওপস্থিত হইয়া কহিলেক যে তোমার

মস্তক রাজা চাহিয়াছেন ইহা দিলে তবে আমি কন্যাকে পাইব। রায়রাঁয় এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে তুমি খাতিরজমাতে থাকহ আমার মস্তকের কারন একান্ত ভাবিত হইও না কেননা আমি আপন মুণ্ড আপন হস্তেতে রাখিয়াছি যে চাহে তাঁহাকে দিব অতএব এক পরামর্শ তোমাকে কহি তুমি এক রজ্জুতে আমার গলা বন্ধন করিয়া আমাকে সশরীরে সেই রাজার নিকট লইয়া যাও এবং তাঁহাকে কহ যে তুমি যে ব্যক্তির মস্তকের জন্য কহিয়াছিলা তাহাকে আনিয়াছি তোমার সাক্ষাতে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া দিব ইহা শুনিয়া রাজা যদ্যপি কবুল করেন তবে তৎক্ষণাৎ আমার শরীরহইতে মস্তক পৃথক করিয়া দিবা যদি মস্তক না লইয়া আর কোন কিছু চাহেন তাহা আমি আয়োজন করিয়া দিব। ফকির সেইরূপ রজ্জু দিয়া রায়রাঁয়ার গলা বন্ধন করিয়া সেই রাজার নিকটে লইয়া যাইয়া কহিলেক যে ব্যক্তির মস্তক চাহিয়াছিলা আমি তাহাকে

সশরীরে আসিয়াছি বলতো তোমার সাক্ষাতে মস্তক ছেদন করিয়া দি। পরে রাজা রায়রায়াঁর পুরুষার্থ দেখিয়া তাঁহার পাদাবনত হইয়া কহিলেন মনুষ্যত্বেতে ও শূরত্বেতে তোমাহইতে আর কেহ বড় মনুষ্য পৃথিবীমধ্যে নাই আমার কি সাধ্য যে তোমার মস্তক লই? আমার কন্যা তোমার ক্রীতা দাসী তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দেও ইহা বলিয়া রাজা কন্যাকে ডাকিয়া রায়রায়াঁর হস্তে সমর্পন করিলেন।—

তোতা রায়রায়াঁর এই বাক্য শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ওগো কর্ত্রী যদি আমার মস্তকেতেও তোমার প্রয়োজন থাকে তাহাও দিব মস্তক যাওনেতে খেদ করিব না তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র যাও। তাহার পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের সমীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়া উঠিলেন এই সময়ে প্রাতঃকাল হইল একারন সে দিবস খোজেস্তার যাওনের বাধ হইল।—

৭ সপ্তম ইতিহাস।—

এক ব্যাধি এক তোতাকে বাস্থা সুদ্ধা করিয়া ছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে গমন করিলেন আর চন্দ্র পূর্ব্ব দিগ হইতে বাহির হইলেন তখন খোজেস্তা মনোদুঃখেতে বড় ব্যথিতা ও অশ্রুতে পরিপূর্ণ চক্ষু হইয়া তোতার নিকট আসিয়া তোতাকে চিন্তিত দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন। হে তোতা অদ্য তুমি ভাবিত কেন? তোতা কহিল যে তোমার প্রিয়তম তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন তিনি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত হবেন কি না তাহা জানি না যেমত রায় কামরূপের তোতা করিয়াছিল সেইরূপ পাছে তিনি করেন ইহাই ভাবিতেছি। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে রায় কামরূপের তোতা কিরূপ ব্যবহার রায় কামরূপের

সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা কহ। পরে তোতা রায় কামরূপ রাজার তোতার উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিল।—

এক সময়েতে এক ব্যাধ এক তোতার বাসাতে ফাঁদ পাতিয়া যখন বাচ্চা সুদ্ধা তোতাকে ধরিলেক তখন তোতা অনুপায় হইয়া বাচ্চার দিগকে কহিলেক এখন এই যুক্তি যে তোমরা সকলে মৃতের ন্যায় হও তবে ব্যাধ তোমার দিগকে মৃত দেখিয়া ফাঁদহইতে বাহিরে ফেলাইয়া দিবে আমাকে একাকী লইয়া গেলে ক্ষতি নাই কেননা আমি কোন উপায়ে রক্ষা পাইয়া তোমারদের নিকটে পঁহুছিব। পরে বাচ্চারা তদনুরূপ করিলেক। ব্যাধ তাহারদিগকে মৃত জানিয়া ফাঁদহইতে বাহিরে ফেলিবামাত্রেই তাহারা উড়িয়া এক বৃক্ষের শাখাতে বসিলেক পরে ব্যাধ ইহাই দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইয়া যখন তোতাকে ভূমে আছাড় দিতে উদ্যত হইল এবং কহিল বাচ্চারা তোর পরামর্শেতে পলাইয়াছে

অতএব তোকে নষ্ট করিব। তখন তোতা কহিলেক যে ওহে ব্যাধ আমাকে হত্যা করিলে তোমার কি লাভ হইবে তুমি আমাকে রক্ষা কর আমি আপনার মূল্য তোমাকে এত দেয়াইব যত কাল বাঁচিবা ততদিবস আর কোন ব্যবসা করিতে হইবেক না কেননা আমি বৈদ্যক শাস্ত্রেতে অতি নিপুন। ব্যাধ এই সকল কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া কহিলেক শুন তোতা আমার দেশের রাজার নাম রায় কামরূপ তিনি অনেক দিবস অবধি বড় পীড়িত তুমি তাঁহাকে সুস্থ করিতে পারিবা?। তোতা কহিলেক এ বড় ক্ষুদ্র বিষয় আমি এমত চিকিৎসক যদি এক জনের শরীরে দুই সহস্র ব্যাধ থাকে তাহাও আমি সহজ ঔষধে দূর করিতে পারি কিন্তু তুমি আমাকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া আমার বিদ্যার পরিচয় দেও তবে তুমি আমাকে বহুমূল্যেতে বিক্রয় করিতে পারিবা। তারপর ব্যাধ তোতাকে পিঞ্জর মধ্যে করিয়া রায় কামরূপের সমীপে লইয়া

গিয়া কহিলেক মহারাজ এই তোতা চিকিৎসা শাস্ত্রে বড় ভাল জ্ঞাত আছে রায় কামরূপ ইহা শ্রবন করিয়া কহিলেন যে এক জন শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক আমার বড় প্রয়োজন আছে যদি এ তোতা ভাল চিকিৎসক হয় তবে ইহার মূল্য কি লইবা? তাহা বল। ব্যাধ বলিলেক যে এ তোতার মূল্য দশ সহস্র মুদ্রা রায় তৎক্ষণাৎ দশ হাজার তঙ্কা ব্যাধিকে দিয়া তোতাকে ক্রয় করিয়া লইলেন। পরদিবস তোতা রায় কামরূপের ঔষধী প্রস্তুত করিয়া অল্প দিবসের মধ্যে রাজার পীড়া অর্দ্ধেক উপসম করিয়া কহিলেক ও রায় কামরূপ মহারাজ আমার নিবেদন শুন আমার ঔষধে তোমার অর্দ্ধেক ব্যামোহ দূর হইয়াছে যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে পিঞ্জর হইতে বাহির কর তবে আর যে ঔষধেতে প্রয়োজন আছে তাহা অন্বেষন করিয়া আনিয়া ভাল করিতে পারি নতুবা পিঞ্জরে থাকিয়া কি প্রকার চেষ্টা করিব। রায় কামরূপ এইকথা সত্য

জ্ঞান করিয়া তোতাকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তোতা পিঞ্জরের বাহির হবামাত্র ওড়িয়া গেল আর আইল না।—

পরে ময়মুনের শুক এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে শুন কর্ত্রী আমিও এই ভয় করি পাছে তোমার বন্ধু রায় কাম রূপের তোতার মত অবিশ্বস্ত কর্ম্ম করেন তবে তুমি কি করিবা? অতএব কহিতেছি যাবৎ তাঁহাকে বিচার করিয়া না বুঝ তাবৎ তাঁহাকে কোন প্রকারে প্রত্যয় করিও না। তাহার পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন ইতি মধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক এবং প্রাতঃকাল হইল এ জন্যে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না।—

৮ অধ্যায় ইতিহাস।—

এক সওদাগরের স্ত্রী তাহার স্বামির সহিত চাতুরি করিয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য অস্ত গেলেন এবং চন্দ্র উদয় হইলেন তখন খোজেস্তা মনোদুঃখেতে কাতরা হইয়া তোতার সন্নিধানে বিদায় চাহিতে গেলেন। তোতা খোজেস্তাকে স্তব্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক কর্ত্রী তুমি এমন স্তব্ধ কেন আজ?। খোজেস্তা উত্তর করিলেন যে নিত্য রাত্রিতে আপন মনো দুঃখ তোমাকে জানাই কিন্তু এক দিবসও বন্ধুর নিকট যাইতে পারিলাম না এমন দিন কবে হইবে যে আমি যাইয়া প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিব?। যদি তুমি এই রাত্রিতে বিদায় দেও তব যাই নতুবা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিজ গৃহে যাইয়া বসিয়া থাকি। ইহা শুনিয়া তোতা

কহিলেক যে তুমি প্রতি দিবস উপন্যাস শুনিতে রাত্রি প্রভাত কর ইহাতে আমার অপরাধ কি ? আমি বলিতেছি অদ্য রাত্রিতে প্রস্থান করুন কিন্তু ইহার মধ্যে যদি তোমার পতি আসিয়া তোমাকে কোন স্থানে দেখেন তবে যে মত সয়দাগারের পত্নী চাতুরি করিয়াছিল তুমিও সেই রূপ করিয়া তোমার স্বামীকে ভুলাইও। পরে খোজেস্তা তোতাকে জিজ্ঞাসিলেন যে সয়দাগারের পত্নী কিমত চাতুরি করিয়াছিল তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক নগরে এক বড় ধনবান সয়দাগারের এক সুন্দরী স্ত্রী ছিল। যখন সয়দাগার বানিজ্যার্থে অন্য দেশ গমন করিলেন তখন কতক দিনের পর সে স্ত্রী আপন স্বামী বাটীতে না আসাতে অন্য পুরুষেরদের সভাতে পুনঃ পুনঃ যাইয়া নৃত্য গীতাদি করিত ছয় বৎসরের পরে যে দিবস সয়দাগার স্বদেশে পঁহুছিলেন সে দিবস রাত্রি হইয়াছিল একারণ

বাটী না যাইয়া এক স্থানে রহিয়া এক জন কুট্ট নীকে ডাকিয়া কহিলেন যে অদ্য রাত্রির জন্যে এক সুন্দরী স্ত্রী আমাকে আনিয়া দেও। কুট্টনী জ্ঞাত ছিল যে সয়দাগরের ভার্য্যা অতিসুরুপা আর সর্ব্বত্র গমনাগমন করে তাহাকে আনা ওচিত ইহাই বিবেচনা করিয়া সয়দাগরের স্ত্রীর নিকট যাইয়া কহিলেক যে এক জন ধন বান এই সহরে পঁহুছিয়াছে সেই জন এক ওত্তম স্ত্রী চাহে অতএব তোমার নিকট আসি য়াছি তুমি ওঠ এবং তাঁহার নিকট চল। সয়দা গরের স্ত্রী কুট্টনীর কথা শুনিয়া বস্ত্র অলঙ্কারেতে ভূষিতা হইয়া কুট্টনীর সহিত সয়দাগরের অগ্রে আসিয়া দেখিলেক যে এ অন্য পুরুষ নহে কিন্তু আমার স্বামী ইহাই জ্ঞাত হইয়া চেঁচাইয়া প্রতি বাসিলোকেরদিগকে কহিতে লাগিল যে তোমরা আসিয়া আমার নিবেদন শুন। প্রতিবাসিরা শব্দ শুনিয়া সেই খানে ওপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞা সিলেক ও স্ত্রীলোক তোমার কি নিবেদন কহ

পরে সেই স্ত্রীলোক কহিলেক যে এই সওদাগর আমার স্বামী ছয় বৎসর গত হইল বানিজ্যার্থে বিদেশ গিয়াছিলেন আমি সেই অবধি পথ নিরীক্ষন করিয়া আছি কবে আসিবেন ? কিন্তু কএক দিবস হইল সওদাগার বিদেশহইতে আসিয়া বাটী না যাইয়া এখানে রহিয়াছেন অতএব বুঝিতেছি যে আমাকে ভুলিয়াছেন অদ্য আমি ইহাঁর আগমন সমাচার পাইয়া এ স্থানে আসিয়াছি অতএব তোমারদিগকে আপন বিষয় সমস্ত জানাইলাম যদি তোমরা বিচার কর তবে ভাল নতুবা আমি এই নগরের কাজির নিকট যাইয়া এ স্বামীকে ত্যাগ করিব। এমত স্বামীতে আমার প্রয়োজন নাই অনন্তর প্রতিবাসী ব্যাক্তিরা সওদাগরকে তাহার স্ত্রীর সহিত মিলন করিয়া দিলেন পরে স্ত্রী আপন স্বামীকে সঙ্গে করিয়া বাটী গেলেন কিন্তু সেই স্ত্রীর কেবল আপনার চাতুরিতে কিছু দুর্নাম হইল না।

তোতা সওদাগরের এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া

যোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি এক্ষনে ওঠিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট যাও আর গৌন ওচিত নহে পরে যোজেস্তা যাইতে ওদ্যত হইলেন ইতি মধ্যে কুক্কুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারন যোজেস্তা সে দিবস যাইতে পারিলেন না।—

৯ নবম ইতিহাস।—

এক মুদির স্ত্রী অন্য এক জন পুরুষের ওপর আসক্ত হইয়া আপন শ্বশুরকে লজ্জা দিয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সুর্য্যাস্তে চন্দ্র তারাগনের সহিত ওদয় হইলেন তখন খোজেস্তা বিবস্ত্রা হইয়া আসিয়া রোদন করিতেং তোতার নিকটে কহিলেন যে ওহে তোতা তুমি আমার অন্তঃকরনের কথা জ্ঞাত আছ এবং আমার দুঃখ দুরকর্ত্তা তুমি কিন্তু অদ্য আমি প্রিয়তমকে দেখিবার কারন অধৈর্য্য হইয়াছি যদ্যপি অদ্য শীঘ্র আমাকে বিদায় দেও তবে তাঁহার নিকট যাই কেননা যে জন প্রেমাসক্ত হয় সে জন ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে না যদি তুমি বিদায় না কর তবে সাধ্য নাই একারন বরদাস্ত করিব। ইহাই শুনিয়া তোতা ওত্তর দিলেক যে শুন কর্ত্রী তুমি প্রতি নিশাতে বিদায়

চাহিবার পরামর্শ করিতে আমার নিকট আসিতেছ কিন্তু আমার যুক্তিতে তোমার কোন ক্ষতি হইবেক না যেমত এক জন দোকানির স্ত্রী মন্ত্রণা করিয়া তাহার ক্ষতি হয় নাই। পরে খোজস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সেই দোকানির স্ত্রীর কথা কিপ্রকার তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।

এক দিবস সেই দোকানির স্ত্রী অট্টালিকার উপরে বসিয়াছিল ইতিমধ্যে এক যুবা পুরুষ সেই স্ত্রীকে দেখিয়া তাহাতে আসক্ত হইল। সেই স্ত্রী তাহা বুঝিয়া যুবা ব্যক্তিকে সঙ্কেতে কহিলেক যে তুমি অর্দ্ধ রাত্রিতে আমার বাটীর ঐ বৃক্ষের তলে আসিয়া বসিবা পরে আমিও সেই স্থানে যাইয়া দুই জনে প্রেমালাপ করিব। অনন্তর সেই পুরুষ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রের সময় সেই স্ত্রীর কথানুসারে সেই বৃক্ষের তলে আসিয়া বসিল। তারপর সেই স্ত্রী সে পুরুষের নিকট পঁহুছিয়া দুই জনে এক শয্যাতে শয়ন করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছিল এই সময় সেই

দোকানির পিতা কোন কার্য্যের কারণ বাটীর বাহির যাইতেছিল ইতিমধ্যে আপন পুত্রবধূ অন্য পুরুষের সহিত এক শয্যাতে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ইহাই দেখিয়া সেই স্ত্রীর এক পায়ের নূপুর খুলিয়া লইয়া আপন স্থানে রাখিয়া মনেং বিচার করিলেন যে কল্য পুত্রবধূকে সাজাই দেয়াবা পরে সে স্ত্রী যুবা পুরুষকে বিদায় করিয়া আপন স্বামির নিকট যাইয়া তাহাকে নিদ্রাহইতে জাগ্রিত করিয়া কহিলেক যে এ গৃহে বড় গ্রীষ্ম অতএব চল দুই জনে ঐ বৃক্ষের তলে নিদ্রা যাই। পরে সে স্ত্রী স্বামিকে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে যুবা পুরুষের সহিত একত্র শয়ন করিয়াছিল সেই স্থানে যাইয়া দুই স্ত্রী পুরুষে শয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে পুনর্ব্বার স্বামিকে জাগাইয়া বলিলেক যে তোমার পিতা এইক্ষণে এখানে আসিয়া আমার এক পদের নূপুর খুলিয়া লইয়া গেলেন ইনি একে বৃদ্ধ তাহাতে পিতা তুল্য এ কেমন রীতি যে আমি স্বামির সহিত শয়ন করিয়া

রহিয়াছি এমত সময় নির্লজ্জ হইয়া কোন বিবেচনায় আমার পাদের নূপুর লইয়া গেলেন? ।

দোকানি ইহা শুনিয়া পিতার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিল। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে সেই বৃদ্ধ পুরুষ আপন পুত্রকে কহিলেন যে গত রাত্রিতে আমি কোন কর্ম্মার্থে বাহিরে যাইতে ছিলাম তাহাতে দেখিলাম যে পুত্রবধূ ওপপতির সহিত একত্র শয়ন করিয়া রহিয়াছেন অতএব তাহার প্রমানার্থে বধূর নূপুর লইয়া রাখিয়াছি। পুত্র ইহা শুনিয়া পিতাকে বিস্তর মন্দ কহিয়া বলিতে লাগিল যে গ্রীষ্মের কারন আমি স্ত্রীর সহিত বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াছিলাম সেই সময় তুমি যাইয়া আমার স্ত্রীর পাহইতে নূপুর লইবামাত্র স্ত্রী আমাকে চেতন করিয়া এই সম্বাদ জ্ঞাত করাইলেক। ইহা শুনিয়া পিতা লজ্জিত হইলেন সে স্ত্রীর কেবল আপন পরামর্শেতে এপ্রকার করিল।—

পরে তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এক্ষনে গাত্রোত্থান করিয়া যে তোমার মন হরন করিয়াছেন তাঁহার নিকট যাও। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা গমন করিতে ছিলেন এই কালে কুক্কুট রব করিলেক এবং প্রাতঃকাল হইল এজন্যে সে দিবসও খোজেস্তার যাওন রহিত হইল।

১০ দশম ইতিহাস।

এক সয়দাগরের কন্যা আর এক শৃগালের কথা।

যখন সূর্য্যাস্তে রাত্রি হইল তখন খোজেস্তা কন্দর্পেতে অতিপীড়িতা হইয়া তোতার নিকটে বিদায় হইতে গমন করিয়া কহিলেন যে আমি তোমাকে বড় সুবোধ জানিয়া প্রতি রাত্রেই তোমার সমীপে আসিতেছি তাহাতে যদি তুমি আমাকে ওত্তম পরামর্শ না দিবা তবে আর কে দিবে এবং তুমি আমার সহকারিতা না করিলে আর কে করিবে ?। তোতা ওত্তর করিলেক যে ও কর্ত্রী আমি তোমার এই বিষয়ের জন্যে এমত দুঃখী আছি তাহা কি কহিব যদি এ কার্য্য না হয় তবে যত দিন আমার প্রাণ থাকিবেক তত দিবস কদাচিত আমার চিত্তের দুঃখ যাইবে না অতএব নিত্য রাত্রিতে তোমাকে তোমার বন্ধুর স্থানে যাইতে কহি কিন্তু তুমি বিলম্ব কর আর আমার

উপন্যাস শুনিয়া যাও না যদি তোমার গোপন কথা প্রকাশ হয় তবে তোমাকে এক মন্ত্রণা শিখাইব তাহাতে তুমি দুর্নাম আর আপদহইতে দূর থাকিবা যেমত এক শৃগাল সয়দাগরপুত্রীকে উপায় শিখাইয়াছিল সেই উপায়েতে সয়দাগর পুত্রী আপন বাটীতে গিয়াছিল। খোজেস্তা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে সয়দাগরতনয়া আর শৃগালের কথা কিপ্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক নগরমধ্যে এক জন প্রবীন লোক ছিল তাহার কুরূপ আর মন্দ চরিত্র ও নির্বোধ এক পুত্র ছিল। পরে সে বালকের যুবাকাল হইলে সেই সয়দাগরের কন্যার সহিত বিবাহ দিলেক। সয়দাগরের কন্যা অতিসুন্দরী গীত শাস্ত্রে বড় নিপুনা। পরে এক রাত্রিতে সেই স্ত্রী আপন অট্টালিকার ছাতের উপর বসিয়া রহিয়াছে ইতিমধ্যে এক জন যুবাপুরুষ সেই অট্টালিকার দেয়ালের নীচে দাঁড়াইয়া গীত

গাইতেছিল। ঐ স্ত্রী তাহার গীতের শব্দ শুনিয়া তাহাতে আসক্ত চিত্ত হইয়া অট্টালিকা হইতে নীচে আসিয়া সেই যুবার নিকট যাইয়া কহিলেক যে ওহে যুবা তুমি শুন আমার স্বামী বড় নির্ব্বোধ ও কুৎসিত অতএব তুমি আমাকে আপন সঙ্গে লইতে পার?। সেই ব্যক্তি স্বীকার করিয়া সেইক্ষণেই দুই জনে একত্রে প্রস্থান করিয়া এক পুষ্করিণীর তটোপরি এক বৃক্ষের তলে শয়ন করিলেন। তাহারপর সেই যুবা সওদাগরকন্যাকে নিদ্রিতা দেখিয়া তাহার অভরন চুরি করিয়া লইয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। পরে সেই স্ত্রীলোকের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আপন গহনা এবং সেই লোককে বিছানাতে না দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে এই ব্যক্তি আমার সহিত অবিশ্বস্ত কর্ম্ম করিয়া পলাইয়াছে কি করি ইহাই সেই পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল ইতিমধ্যে এক শৃগাল এক অস্থি হস্তে ধারন করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া

পুষ্করিনির ধারেতে এক মৎস্য দেখিয়া অস্থি দন্ত হইতে ফেলাইয়া মৎস্যের দিগে দৌড়াইলেন ইত্যবসরে সেই অস্থি কুক্কুরে লইয়া গেল এবং মৎস্যও জলমধ্যে প্রবেশ করিল। তারপর শৃগাল ফের আসিয়া অস্থিও পাইল না। পরে সেই স্ত্রীলোক এই কৌতুক দেখিয়া হাসিতে শৃগাল জিজ্ঞাসিলেক যে ও স্ত্রীলোক কে তুমি? কিকারন এ স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ?। সে স্ত্রী আপন দশার সমস্ত বিবরন কহিলেক। শৃগাল ইহা শুনিয়া বলিল যে এখনকার পরামর্শ এই যে তুমি ক্ষিপ্তের ন্যায় হাসিতে২ আর রোদন করিতে২ আপন বাটীতে যাও তবে তোমাকে ক্ষিপ্ত দেখিয়া কেহ কিছু বলিবেক না। সে স্ত্রীলোক এইরূপ প্রবঞ্চনা করিলে অন্য কেহ তাহাকে মন্দ বলিতে পারিল না।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে বলিলেক যে এখন সময় ভাল বটে তুমি উঠ

আর তোমার বন্ধুর নিকট প্রস্থান কর কিছু ভাবনা করিও না। যদি তোমার কোন আপদ উপস্থিত হয় তবে তুমি যেমন শুনিলা সেইরূপ বঞ্চনা করিও। পরে যোজেস্তা যখন আপন প্রিয় তমের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলেন তৎসময় উষাকাল হইল ও কুক্কুট রব করিতে লাগিল একারন যোজেস্তার যাওন বারন হইল। —

১১ একাদশ ইতিহাস।—

এক ব্যাঘ্রের কাছে এক ব্রাহ্মন লোভ করিয়া প্রান হারাইয়াছিল তাহার কথা।—

যে সময় সূর্য্যাস্তে চন্দ্র ওদয় হইলেন সেই কালে খোজেস্তা বিদায়কারন শুকের নিকট গিয়া কহিলেন যে আমি বুঝিলাম আমার বেদনার সমাচার তুমি জানিয়া আমাকে বিদায় না করিয়া নিত্য ইতিহাস শুনাইতেছ এ কেমন ধারা। তোতা ওত্তর করিলেক যে আমি ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি শীঘ্র আপন প্রিয়তমের নিকট পঁহুছ কিন্তু তুমি আপনি গৌন করিতেছ ইহাতে আমার কিছু ত্রুটি নাই তুমি অদ্য রাত্রিতে ত্বরা করিয়া যাও কিন্তু শীঘ্র বাহুড়িয়া আইস সেখানে কোন লোভ করিয়া থাকিও না কেননা লোভ করাতে বড় মন্দ যেমন এক

ব্রাহ্মন লোভ করিয়া প্রান হারাইয়াছিল। খোজে স্তা জিজ্ঞাসিলেক যে ব্রাহ্মন কিপ্রকার লোভ করিয়াছিল তাহা কহ। শুক বলিতে লাগিল।

এক নগরে এক ব্রাহ্মণ ধনবান ছিলেন অক স্মাৎ সে ব্রাহ্মন দৈন্য হইয়া অনুপায় দেখিয়া বিদেশে গমন করিলেন। পরে এক দিবস সেই বিপ্র বনমধ্যে পঁহুছিয়া দেখিলেক যে এক সরোবরের পাড়েতে এক ব্যাঘ্র পড়িয়া রহিয়াছে তাহার সম্মুখে এক খেঁকশিয়ালি আর এক হরিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বিপ্র ইহা দেখিয়া ভয় পাইয়া দাঁড়াইলেন ইতিমধ্যে সেই খেঁকশিয়ালির আর মৃগের দৃষ্টি ব্রাহ্মনের ওপর পড়িবামাত্রে তাহারা পরামর্শ করিলেক যদি ব্যাঘ্র এই দুঃখী ব্যক্তিকে দেখে তবে নষ্ট করিবেক অতএব কোন ওপায় কর্ত্তব্য যেন ব্যাঘ্র ওহাকে নষ্ট না করিয়া কিছু দেয়। মৃগ আর খেঁকশিয়ালি এই যুক্তি স্থির করিয়া ব্যাঘ্রকে কহিতে লাগিল যে তোমার দান এমত প্রকাশ হইয়াছে যে

ইহা শুনিয়া অদ্য এক দুঃখী ব্রাহ্মন শিক্ষা করিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র ব্রাহ্মনকে দেখিয়া তাঁহাকে আপন নিকটে ডাকিয়া বিস্তর অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বে যে সব ব্যক্তিরদিগকে ভক্ষন করিয়াছিল তাহার দের অলঙ্কার সকল সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়া ছিল সে সমস্ত অভরন বিপ্রকে দিয়া বিদায় করিল পরে ব্রাহ্মন স্বর্ণের লোভেতে পুনরায় সেই ব্যাঘ্রের নিকটে গেলেন সে দিবস এক গোবাঘা আর এক কুক্কুর সেই ব্যাঘ্রের নিকটে ছিল তাহারা ব্রাহ্মনকে দেখিয়া ব্যাঘ্রকে কহি লেক এই মনুষ্যের এত আস্পর্দ্ধা যে তুমি না ডা কিতে আপনি তোমার সমীপে আসিতেছে কিছু ভয় করে না। ব্যাঘ্র ইহারদের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া লম্ফ দিয়া আসিয়া সেই ব্রাহ্মনকে চিরিয়া খানং করিল।—

শুক এই কথা সমাপ্ত করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে ব্রাহ্মন যদি লোভ না করিত

তবে নষ্ট হইত না অতএব যে কেহ লোভ করে সে আপদে পড়ে কিন্তু এক্ষনে এক প্রহর রাত্রি আছে অতএব তুমি শীঘ্র তোমার প্রিয়তমের স্থানে যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়া আইস। পরে খোজেস্তা ওঠিয়া গমন করিতেছিলেন এমত সময় প্রাতঃকাল হইল ও কুক্কুট রব করিতে লাগিল একারন খোজেস্তার যাওন রহিত হইল।

১২ দ্বাদশ ইতিহাস।—

এক বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের নিকট এক বিড়াল মুষিকের দিগকে নষ্ট করিয়া আপন কার্য্যহইতে অপদস্থ হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্র ওদয় হইল তখন খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট যাইয়া তোতাকে ভাবনাযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে তুমি ভাবিত কেন?। তোতা ওত্তর করিলেক যে আর কোন ওদ্বেগ নাই কেবল তোমার ভাবনায় আমাকে ভাবিত করিয়াছে কেননা তুমি নিত্য রাত্রিতেই আমার স্থানে ওপকথা শুনিয়া প্রিয়তমের নিকট যাইতে পার না ইহাতে আমি বড় ভয় পাই তেজি যদি তোমার পতি অকস্মাৎ পঁহছেন তবে তুমি তোমার বন্ধুর নিকট যাইতে না পারিয়া লজ্জিতা হইবা যেমত বিড়াল সকল মুষিককে নষ্ট

করিয়া অপদস্থ আর লজ্জিত হইয়াছিল। যোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক এ বড় আশ্চর্য্য কথা ইন্দুর বিড়ালের খাদ্য বস্তু তাহাকে নষ্ট করাতে কিরূপে বিড়াল অপদস্থ ও লজ্জিত হইল তাহা কহ। পরে তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।

এক বনেতে এক অতি বৃদ্ধ ব্যাঘ্র থাকিত সেই ব্যাঘ্রের বার্দ্ধক্যের কারন সমস্ত দন্তেতে ছিদ্র হইয়াছিল ব্যাঘ্র যখন মাংস ভোজন করিত তখন মাংসখণ্ড সেই দন্তের ছিদ্রেতে কিঞ্চিৎ২ লাগিয়া থাকিত অপর সেই বনে বিস্তর মূষিক ছিল তাহাতে ব্যাঘ্র নিদ্রা গেলে তাহারা ঐ সকল মাংসখণ্ড দন্তহইতে টানিয়া লইত এ জন্যে ব্যাঘ্রের সুখের নিদ্রাতে দুঃখ হইত ব্যাঘ্র ইন্দুরেরদিগকে দূর করিবার কারন আর২ যে সব সভাসত পশু ছিল তাহারদিগকে পরামর্শ জিজ্ঞাসিলেন তাহাতে খেঁকশিয়ালি নিবেদন করিলেক যে তোমার প্রজা এক বিড়াল আছে

তাহাকে আজ্ঞা কর যে সমস্ত রাত্রি এখানে চৌকিদারি করে। ব্যাঘ্র খেঁকশিয়ালির মন্ত্রনায় নিষ্কর্ম্মান্বিত এক বিড়ালকে ডাকাইয়া কোটালের কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিল। পরে বিড়াল তদাজ্ঞানুসারে কোটালি কর্ম্মেতে নিযুক্ত হইলে ইন্দুরেরা বিড়ালকে দেখিয়া পলাইল। সেই দিবসাবধি ব্যাঘ্র স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইত একারন ব্যাঘ্র সেই বিড়ালকে বিস্তর অনুগ্রহ করিয়া তাহার পদবৃদ্ধি করিলেক। কিন্তু বিড়াল ইন্দুরেরদিগকে কেবল ভয় দেখাইত কেননা ইন্দুরেরদিগকে নষ্ট করিলে ব্যাঘ্রের সহিত আমার কোন প্রয়োজন থাকিবেক না এবং আমাকেও এ কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেক না। ইহা বিবেচনা করিয়া কখন একটি ইন্দুরকেও নষ্ট করিত না পরে এক দিবস বিড়াল আপন বৎসকে ব্যাঘ্রের নিকট আনিয়া কহিলেক যে আমি অদ্য কোন স্থানে এক কার্য্যে যাইতে চাহি যদি আজ্ঞা হয় তবে আপন বৎস

কে এ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া যাই কল্য আসিয়া পঁহুছিব। পরে ব্যাঘ্র বিদায় করিলে বিড়াল আপন বৎসকে কার্য্যস্থানে রাখিয়া অন্যত্রে গেল। অনন্তর বিড়ালের বৎস যে ইন্দুরকে দেখে তাহাকেই নষ্ট করে এই রূপে সকল ইন্দুরকে নষ্ট করিলেক এক দিন ও এক রাত্রির মধ্যে সকল ইন্দুর নষ্ট হইল। দ্বিতীয় দিবস বিড়াল পঁহুছিয়া ইন্দুরেরদিগকে নষ্ট দেখিয়া আপন বৎসকে তিরস্কার করিয়া কহিলেক যে তুই কেন ইন্দুরেরদিগকে নষ্ট করিয়াছিস?। বৎস বলিলেক যে তুমি গমন সময় কেন আমাকে বারণ কর নাই ইহাতে বিড়াল ও বিড়ালবৎস দুই জনেই অপ্রস্তুত হইলেক এক দিবস পরে ব্যাঘ্র কোটালি কর্ম্ম হইতে বিড়ালকে তগির করিলেক।

তোতা এই ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া খোজেস্তা কে কহিলেক যে তোমার এ কি মন্দ বাঞ্ছা দেখিতেছি বন্ধুর নিকট যাইতে কেন গৌণ করিতেছ? শীঘ্র যাও কেননা যদি তোমার স্বামী আসিয়া

পঁহুছেন তবে তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকটে বিড়ালের ন্যায় অপ্রস্তুত হইবা। ইহা শুনিয়া যোজেস্তা ওঠিয়া আপন বন্ধুর নিকট যাইবেন এই সময় প্রাতঃকাল হইল ও কুক্কুট রব করিল অতএব সে দিবস যোজেস্তা যাইতে পারিলেন না। —

১৩ ত্রয়োদশ ইতিহাস।—

সকল মণ্ডুকের প্রধান স্নাপুর নামে এক মণ্ডুক ছিল তাহার এবং এক ভুজঙ্গের কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা নানা বিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া বিদায়ের অনুমতি চাহিতে তোতার সমীপে গিয়া কহিলেন যে আমি তোমাকে বড় বুদ্ধিমন্ত জানিয়া তোমার জ্ঞান বাক্য প্রতি রাত্রিতেই শুনি কিন্তু তোমার পরামর্শেতে আমার উপকার ও বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল না। তোতা উত্তর করিল যদ্যপি এই কর্ম্মে অনেক গৌণ হইতেছে তথাপি তুমি খাতির জমায় থাকহ আমি তোমাকে তোমার প্রিয়তমের নিকট পঁহুছাইব ও খোজেস্তা তোমাকে আর ও কহি শুন যাহার সকল কর্ম্মে দৃষ্টি থাকে তাহাকে বুদ্ধিমন্ত কহি এবং যে শেষ বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করে সে স্নাপুর মণ্ডুকের ন্যায়

অপ্রতিভ হয়। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সাপুর মণ্ডুকের উপাখ্যান কিমত তাহা আমাকে কহ। তোতা বলিতে আরম্ভ করিলেক।—

আরব্ দেশে এক বড় গভীর কূপমধ্যে বিস্তর মণ্ডুকের সরদার সাপুর নামে এক মণ্ডুক ছিল। পরে সাপুর সমস্ত মণ্ডুকের ওপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলে মণ্ডুকেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরস্পর কহিলেক যে সাপুরের উৎপাতেতে আমারদের প্রাণ শেষ হইল অতএব এই উচিত যে আর এক মণ্ডুককে প্রধান করি তাহারা এই পরামর্শ স্থির করিয়া আর এক ভেককে সর দার করিয়া সাপুরকে সে স্থানহইতে বাহির করিয়া দিলেক। অনন্তর সাপুর অনুপায় দেখিয়া এক সর্পের সুড়ঙ্গের নিকট যাইয়া অল্পে২ শব্দ করিতে লাগিল। সর্প ঐ শব্দ শুনিয়া সুড়ঙ্গহইতে আপন মস্তক বাহির করিয়া সাপুর মণ্ডুককে দেখিয়া বিস্তর হাস্য করিয়া কহিলেক যে ও মণ্ডুক তুমি আমার ভক্ষ্য দ্রব্য

অতএব কেন আপন প্রাণ দিতে আমার নিকটে আসিয়াছ?। সাপুর ওত্তর করিলেক যে আমি তোমার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। সর্প জিজ্ঞাসিল যে সে কি তাহা কহ। সাপুর মণ্ডুক আপনার দশা জানাইয়া বলিলেক যে মণ্ডুকেরদিগকে তুমি নষ্ট করিয়া আমার স্থান আমাকে দেও। সর্প ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সাপুরকে অনুগ্রহ করিয়া কহিলেক যে সে কূপ আমাকে দেখাও তবে তাহারদিগকে হস্তবশ করিয়া তোমার বাসস্থান তোমাকে দিয়া আসিব। পরে সাপুর ভুজঙ্গকে সঙ্গে লইয়া গমন করিয়া সেই কূপ দেখাইলে সর্প তাহার মধ্যে যাইয়া কিছু দিবসেতে সাপুর ব্যতিরেক সে সকল মণ্ডুককে ভক্ষন করিলেক. পরে এক দিবস সেই সর্প সাপুরকে কহিলেক যে আরত একটি মণ্ডুক ও কূপমধ্যে নাই এখন আমি বড় ক্ষুধিত আছি অতএব শীঘ্র তুমি আমার আহারের আয়োজন কর কদাচ অভুক্ত রাখিও না। সাপুর সর্পকে

কহিলেক যে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া মণ্ডুকের দিগকে নষ্ট করিয়া আমার বাসস্থান লইয়াছ এখন আমার স্থান আমাকে দিয়া তুমি আপন বাটীতে যাও। ইহাতে সর্প বলিল যে তোমাকেও ত্যাগ করিয়া যাইব না। ইহা শ্রবনমাত্র সাপুর ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিল যে হায় কেন সর্পের স্থানে ওপকার চাহিয়াছিলাম ভাল করি নাই। পরে সাপুর বিবেচনা করিয়া সর্পকে কহিলেক যে এ স্থানহইতে কিছু দূরে মণ্ডুকেতে পরিপূর্ণ এক কূপ আছে যদি আমাকে আজ্ঞা কর তবে আমি সে স্থানে যাইয়া কোনরূপে তাহারদিগকে ভুলাইয়া তোমার নিকটে আনি। ইহা শুনিয়া সর্প তুষ্ট হইয়া সাপুরকে বিদায় দিল। পরে সাপুর সেই কূপহইতে বাহিরে আসিবামাত্র পলাইয়া এক বড় পুষ্করিণীতে লুকাইয়া রহিল। কএক দিবসাবধি সাপুরের না আসাতে সর্প কূপহইতে বাহির হইয়া আপন স্থানে গমন করিলেক।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এখন তুমি যাও কদাচ গৌন করিও না। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে ওদ্যত হইলেই কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ সে দিবস যাইতে পারিলেন না।

১৪ চতুর্দ্দশ ইতিহাস।—

এক শিয়াগোস এক ব্যাঘ্রের স্থান লইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য পশ্চিমে দিগে গেলেন ও চন্দ্র উদয় হইলেন সেই কালে খোজেস্তা রোদন করিতেং তোতার অগ্রে আসিয়া কহিলেক যে নিত্য রজনীতে পরামর্শ লইতে ও বিদায় হইতে তোমার নিকটে আসি তাঁহাতে তুমি ইতিহাস কহ। কিন্তু ইতিহাস শুনিবার কারণ আমি আসি না। তোতা উত্তর করিলেক যে ইহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবেক না বরং তোমার লভ্য হইবেক অতএব তুমি অদ্য নিশাতে শীঘ্র গমন করিয়া আপন প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ কর যদি কোন শত্রু তোমার সন্থানে উপস্থিত হয় তবে তুমি শিয়াগোসের মত ছলনা আরম্ভ করিও।

ইহা শুনিয়া মোতেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে শিয়াগোসের উপাখ্যান কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক গহনে এক ব্যাঘ্র আর তাহার সভাসত এক বানর ছিল পরে এক দিবস ব্যাঘ্র ভ্রমণ করিতে গেলে এক শিয়াগোস সেই স্থান ভাল দেখিয়া তাহা অধিকার করিয়া লইলে সেই বানর তাহাকে কহিলেক যে ও শিয়াগোস এ স্থান ব্যাঘ্রের তোমার এমন কি ক্ষমতা যে তুমি বিনা আজ্ঞায় ব্যাঘ্রের স্থানে বাস করিবা ?। শিয়াগোস উত্তর করিলেক যে এই স্থান আমার পৈত্রিক অতএব আমি লইলাম তুই কি জানিস যে আমাকে এমত বলিস ! বানর ইহা শুনিয়া নিরস্ত হইলে সেই শিয়াগোসের স্ত্রী শিয়াগোসকে কহিলেক যে আমারদের এ স্থানে থাকা কোন প্রকারেই পরামর্শ নয় কেননা আমরা ক্ষুদ্র জন্তু হইয়া ব্যাঘ্রের সহিত আপনাকে সমান করিতেছি এ কেবল নষ্ট হইবার কারন। ইহা

শুনিয়া শিয়াগোস স্ত্রীকে কহিলেক যে প্রিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। যে কালে ব্যাঘ্র আসিবেক সেই কালে আমি কোন ছলেতে তাহাকে এ স্থানহইতে দূর করিব। পরে কিছু কালানন্তরে সেই বানর ব্যাঘ্রের আগমনের সংবাদ পাইয়া অগ্রে গিয়া শিয়াগোসের সহিত যেমত২ কথোপকথনের দ্বারা কলহ হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত ব্যাঘ্রকে জ্ঞাত করাইলেক। ব্যাঘ্র তাহা শুনিয়া বানরকে কহিলেক যে শিয়াগোসের সাধ্য নয় যে আমার স্থান লয় অতএব বুঝি সে আমাহইতে কোন বলবান জন্তু হইবেক। বানর বলিল সে তোমাহইতে কোনমতে বড় নয়। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার উত্তর করিলেক যে এ কি কথা আমাহইতে বহু জন্তু বলবান এবং বড় আছে ইহা বলিয়া ব্যাঘ্র ভীত হইয়া আপন স্থানের নিকট গমন করিয়া গোপনে রহিল। শিয়াগোস ব্যাঘ্রের আগমনের পূর্ব্বে আপন স্ত্রীকে কহিলেক যে আমি অনুমান করিতেছি

বানর ব্যাঘ্রকে আনিতে গিয়াছে কি জানি কখন আইসে অতএব এক্ষনে এই পরামর্শ যখন ব্যাঘ্র নিকট পঁহুছিবেক তখন তুমি বৎসের দিগকে ক্রন্দন করাইও তাহাতে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব যে কেন বৎসেরা রোদন করিতেছে? সেই সময় তুমি কহিও ঘরে যে মাংস আছে তাহা ভোজন না করিয়া ব্যাঘ্রের টাটকা মাংস ভোজন করিতে চাহিয়া রোদন করিতেছে। তাহার পর শিয়াগোসের স্ত্রী ব্যাঘ্রকে বাটীর নিকট আসিতে দেখিয়া বৎসেরদিগকে রোদন করাইতে লাগিল তাহা শুনিয়া শিয়াগোস আপন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলেক যে বৎসেরা কি জন্যে ক্রন্দন করিতেছে?। স্ত্রী কহিলেক যে বৎসেরা খাইতে না পাইয়া রোদন করিতেছে। শিয়াগোস কহিলেক কেনে কালিকে বিস্তর ব্যাঘ্রের মাংস আনিয়া তোমাকে দিয়াছিলাম তাহা কিছু নাই?। স্ত্রী উত্তর করিল যে বাসি মাংস ভক্ষন না করিয়া টাটকা

মাংস খাইতে চাহে। তখন শিয়াগোস বৎসেরদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিল যে তোমরা রোদন করিও না কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর আমি শুনিয়াছি যে এখানকার ব্যাঘ্র অদ্য পঁহুছিবে অতএব কিছু ভাবনা নাই ঐ ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিয়া টাটকা মাংস ভোজন করাইব। পরে ব্যাঘ্র শিয়াগোসের এই কথা শুনিয়া তাহাকে চিনিতে না পারিয়া দূরে পলাইয়া বানরকে কহিলেক যে আমি পূর্ব্বে শুনিবামাত্রেই বলিয়াছিলাম সে শিয়াগোস নয় তাহার এমত যোগ্যতা কি? আর কোন শক্তিমান পশু হইবেক। বানর প্রত্যুত্তর করিলেক যে আপনি শঙ্কা করিবেন না ও শিয়াগোসি বটে তোমাকে ভয় দেখাইতেছে এই কথায় ব্যাঘ্র ফের শিয়াগোসের বাসার সমীপে গেল তাহা দেখিয়া শিয়াগোসের স্ত্রী পুনর্ব্বার বৎসেরদিগকে রোদন করাইতে লাগিল শিয়াগোস কহিলেক যে ও স্ত্রী বৎসেরদিগকে চুপ করাও অদ্য ব্যাঘ্রের মাংস অবশ্য পাইব কেননা

বানর আমার অতি প্রিয়তম অতএব আমার নিকট দিব্বি করিয়া কবুল করিয়াছে যে কোন প্রকারে ব্যাঘ্রকে ভুলাইয়া আমার নিকটে আনিবেক অতএব তুমি বৎসেরদিগকে চুপ করাও নতুবা ব্যাঘ্র আমারদের কথার শব্দ শুনিয়া এখানে আসিবেক না ব্যাঘ্র এই সকল বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বানরকে ধরিয়া খান২ করিয়া পলায়ন করিলেক পুনর্ব্বার আর আইল না।—

তোতা পিয়াগোসের কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি আপন প্রিয়তমের নিকট যাও যদি কোন আপদ ঘটে তবে তুমি এইমত বঞ্চনা করিও তবে অবশ্য রক্ষা পাইবা। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা যাইতেছিলেন ইতিমধ্যে ঊষাকাল হইল ইহাতে সে দিবসও যাওন হইল না।—

১৫ পঞ্চদশ ইতিহাস।—

জরির নামে এক জন তাঁতি ছিল সে আপনার কপাল সহকারি করে নাই তাহার কথা।—

যখন সুর্য্যাস্তে রাত্রি হইল তখন খোজেস্তা এক প্রহর রাত্রির পরে ওত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেন যে তুমি আমার ব্যাপক কালের বন্ধু বট্ কিন্তু তোমার বিস্তর কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলাম যে তোমা হইতে আমার কিছু ওপকার হইল না। তোতা ইহার ওত্তর করিলেক যে কর্ত্রী কেন আপনি ক্রোধ করিয়া এমত আজ্ঞা করিতেছেন আমি নিত্য রাত্রেই তোমাকে বিদায় দি কিন্তু তোমার প্রাক্তন জরির তন্তুবায়ের ন্যায় মন্দ অতএব তুমি যাইতে পার না ইহাতে আমার অপরাধ কি। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে জরিরের

উপন্যাস কিমত তাহা কহ। তোতা বলিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক নগরে জরির নামে এক জন তন্তুবায় ছিল সে সর্ব্বদা পট্টবস্ত্র বুনিত এক দণ্ডও অপকাশ ছিল না তথাচ তাহার কিছু লভ্য হইত না। এক জন মন্দ বস্ত্র বুনক জরিরের বন্ধু ছিল। পরে এক দিবস জরির সেই বন্ধুর স্বর্ণাদি পরিপূর্ণ অট্টালিকাময় বাটীতে যাইয়া মনেং বিবেচনা করিলেক যে আমি রাজাধিরাজের উপযুক্ত বস্ত্র বুনি তথাচ আমার রুটিতে লবণ হয় না এই ব্যক্তি এমত মন্দ বস্ত্র বুনিয়া এত অর্থ কোথাহইতে পাইলেক ইহা বিবেচনা করিতেং আপন বাটীতে আসিয়া স্ত্রীকে কহিলেক যে এই নগরমধ্যে আমার তুল্য বস্ত্র বুনিতে কেহ পারে না কিন্তু সকলে আমার ব্যবসায়কে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে অতএব উচিত হয় যে আমি অন্য সহরে যাই সে স্থানে আমার বিস্তর সম্মান এবং মর্য্যাদা হইবেক। পরে জরিরের স্ত্রী উত্তর করিলেক

যাহা তোমার অদৃষ্টে আছে যেখানে যাইবা তাহাই হইবেক এক দিবসও কপালের অধিক কিছুই তুমি পাইবে না। অতএব কেন বিদেশ যাইয়া কর্ম্মভোগ করিবা ?। জরির ইহা না শুনিয়া গমন করিয়া এক সহরে পঁহুছিয়া কিছু কাল সেই স্থানে থাকিয়া ব্যবসার দ্বারা বিস্তর মুদ্রা পাইয়া জরির তাহার আপন বাটীতে গমন করিতে পথমধ্যে রাত্রি হইল এক স্থানে থাকিয়া অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিল। পরে জরিরের নিদ্রা হইলে এক চোর তাহার সকল টাকা চুরি করিয়া পলাইতেই জরির গাত্রোত্থান করিয়া চোরের পশ্চাৎ দৌড়াইয়া গেল। কিন্তু ধরিতে না পারিয়া অত্যন্ত জরির উদ্বিগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার সেই দেশে যাইয়া কিছুকাল ব্যবসা করিয়া অনেক মুদ্রা একত্র করিয়া পুনর্ব্বার বাটী প্রস্থান করিল। যে স্থানে রাত্রি হয় অতিসাবধানে সেই স্থানে থাকে তথাচ তাহার মুদ্রা চোরে লয়

জরির ইহাতেই অত্যন্ত ওদ্বিগ্ন হইয়া রিক্তহস্তে বাটী পঁহুছিয়া এই সব কথা আপন স্ত্রীকে কহিলেক। স্ত্রী ইহা শুনিয়া ওত্তর করিলেক যে প্রথমেতেই আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে যাহা কপালে আছে কোন স্থানে গেলে তাহার অধিক হইবেক না। কিন্তু তুমি ইহা না শুনিয়া বিদেশ গিয়াছিলা কহ? কি লভ্য করিলা? এই কথায় জরির বড় লজ্জিত হইল।—

তোতা এই ওপন্যাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তা কে কহিলেক যে তুমি আর গৌন করিও না ওত্ত শীঘ্র আপন বন্ধুর নিকট যাও তখন খোজেস্তা সে স্থানে গমন করিতে গাত্রোত্থান করিলেই প্রাতঃকাল হইল একারন খোজেস্তার সে দিনেও যাওন হইল না।—

১১ ষোড়শ ইতিহাস ।—

চারি জন ধনবান গরিব হইয়াছিল তাহার কথা ।—

যখন সূর্য্য অস্ত হইল এবং চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা প্রেমানলে দগ্ধা হইয়া ক্রন্দন করিতেং তোতার অগ্রে যাইয়া কহিলেক ওহে শ্যামবর্ন তোতা তুমি প্রত্যহ জ্ঞান বাক্য কহিয়া আমার গমন বারন করিতেছ কিন্তু তোমার নীতবাক্যেতে আমার কোন উপকার হইবে না কেননা যে ব্যাক্তি প্রেমাসক্ত হয় তাহার নীতবচনে কি হইতে পারে অতএব আমি প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া যে রূপ দগ্ধচিত্তা হইতেছি তাহা কি কহিব? তোতা কহিলেক শুন কত্রী বন্ধুলোকের বাক্য শ্রবন করা উচিত কিন্তু যে ব্যক্ত তাহা না শুনিয়া কার্য্য করে সে দুঃখ পায় এবং লজ্জিত হয় । যে মত চারিজন বন্ধুর মধ্যে এক জন কথা না শুনিয়া

বর্ষগ্রহ পাইয়া ছিল ? খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সে কিরূপ ইতিহাস তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

বনক নামে এক সহরে চারি জন বন্ধু বাসিবাসী ছিল তাহারদের অত্যন্ত প্রীতি ছিল। কতক কাল পরে সেই চারি জন দুঃখী হইয়া বহুশাস্ত্রজ্ঞ এক পণ্ডিতের নিকটে যাইয়া আপনারদের দশার বিস্তারিত কহিলেন সেই পণ্ডিত তাহারদিগকে অনুগ্রহ করিয়া সেই চারি জনকে চারি মনি দিয়া কহিলেন যে এই চারি মনি তোমরা চারি জনে আপনং মস্তকে রাখিয়া প্রস্থান কর। কিন্তু যাহার মস্তকহইতে মনি যে স্থানে পড়িবেক সেই ভূমি খনন করিলে যাহা বাহির হইবেক সে ব্যক্তি তাহাই লইবেক। পণ্ডিত এই রূপে সকলকে বিদায় করিলে তাহারা পণ্ডিতের আজ্ঞানুসারে কিছু দূরে গমন করিতে এক জনের মস্তকের মনি খুলিয়া ভূমিতে পড়িলে ঐ ব্যক্তি সেই স্থান খনন করিয়া তাম্র দেখিয়া আর তিন

জনকে কহিলে যে আমার প্রাক্তনে তাম্র ছিল তাহা বাহির হইল অতএব আমি এ তাম্রকে স্বর্ণহইতে উত্তম জানিয়া লইলাম, যদি তোমরা চাহ তবে এই স্থানে থাক। তাহারা তিন ব্যক্তি স্বীকৃত না হইয়া কিছু পথ যাইতে দ্বিতীয় জনের মাথার মনি মৃত্তিকায় পতন হইলে সে ব্যক্তি সেই স্থান খুদিয়া রূপার আকার দেখিয়া অন্য দুই জনকে বলিলেক যে আমার কপালহইতে রূপা বাহির হইয়াছে অতএব তোমরাও এই স্থানে থাকিয়া লও এবং তাহারা দুই পুরুষ সম্মত না হইয়া সেই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিতেই তৃতীয় ব্যক্তির মস্তকের মনি মাটিতে পড়িল পরে সেই জন ঐ স্থান খুদিয়া স্বর্ণের আকার দেখিয়া চতুর্থ জনকে কহিলেক স্বর্ণহইতে অধিক আর কোন বস্তু নাই অতএব আইস দুই জনে এই স্থানে থাকি। চতুর্থ ব্যক্তি তাহা না শুনিয়া মনে করিলেক যে আরও অগ্রে গেলে রত্ন পাইব ইহা ভাবিয়া এক ক্রোশ পথ গমন করিতেই সেই মনি ভূমিতে

পড়িলে সে জন সেই স্থান খনন করিয়া লোহার আকার দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেক যে হায় কেন স্বর্ণ ত্যাগ করিলাম যদি বন্ধুর কথা শুনিতাম তবে ভাল হইত ইহা বলিয়া সেই স্থানে আসিয়া বন্ধুর এবং স্বর্ণের অন্বেষণ করিলেন তাহা দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার সে লোহা লইতে আসিয়া বিস্তর অন্বেষণ করিলে তাহাও পাইল না। অনন্তর সেই দুঃখী অনুপায় দেখিয়া সেই পণ্ডিতের নিকট গমন করিলে তাহাকেও সে স্থানে না দেখিয়া অতি খেদিত হইল।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে কেহ আপন বন্ধুর কথা না মানে সে এই মত দুঃখ ও লজ্জা পায় অতএব তুমি এখন আপন প্রিয়তমের স্থানে যাও কেননা এই সময় যাওয়া ভাল। পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইলেই পক্ষিগণেরা রব করিতে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল অতএব যাওয়া হইল না।

১৭ সপ্তদশ ইতিহাস।—

এক শৃগাল রাজা হইয়া নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।—

সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেলে চন্দ্র পূর্ব্বদিগহইতে বাহির হইলে খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গিয়া তোতাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ওহে তোতা বুদ্ধিবান কিমতে ভাবিত বসিয়া আছ?। তোতা উত্তর করিলেক যে আপনি প্রবীন লোকের পরিজন· কিন্তু তোমার সখার গোষ্ঠি ও জাতি উত্তম কি নীচ তাহা না জানিয়া ভাবিত আছি যদি তিনি ভাল জাতি হন তবে তাঁহার সহিত তোমার প্রেম করাতে ক্ষেতি নাই এবং অপরা মর্শও নয়। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে তোতা তুমি আমার মনোজ্ঞ যথার্থ বলিতেছ কিন্তু তাহা আমি কিরূপে জ্ঞাত হইব? তোতা উত্তর করিলেক যে ভাল মন্দ মনুষ্যের কথোপকথনের দ্বারা জানা যায় তুমি এক শৃগালের কথা

শুন নাই। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সে কি প্রকার আমি জ্ঞাত নহি তাহা তুমি কহ। তোতা কহিতে লাগিল।—

এক শৃগাল সর্ব্বদা এক নগরে লোকেরদের বাটী যাইয়া সকল বস্তুতেই মুখ দিত। পরে এক রাত্রিতে আপন সময়ানুসারে এক নিলকারের বাটী গিয়া নিলের জালাইতে মস্তক প্রবেশ করা ইতে সেই জালামধ্যে পড়িয়া শরীর নীলবর্ণ হইয়া বহুশ্রমে জালাহইতে বাহির হইয়া বনে গেল। আরং জন্তুরা তাহার চমৎকার মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে এ কোন বৃহৎজন্তু হইবেক। পরে সকল পশুরা তাহাকে আপনারদের প্রধান করিয়া সেই শৃগালের আজ্ঞাকারী হইয়া রহিল কিন্তু তাহার শব্দেতেও তাহাকে কেহ চিনিতে পারিলেক না। পরে সেই শৃগাল অন্য ক্ষুদ্রপশুর দিগকে আপন নিকটে দরবারের সময় দাঁড় করাইত শিবারা প্রথম সারিতে এবং খেঁকশি য়ালিরা দ্বিতীয় সারিতে হরিনেরা ও তৃতীয় সারিতে

বানরেরা চতুর্থ সারিতে গোবাঘারা পঞ্চম সারিতে ব্যাঘ্রেরা ষষ্ঠ সারিতে হস্তীরা সপ্তম সারিতে সকলে এই প্রকার দাঁড়াইয়া থাকিত। যখন শিবারা রব করিত তখন সেই সঙ্গে ঐ শৃগাল শব্দ করিত একারণ তাহার রব কেহ অনুমান করিতে পারিত না। কএক দিবস পরে সেই শৃগাল অন্য শিবারদের সহিত কলহ করিয়া তাহারদিগকে দূর করিয়া ব্যাঘ্র আর হস্তীকে আপন নিকটে স্থান দিল রাত্রি হইলে সেই শিবারা শব্দ করিত সেই শব্দ শুনিয়া সরদার শৃগাল তাহারদিগকে চুপ করাইতে না পারিয়া আপনিও রব করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ জন্তুরা সেই রব শুনিয়া লজ্জিত হইয়া সেই শৃগালকে ধরিয়া বধ করিলেক।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলে যে ও কর্ত্রী ভাল মন্দ সকলের কথার দ্বারা জানা যায় অতএব আপন বন্ধুর নিকট

যাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন কর পরে সকল ভাল মন্দ জ্ঞাত হইবা। তাহার পর যোতেস্ত্রা যাইতে ইচ্ছা করিলেই কুক্কুট শব্দ করিল প্রাতঃকাল হইল এজন্যে গমন হইল না।—

১৮ অষ্টাদশ ইতিহাস।—

চন্দনাম্নী এক স্ত্রীলোক বসির নামা এক জনের সহিত অত্যন্ত প্রীতি করিয়াছিল তাহার কথা।

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গমন করিল আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগ হইতে বাহির হইল তখন খোজেস্তা দুঃখিত চিত্তা হইয়া তোতার নিকট যাইয়া কহিলেক ও তোতা নিত্য রাত্রিতে বিদায় চাহিতে তোমার নিকট আসি কিন্তু ভালবাক্য শুনিতে আসি না যে তুমি তাহা কহ। তোতা কহিলেক ও খোজেস্তা তুমি খাতিরজমায় থাক শীঘ্র তুমি তোমার প্রিয়তমের সহিত একত্র হইবা যেমন আরববীয় এক ব্যক্তি প্রথমে দুঃখ পাইয়া শেষে সুখ পাইয়াছিল। খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে তাহার ইতিহাস কিরূপ তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক নগরে এক যুবা ছিল তাহার নাম বসির সে চন্দ্রানাম্নী এক স্ত্রীর সহিত প্রেম করিয়াছিল। কএক দিবস পরে চন্দ্রার স্বামী ঐ গুপ্ত কথা জ্ঞাত হইয়া অন্য স্থানে চন্দ্রাকে লইয়া গেল কিন্তু বসির চন্দ্রাকে না দেখিয়া দিবারাত্রি রোদন করিত এক আরববীয় ব্যক্তি বসিরের বহু কালের বন্ধু ছিল। এক দিবস বসির তাহাকে কহিলেক যে আমি চন্দ্রার নিকট এক দিবস যাইতে চাহি যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও তবে গমন করিতে পারি। আরববীয় ব্যক্তি তাহা স্বীকৃত হইয়া দুই জনে একত্রে গমন করিয়া চন্দ্রার বাসার নিকট পঁহুছিয়া এক বৃক্ষের তলে উত্তরিয়া বসির সেই আরববীকে চন্দ্রার নিকট প্রেরণ করিলেক। পরে আরববীয় ব্যক্তি চন্দ্রার বাটীতে যাইয়া বসিরের নমস্কার চন্দ্রাকে কহিয়া কহিলেক যে রাত্রিতে ঐ বৃক্ষের তলে তুমি যাইবা। পরে রাত্রি হইলে সেই তরুতলে চন্দ্রা বসিরের সমীপে পঁহুছিলে বসির চন্দ্রাকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেক যে তুমি অদ্য

সকল রাত্রি এই স্থানে থাকিতে পারিবা কি না?। চন্দ্রা ওত্তর করিলেক যদি আরবদীর পুরুষ এক কার্য্য করেন তবে থাকিতে পারি। তাহা শুনিয়া আরবদী জিজ্ঞাসিলেক কি কর্ম্ম?। চন্দ্রা কহিলেক যে যাবৎ আমি ফিরিয়া না যাই তাবৎ আমার এই জামা পরিয়া তুমি আমার বাটীতে গমন করিয়া আমার গৃহের রোয়াকের ওপর বসিয়া থাক যখন আমার স্বামী দুগ্ধপাত্র আনিয়া তোমাকে দিবেন এবং পান করিতে বলিবেন তখন তুমি মুখ দেখাইয়া দুগ্ধপাত্র তাহার হস্তহইতে লইও না তারপর যে কালে তিনি দুগ্ধপাত্র রাখিয়া বাটীর বাহিরে যাইবেন তখন স্বয়ংপান করিও। আরবদী বাক্য ইহা কবুল করিয়া চন্দ্রার বাটীতে গিয়া সেই কর্ম্ম বসিয়া রহিল। চন্দ্রার পতি আলয়ে পঁহুছিয়া দুগ্ধের কটোরা আনিয়া আরবদীকে চন্দ্রা জ্ঞান করিয়া দুগ্ধ পান করিতে নানামত কহিলেক কিন্তু আরবদী কোন ওত্তর করিলেক না এবং দুগ্ধ

কটরাও তাহার হস্তহইতে লইল না তখন স্বামী ক্রোধ করিয়া কহিলেক যে তোকে আমি এত অনুগ্রহ করি তোর এত বড় সাধ্য যে আমার কথার ওত্তর করিস না ইহা বলিয়া এমত চাবুক মারিলেক যে আরবনীের পৃষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ এক দাগ হইল পরে চন্দ্রার স্বামী সেখানহইতে বাহিরে গেলে আরবনীয় আপন পৃষ্ঠের বেদনাতে কাতর হইয়া রোদন করিতেছিল। চন্দ্রার মাতা রোদন শুনিয়া আসিয়া কহিলেক যে এত প্রকার বুঝাই তথাচ তোমার জ্ঞান হইল না কেন আপন স্বামীকে প্রেম না করিয়া সর্ব্বদা বসিরের কারণ ভাব এবং আপন স্বামীর কথার ওত্তর না করিয়া কেন এত মারি খাইলা ইহা বলিয়া চন্দ্রার মাতা সে স্থানহইতে যাইয়া চন্দ্রার ভগিনীকে কহিলেক যে চন্দ্রা একাকিনী বসিয়া রোদন করিতেছে তুমি তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে নীতি শিক্ষা করাও যেন আর অন্যপুরুষকে ভাল না বাসিয়া আপন স্বামীকে প্রেম করে

পরে চন্দ্রার ভগিনী আসিবামাত্রে আরব্বীয় পুরুষ তাহাকে দেখিয়া পৃষ্ঠের বেদনা ভুলিয়া ঘোমটা হইতে মস্তক বাহির করিয়া কহিলেক যে ও স্ত্রী তোমার ভগিনী আমাকে এই স্থানে রাখিয়া বসিরের নিকট গিয়াছে ইহাতেই চন্দ্রার স্বামী আমাকে আপন পত্নী জানিয়া এতেক প্রহার করিলেক দেখ তোমার ভগিনীর জন্যে আমি এত দুঃখ পাইলাম তোমার ওচিত হয় যে আমার সহিত শয়ন কর। কিন্তু এ সকল গুপ্ত কথা প্রকাশ করিও না যদ্যপি প্রকাশ কর তবে তোমার ভগিনী এবং আমি দুর্নামগ্রস্ত হইব। এই কথাতে চন্দ্রার ভগিনী আরব্বীয়ের সহিত শয়ন করিল পরে কিঞ্চিৎ রাত্রি থাকিতে আরব্বীয় ব্যক্তি চন্দ্রার নিকট গেল। চন্দ্রা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেক যে কিরূপে তোমার রাত্রি গিয়াছে আরব্বী তাহার স্বামীর কথা সমস্ত কহিয়া আপন পৃষ্ঠ দেখাইলেক কিন্তু তাহার ভগিনীর সহিত একত্রে শয়ন করিয়া যে সুখভোগ করিয়াছিল

তাহা কহিল না। চন্দ্রা সেই পৃষ্ঠের চাবুকের দাগ দেখিয়া বড় লজ্জা পাইলেক।—

তোতা এই বাক্য সমাপ্ত করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া প্রিয় তমের নিকট যাও। পরে খোজেস্তা যাইতেছিলে এই কালে কুক্কুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার গমন হইল না।—

১৯ ঊনবিংশতি ইতিহাস।—

এক সরদাগরের অশ্ব আর এক জনের অশ্বীকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার কথা।—

যে সময় সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেল আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগে উদয় হইল সেই সময় খোজেস্তা উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেক ও হে তোতা শুন যদ্যপি আমি বন্ধুর নিকটে গমন করিতে পারি তথাপি তুমি বিদায় না করিলে আমার গমন পরামর্শ নহে কেননা তোমার বুদ্ধিতে প্রত্যয় করি অতএব অদ্য আমাকে তুমি শীঘ্র বিদায় কর। তোতা কহিলেক শুন আমার কর্ত্রী জ্ঞানীব্যক্তিরা মন্ত্রনা ব্যতিরেক কোন কর্ম্ম করে না তুমিও জ্ঞানবতী যদি তুমি বিনা পরামর্শতে কোন কর্ম্ম কর তবে শেষ মন্দ হইবেক আর সকলে তোমার বুদ্ধির

দোষ দিবেক আর সহসা গমন করিলে যদি একান্ত কেহ তোমার সহিত শত্রুতা করে তবে তুমি এই মত উপায় করিবা যেন কোন উৎপাত তোমাকে না হয় যেমন এক সয়দাগর তদ্রূপ করিয়া কোন উৎপাতগ্রস্ত হয় নাই। পরে খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন যে তাহার উপাখ্যান কি প্রকার তাহা কহ।—

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে পূর্ব্ব কালে এক জন সয়দাগর বড় বুদ্ধিমান ছিল তাহার এক অশ্ব বড় দুষ্ট ছিল। এক দিবস সেই সয়দাগর ভোজন করিতে ছিল ইতিমধ্যে আর এক জন এক অশ্বীর উপরে আরোহন করিয়া সেই স্থানে গমন করিয়া অশ্বীহইতে নীচে নামিয়া আপন অশ্বীকে সয়দাগরের ঘোট কের নিকটে বান্ধিতে চাহিবামাত্র প্রথম সয়দাগর তাহাকে নিষেধ করিলেক যে আমার ঘোটকের নিকটে তোমার অশ্বীকে বান্ধিও না সেই ব্যক্তি নিষেধ না শুনিয়া তুরঙ্গীকে সেই অশ্বসমীপে

বান্ধিয়া আপনি সয়দাগরের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। পরে সয়দাগর তাহাকে বলিল যে তুমি কেমন মনুষ্য আমার পরিচয় না লইয়া কি রূপে আমার সহিত তুমি ভোজন করিতে লাগিলা সেই ব্যক্তি তাহার কোন ওত্তর করিলেক না তখন সয়দাগর কোন জবাব না পাইয়া তাহাকে বধীর জানিয়া নিরব হইয়া থাকিল। এক মুহূর্ত্তেক পরে সয়দাগরের ঘোটক সেই অশ্বীর ওদরে এমন এক পদাঘাত করিল যে অশ্বী ওদর চিরিয়া মরিয়া গেল। অনন্তর সেই ব্যক্তি সয়দাগরকে কহিলেক যে তোমার ঘোটক আমার অশ্বীকে নষ্ট করিল কিন্তু অশ্বীর মুল্য তোমার স্থানে অবশ্য আমি লইব। ইহাই বলিয়া কলহ করিয়া কাজীর নিকটে যাইয়া নালিষ করিলেক। কাজী তাহার নালিষানুসারে সয়দাগরকে ডাকাইয়া এই সকল কথা জিজ্ঞাসিলেক। কিন্তু সয়দাগর কোন ওত্তর না করিয়া নিরব হইয়া রহিল। তখন কাজী সয়দা

গরকে বোবা জ্ঞান করিয়া সে ব্যক্তিকে কহিলেক যে সয়দাগর বোবা ইহার কিছু অপরাধ নাই। পরে নালিষকর্ত্তা কহিলেক যে তুমি সয়দাগরকে কি প্রকারে বোবা জানিলা? যখন আমি অশ্বীকে ওহার নিকট বান্ধিতে চাহিয়াছিলাম তখন আমাকে নিষেধ করিয়াছিল যে তোমার অশ্বীকে আমার ঘোটকের নিকটে নিতান্ত রাখিও না এখন বোবা হইয়া কোন ওত্তর করিতে না। কাজী ইহা শুনিয়া কহিলেক যদ্যপি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিল তথাপি তুমি তাহার নিষেধ না শুনিয়া কেন তোমার অশ্বীকে ওহার অশ্বের নিকটে বান্ধিয়া ছিলা? অতএব তুমি বড় দুষ্ট এবং মুর্খ যে হেতুক আপনি কথা কহিয়া আপন বিষয়ের প্রমাণ দিলা। ইহাতে সয়দাগরের কোন অপরাধ নাই বৃথা কেন কলহ কর?।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এখন তোমার প্রিয়তমের নিকট

যাও। পরে যোজেস্তা গমন করিতে চাহিলেন এই সময় কুক্কুট শব্দ করিলেক। প্রাতঃকাল উপস্থিত যোজেস্তার গমন হইল না।—

২০ বিংশতি ইতিহাস।—

এক স্ত্রীলোক প্রবঞ্চনা করিয়া এক বাঘের হস্তে হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেল ও চন্দ্র পূর্ব্ব দিগহইতে বাহির হইল তখন খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকটে কহিলেক ও তোতা আমার অন্তঃকরনের নিগূড় কথা জ্ঞাত আছ অদ্য রাত্রিতে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শীঘ্র বিদায় কর এবং আর যে কিছু কথোপকথন যদি কহিতে হয় তাহা ত্বরিত কহ। তোতা কহিলেক যে শুন আমার কর্ত্রী পুনঃপুনঃ আমি বিবেচনা করিয়া জানিয়াছি যে তুমি সুবোধ বট অতএব আমার নীত বাক্য শুনাতে

তোমার কোন প্রয়োজন নাহি   কিন্তু যদি তুমি কোন আপদগ্রস্ত হও । তবে প্রবঞ্চনা আরম্ভ করিও যেমত এক স্ত্রী ছলনার দ্বারা ব্যাঘ্র হস্তহইতে ত্রান পাইয়াছিল।   পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক যে সেই ইতিহাস কি প্রকার তাহা বল।   তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক নগরে এক পুরুষ ছিল   তাহার এক স্ত্রী মহতী দুশ্চরিত্রা অস্থির ভাষিনী ছিল এক দিবস সেই পুরুষ সেই স্ত্রীলোকের অপরাধের কারণ তাহাকে করাঘাত করিয়াছিল।   পরে সেই স্ত্রী লোক বিরক্তচিত্তা হইয়া আপনার দুই সন্তান সঙ্গে লইয়া ভ্রমন করিতেং এক বনমধ্যে পহুছিল ইতি মধ্যে এক ব্যাঘ্রকে দেখিয়া ভয় পাইয়া মনো মধ্যে বিচার করিলেক যে আমি স্বামীর আজ্ঞা না শুনিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি   বড় মন্দ কর্ম্ম যদি এই ব্যাঘ্রহইতে কোন আপদ আমাকে না ঘটে তবে পুনর্ব্বার বাটী যাইয়া স্বামীর আজ্ঞাকারীনী হইব। ইহা বিবেচনা করিয়া ছলের দ্বারা ব্যাঘ্রকে

কহিলেন ও ব্যাঘ্র আমার এক কথা শুন। ব্যাঘ্র ঐ স্ত্রীর সাহস দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া প্রশ্ন করিলেক যে কি কথা তাহা কহ। স্ত্রী কহিলেক যে এই গহ্বরে আর এক বড় ব্যাঘ্র আছে সকল চতুষ্পদ জন্তুরা আর মনুষ্যেরা তাহাকে ভয় করে এবং রাজাও অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রত্যহ তিন জন চারিজন করিয়া মনুষ্য তাহার আহারের কারণ পাঠাইয়া দেন। অদ্য আমি আমার দুই সন্তান সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতেং পথ ভুলিয়া বনমধ্যে আসিয়া ওপস্থিতা হইয়া আপদে পড়িয়াছি এখন কি হইবে? তিন জনে পলাতেও পারি না কিন্তু যদ্যপি সে ব্যাঘ্র আমারদিগকে দেখে তবে রাজার প্রেরিত মনুষ্য বুজিয়া আমারদিগকে ভোজন করিবেক অতএব তোমাকে বলিতেছি যে তুমি আমার এই দুই বালককে ভক্ষণ কর। আমি একাকিনী পয়ান করি এই কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র ওত্তর করিলেক যে তুমি আমাকে প্রত্যয় করিয়া সমস্ত কথা কহিলা

কোন মতে পরামর্শ নহে যে আমি তোমাকে কিম্বা তোমার বালকেরদিগকে আহার করি এ বিশ্বাসঘাতির কর্ম্ম, কেননা তোমরা বড় ব্যাঘ্রের আহার তোমারদিগকে যদ্যপি আমি ভোজন করি তবে আমার পলাইবার স্থান আর কোথাও নাহি যে আমি সেই স্থানে পলাইব। ব্যাঘ্র এই বাক্য কহিয়া আর এক দিগে গমন করিল। তদনন্তর সেই নারী আপন নগরের পথে পথিক হইয়া আপন পরমায়ুর শেষ পর্য্যন্ত স্বামির আজ্ঞাকারিণী হইয়া রহিল।—

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী আপনি গাত্রোত্থান করিয়া আপন প্রিয়তমের নিকটে যাও আর বিলম্ব করিও না। পরে খোজেস্তা যাইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন ইতিমধ্যে চরণায়ুধ শব্দ করিলেক প্রাতঃকাল হইল সে কারন খোজেস্তার গমনের বাধ হইল।—

২১ একবিংশতি ইতিহাস।—

এক রাজা এবং তাঁহার পুত্রেরা আর এক মণ্ডুক আর এক সর্প ইহারদের কথা।—

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গমন করিল আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগহইতে বাহির হইল এই কালে খোজেস্তা বন্ধুর নিকটে গমনের অনুমতি চাহিবার নিমিত্ত তোতার নিকটে গেলেন এবং তোতাকে কহিলেন যে ও তোতা কখন সময় হইবে যে আমি আপন প্রিয়তমের সমীপে পঁহুছিব ?। ইচ্ছা করি যাই কিন্তু আপন অদৃষ্ট কি প্রকার ইহা না জানিয়া সহসা গমন করিতে পারি না। তোতা কহিলেক ও কর্ত্রী এখন আমার মনে এই হইতেছে যেন তোমার বন্ধুর সঙ্গে শীঘ্র তোমার সাক্ষাৎ হইবেক কিন্তু যদ্যপি তুমি প্রিয়তমের নিকট পঁহুছ, তবে প্রীতের যে২ প্রকার ধারা আছে তাহাই করিও যে মত

খালিষ আর মোখালিষ রাজপুত্রের সহিত রহিয়া প্রীতের দ্বারা করিয়াছিল। খোজেস্তা তাহারদের সেই ওপাখ্যান তোতাকে জিজ্ঞাসিলেক। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।

যে এক রাজার দুই পুত্র ছিল। যখন সেই রাজা এই সংসারহইতে প্রস্থান করিল তখন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজটুপি আর সিংহাসন লইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নষ্ট করিতে ওদ্যত হইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরম্পরা শুনিয়া একাকী ঐ নগরহইতে বাহির হইয়া এক পুষ্করিণীর তটে পঁহুছিয়া দেখিলেন যে এক ভুজঙ্গ এক মণ্ডুককে আহারার্থে ধরিয়াছে। মণ্ডুক প্রাণের ভয়েতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া চেঁচাইতে ছিল সেই কালে অতিবড় দয়ালু কনিষ্ঠ রাজপুত্র দর্শন করিয়া সর্পকে নিষেধ করিলেন যে তুমি এমত কর্ম্ম করিও না। পরে ভুজঙ্গ মণ্ডুককে ত্যাগ করিল মণ্ডুক জলমধ্যে প্রবেশ করিলেক কিন্তু ভুজঙ্গ দাঁড়াইয়া রহিল। তখন রাজপুত্র লজ্জিত

হইলেন যে আমি সর্পের মুখের আহার ত্যাগ করা ইলাম কিন্তু ভাল করি নাম না। ইহা বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ মাংস আপন শরীরহইতে ছেদন করিয়া সর্পাগ্রে ফেলিয়া দিলেন সর্প সেই স্বাদু মাংস দন্তে করিয়া সর্পীর নিকটে লইয়া গেল। পরে সেই ভুজঙ্গিনী সেই মাংস চাকিয়া সর্পকে কহিলেক যে হে নাথ এমত স্বাদু মাংস তুমি কোথাহইতে আনিলা?। সর্প সেই সকল কথা বিশেষ করিয়া কহিলেক। সর্পী তাহা শুনিয়া কহিলেক যে ব্যক্তি তোমাকে এত দয়া করিয়াছে অবশ্য তোমার ওচিত হয় যে তুমি সেই ব্যক্তির কিছু ওপকার কর। তদনন্তর সর্প মনুষ্যরূপ ধারন করিয়া রাজপুত্রের সন্নিধানে যাইয়া কহিলেক ও রাজপুত্র আমার নাম খালিষ আমি বাঞ্ছা করি যে নিকটে থাকিয়া নিরন্তর তোমার সেবা করি। রাজপুত্র তাহার বাক্য স্বীকার করিলেন এবং মণ্ডুক সর্পমুখ হইতে ত্রান পাইয়া মণ্ডুকীর নিকটে পঁহুছিয়া

সমস্ত শরীরে সর্পদন্তাঘাত ক্ষত তাহা দিয়া রুধির পড়িতেছিল এই সকল ভেকীকে দেখাইলেন মণ্ডুকী তাহাই দেখিয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেক। মণ্ডুক যে রূপে রক্ষা পাইয়াছিল সেই সমস্ত কথা কহিলেক। পরে মণ্ডুকী তাহা শুনিয়া মণ্ডুককে কহিলেক যে তুমি যাহা হইতে ত্রাণ পাইয়াছ এখন তোমার এই উপযুক্ত হয় যে সেই পুরুষের সেবাতে হাজির থাক। তদনন্তর মণ্ডুক নরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজকুমারের সন্নিধানে যাইয়া কহিলেক যে আমার নাম মোগালিক আমি ইচ্ছা করি যে তোমার দাসের দের ন্যায় হাজির থাকিয়া তোমার সেবা করি। রাজপুত্র তাহাকেও আপন নিকটে রাখিয়া আপনি তাহারদের দুই জনের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অন্য নগরের মধ্যে পঁহু ছিলেন পরে সেই নগরের রাজা তাহাকে দেখি য়া জিজ্ঞাসিলেন যে কে তুমি কি ব্যবসা কর? । রাজপুত্র কহিলেন যে আমি দীপাই অসুর

তুল্য একশত মনুষ্যের সহিত আমি একাকী যুদ্ধ করিতে পারি কিন্তু প্রতি দিন সহস্র মুদ্রা মাহিনা লইব যখন যে কর্ম্ম আজ্ঞা করিবেন তখন সেই কর্ম্ম পরিপূর্ণ করিব। ইহা শুনিয়া রাজা তাহাকে চাকর রাখিয়া প্রতিদিন এক হাজার টাকা মাহিনা নিরূপন করিলেন। অনন্তর রাজপুত্র প্রত্যহ হাজার তঙ্কা পাইয়া একশত মুদ্রা আপনার খরচ করিতেন আর দুইশত আপনার সঙ্গী দুই জনকে দিতেন ইহা ব্যতিরেক যে কিছু বাঁকি থাকিত তাহা দান করিতেন। এক দিবস রাজা মৎস্য স্বীকার করিতে ছিলেন অকস্মাৎ রাজার অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরী সরোবরমধ্যে পড়িল বিস্তর তত্ত্ব করিলেন কিন্তু অঙ্গুরী পাইলেন না। তদনন্তর রাজা সেই রাজপুত্রকে কহিলেন যে আমার অঙ্গুরী সরোবরেতে পড়িয়াছে তাহা অন্বেষন করিয়া আনিয়া দেহ। পরে রাজপুত্র আপন সঙ্গের সেই দুই জনকে এই কথা কহিলেন। তাহারা শুনিয়া কহিলেক যে এ কিছু বড়

কর্ম্ম নহে। ইহা বলিয়া খোখালিষ মণ্ডুকের রূপ ধরিয়া পুষ্করিণীতে ডুব দিয়া তৎক্ষনেতে অঙ্গুরী জল মধ্যহইতে আনিয়া রাজপুত্রকে সমর্পণ করিলেক। রাজপুত্র সেই অঙ্গুরী রাজার নিকটে লইয়া দিলেন। রাজা অঙ্গুরী পাইয়া রাজপুত্রকে অনুগ্রহ অধিক করিতে লাগিলেন। একত দিবস পরে রাজারকন্যাকে সর্পে দংশিল। চিকিৎসকেরা বহুবিধ মন্ত্র পড়িল ও ঔষধি প্রদান করিলেক কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার হইল না এ জন্যে রাজা সেই রাজপুত্রকে কহিলেন যে আমার কন্যাকে ভুজঙ্গ দংশিয়াছে কেহ সুস্থা করিতে পারিলেক না এখন তুমি সুস্থা কর। রাজপুত্র ইহা শুনিয়া ভাবিত হইলেন যে এই কর্ম্ম আমার নহে। তখন খালিষ কহিলেক যে আমাকে সেই কন্যার নিকটে লইয়া যাও এবং কন্যাকে নির্জ্জন স্থানে বসাও। তবে আমি তাহাকে ভাল করিব। রাজপুত্র রাজার নিকটে যাইয়া এই সকল নিবেদন করিলেন যে

মহারাজ তোমার কন্যাকে নির্জ্জন স্থানে রাখুন তবে আমি ভাল করিতে পারি। ইহা শুনিয়া রাজা কন্যাকে নির্জ্জন স্থানে রাখিলেন। পরে খালিষ আসিয়া কন্যার যে স্থানে সর্প দংশিয়াছিল সেই স্থানে আপন মুখ দিয়া চুষিয়া সকল বিষ গুটাইয়া লইল। কন্যা তৎক্ষণে সুস্থা হইল। রাজা সেই কন্যাকে রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া জামাতাকে আপন নায়েব করিলেন। পরে খালিষ আর মোখালিষ রাজপুত্রকে কহিলেন যে এখন আমরা বিদায় চাহি রাজপুত্র ওত্তর করিলেন যে বিদায়ের এ কোন সময়। খালিষ কহিলেক তুমি যে সর্পকে আপন শরীরের মাংস দিয়াছিলা আমি সেই সর্প তাহারপর মোখালিষ কহিলেক যে আমি সেই মণ্ডুক যাহাকে তুমি সর্পমুখহইতে ওদ্ধার করিয়াছিলা এখন এই চাহি যে আমরা আপনং স্থানে যাই পরে রাজপুত্র সেই দুই জনকে বিদায় করিলেন।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে ও কর্ত্রী তুমি তোমার বন্ধুর নিকটে শীঘ্র য়াও আর বিলম্ব করিও না পরে খোজেস্তা যাইতে ওদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক এবং প্রাতঃকাল হইল খোজেস্তার একারণ সে দিবস গমন হইল না।

দ্বাবিংশতি ইতিহাস।

এক সয়দাগর আপন কন্যা হারাইয়াছিল তাহার কথা।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল খোজেস্তা তখন তোতার নিকটে যাইয়া ভাবিতা হইয়া বসিলেন। তোতা ইহাই দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক যে ও কর্ত্রী কেন অদ্য রাত্রিতে ভাবিতা আছ?। খোজেস্তা উত্তর করিলেন যে গতরাত্রিতে আমার মনে এই কথা উপস্থিত হইয়াছে যে আমার প্রিয়তম সুবোধ কি নির্ব্বোধ ও পণ্ডিত কি মূর্খ তাহা বিবেচনা করিব যদি নির্ব্বোধ হন তবে তাঁহার সহিত বাস করিব না। কেননা মূর্খের আর নির্ব্বোধের সহিত বাসে মৃত্যু হয়। তোতা ইহাই শুনিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি এখন আপন প্রেমির আলয়ে যাইয়া সয়দাগরের কন্যার উপাখ্যান কহিয়া তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা কর

তিনি যদি প্রকৃত ওত্তর করিতে পারেন তবে জানিও যে জ্ঞানী বটেন। পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন যে সে কন্যার কথা কি প্রকার তাহা কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক যে কাবল দেশে ধনবান এক সয়দাগার ছিলেন তাঁহার জোহরা নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। সকল সহরের ধনবানেরা সেই সয়দাগারের পুত্রীকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিত কিন্তু সয়দাগর সুতা কোন ব্যক্তিকেও স্বীকার না করিয়া পিতাকে বলিলেন যে ওপযুক্ত ও বিদ্বান পুরুষকে আমি বিবাহ করিতে চাহি। এই কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইল। এই রব শুনিয়া এক সহরেতে তিন জন যুবা শাস্ত্রাতে অতিবিদ্বান ছিল তাহারা তিন জন কাবল নগরে আসিয়া সয়দাগরকে কহিলেক যে তোমার কন্যা বিদ্বান স্বামী চাহেন ইহাই শুনিয়া আমরা তিন জন আসিয়াছি আমার দের বিদ্যার পরিচয় লওন এক জন জ্যোতিঃ শাস্ত্রেতে পণ্ডিত যাহা হারায় যে স্থানে থাকে ও

যাহা হইবেক সেই সব কথা কহিতে পারেন। দ্বিতীয় জন শিল্পশাস্ত্রে বড় বিদ্বান এমন কাষ্ঠের অশ্ব নির্ম্মান করিতে পারে যে সে অশ্বোপরে এক ব্যক্তি আরোহন হইয়া যেখানে যাইতে ইচ্ছা করে সেই খানে বায়ুর ন্যায় গতিতে পঁহুছিতে পারে তৃতীয় ব্যক্তি তীরান্দাজীতে অতি ওপযুক্ত যাহাকে বান মারে তাহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে তাহাতে তাহার তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না আমারদের তিন জনের বিদ্যার কথা এই কহিলাম। ইহার মধ্যে যে তোমার কন্যার মনোনীত হয় তাহাকে স্বামী করুন। সয়দাগার ঐ তিন ব্যক্তির গুনের কথা শুবন করিয়া কন্যাকে কহিলেন পরে কন্যা ওত্তর করিলেক যে আমি আপন মনে পরামর্শ করিয়া কল্য ইহার জবাব দিব কিন্তু কন্যা মনে বিবেচনা করিলেক যে ইহার দের মধ্যে এক জনকে গ্রহন করিব। পরে কন্যা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে ছিল ইতি মধ্যে এক পরী আসিয়া কন্যাকে এক পর্ব্বতের মধ্যে

লইয়া গেল। প্রাতঃকালে সয়দাগার কন্যাকে এত অন্বেষন করিলেন কুত্রাপি না পাইয়া জ্যোতির্জ্ঞ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে ওহে যুবা কহ আমার কন্যা কোথায়? সেই পুরুষ মুহূর্ত্তেক ভাবিয়া সয়দাগারকে কহিলেক যে তোমার কন্যাকে পরীতে লইয়া এক দুর্গ পর্ব্বতে রাখিয়াছে সে পর্ব্বতে মনুষ্য যাইতে পারে না। পরে সয়দাগার সেই শিল্পকারের দ্বারা এক কাষ্ঠের অশ্ব গঠন করাইয়া লইয়া ঐ তীরন্দাজকে আরোহন করাইয়া সেই পর্ব্বতে প্রেরন করিলেন পরে তীরন্দাজ দারু ঘোটকে আরোহন করিয়া পবনের ন্যায় গতিতে সেই পর্ব্বতে পঁহুছিয়া এক বানেতে পরীকে নষ্ট করিয়া কন্যাকে সয়দাগরের বাটীতে আনিলেক এবং সয়দাগারকে কহিলেক যে এ কন্যাকে আমি লইব এবং জ্যোতির্জ্ঞ কহিলেক যে আমাহইতে কন্যার সন্ধান হইয়াছে অতএব আমি এ কন্যাকে পাইব শিল্পকারও কহিল যে আমার গঠিত অশ্বে

আরোহন হইয়া সেই পর্ব্বতে পঁহুছিয়া কন্যাকে আনিল এ জন্যে আমি তোমার কন্যাকে পাইবা এই রূপ তিন জনে বড় বিবাদ আরম্ভ হইল।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেন যে এই উপাখ্যান তুমি আপন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিও যে সে কন্যাকে কোন ব্যক্তি পাইবেক যদি তিনি প্রকৃত উত্তর করিতে পারেন তবে তাঁহাকে বুদ্ধিমান জানিবেন ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে ও তোতা তুমি আমাকে অগ্রে এ কথা বল যে সে কন্যা কাহাকে অর্শিবেক? তোতা উত্তর করিলেক যে ব্যক্তি পরীকে বান মারিয়া নষ্ট করিয়াছে সেই ব্যক্তি কন্যাকে পাইবেক। খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেক যে ব্যক্তি গননা করিয়া ছিল এবং যে জন ঘোটক নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা কেন না পায়?। তোতা কহিলেক যে তাহারা দুই জন কেবল আপন বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছিল তীরেন্দাজ মরন ভয় না করিয়া অতিবড় ভয়ানক স্থানে যাইয়া বহু

ক্লেশেতে পরীকে নষ্ট করিয়া কন্যাকে আনিয়াছিল এই হেতুক সেই পাইবেক।—

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে তুমি শীঘ্র আপন বন্ধুর নিকটে যাও। পরে খোজেস্তা উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন এই কালে কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ নিমিত্তে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না।—

ত্রয়োবিংশতি ইতিহাস

এক ব্রাহ্মণ বাবলের রায়ের কন্যার ওপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকটে যাইয়া তোতাকে কহিলেন ও তোতা আমি তোমাকে জ্ঞানী আর সৎপরামর্শক জানি তুমি অদ্য আমাকে আমার বন্ধুর নিকটে শীঘ্র বিদায় কর। নতুবা যথার্থ কহ যে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া গৃহে বাস করি তোতা ইহা শুনিয়া বলিলেক যে নিত্য রাত্রিতে তোমাকে বিদায় দি কিন্তু তোমার কি. প্রকার কপাল তাহা কিছু বুঝিতে পারি না। উচিত হয় যে তুমি অদ্য শীঘ্র আপন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ কর। কিন্তু আমার এক পরামর্শ শুন তবে এ কার্য্যেতে তোমার কোন আপদ ঘটিবেক

বরঞ্চ তোমার লাভ হইবেক যেমন এক ব্রাহ্মন বাবলের রায়ের কন্যার ওপর আসক্ত হইয়া তাহাকে স্বর্ন মুদ্রা পাইয়াছিল এবং ব্রাহ্মনের কোন ক্ষতিও হয় নাই। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে সে ব্রাহ্মনের কথা কি প্রকার তাহা আমাকে কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া সেই কথা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

সুরূপ ও জ্ঞানী এক ব্রাহ্মন ছিল তিনি আপন নগর ও বাটীত্যাগ করিয়া বাবলের রায়ের সহরে পঁহুছিয়া এক দিবস এক ওদ্দানের মধ্যে ভ্রমন করিতেছিলেন এবং বাবলের রায়ের কন্যাও সেই ওদ্দানের পুষ্পের কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে সেই স্থানে আসিয়াছিলেন অকস্মাৎ সেই কন্যার ওপর ব্রাহ্মনের দৃষ্টি এবং কন্যার দৃষ্টিও ব্রাহ্মনের ওপর পড়িল ইহাতেই দুই জন দুই জনকে দেখিয়া পরস্পর অত্যন্ত আসক্ত হইলেন কিন্তু কন্যা আপন বাটীতে যাইয়া ক্ষিপ্তা ও ব্রাহ্মন আপন স্থানে গিয়া পীড়িত হইলেন পরে ব্রাহ্মন সেই

কন্যা পাইবার নিমিত্তে এক চাটকের সেবা করিতে লাগিলেন চাটক ব্রাহ্মনের বহুকালের সেবা আর শুশ্রূষাতে তুষ্ট হইয়া এক দিবস সেই ব্রাহ্মনকে কহিলেন যে তুমি কি জন্যে আমার এত সেবা করিতেছ তোমার যাহা প্রয়োজন থাকে তাহা প্রার্থনা কর আমি তাহাই দিব পরে ব্রাহ্মন কন্যার কারন যে প্রকার পীড়িত হইয়াছিলেন তাহা বিস্তারিত কহিলেন। চাটক শুনিয়া বলিলেন যে আমি বুঝিয়াছিলাম যে তুমি ধন চাহিবা তাহা না চাহিয়া মনুষ্যের সহিত মিলন করিতে চাহিলা এ আমার অতিসহজ কর্ম্ম ইহা বলিয়া তৎক্ষনাৎ মোহিনীর এক মনি ব্রাহ্মনকে দিয়া কহিলেন যে এই মনির প্রভা যদি স্ত্রী লোকের মুখে রাখে তবে সকলে তাহাকে দেখিয়া পুরুষ জ্ঞান করে যদি পুরুষের মুখের মধ্যে রাখে তবে তাহাকে লোকেরা নিরীক্ষন করিয়া নারী জ্ঞান করে। পরে সেই চাটক আপনি ব্রাহ্মনের বেশ ধারন করিয়া মোহি

নীর মনি সেই ব্রাহ্মনের মুখেতে রাখিয়া মারীর ন্যায় করিয়া বাবলের রায়ের নিকট যাইয়া কহিলেন যে আমি ব্রাহ্মন আমার এক পুত্র ছিল অকস্মাৎ খিপ্ত হইয়া বিদেশে গিয়াছে এই স্ত্রী, তাহার পত্নী ইহাকে কোথায় রাখিয়া তাহার অন্বেষন করিতে যাইব তাহাই ভাবিতেছি যদি এই স্ত্রীকে কএক দিবস আপন আলয়েতে রাখেন তবে আমি পুত্রের অন্বেষনে যাই রায় অতিদয়ালু ইহা শুনিয়া স্বীকৃত হইয়া কিছু তঙ্কা দিয়া সেই ব্রাহ্মনকে বিদায় করিলেন এবং ব্রাহ্ম নীকে আপন কন্যার নিকট পাঠাইলেন। চাটক ব্রাহ্মনকে এই রূপ ছলেতে রায়ের কন্যার নিকট পাঠাইয়া রায় দত্তধন লইয়া আপন স্থানে গেলেন রায়ের কন্যা সেই ব্রাহ্মনীকে যথেষ্ঠ অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন এক দিবস ব্রাহ্মনী রায়ের কন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন যে ও রায় কন্যা কি কারন তোমার মুখ আর বর্ন দিন২ মলিন হইতেছে কন্যা প্রথমতঃ ইহাই শুনিয়া আপন বিষয়ের কথা

গোপনে রাখিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণী পুনরায় বলিলেন কন্যা তোমার দ্বারাতে বুঝিতেছি যে তুমি কোন ব্যক্তির প্রীতে এমত শুষ্ক হইয়াছ কিন্তু তুমি কদাচ গোপন করিও না যদি তোমার গুপ্ত পীড়ার কথা কহ তবে তাহার ঔষধি করিয়া দি। ইহাই শুনিয়া কন্যা কহিলেন যে আমি এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার ওপর আসক্ত হইয়াছিলাম একারণ আমার এমন দশা হইয়াছে ব্রাহ্মণী ওত্তর করিলেন এখন যদি সেই ব্রাহ্মণকে দেখ তবে চিনিয়া সুস্থা হইতে পার ?। কন্যা কহিলেন যে অবশ্য পারি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণী মুখে হইতে মোহিনীর মনি বাহির করিলেন পরে যেমত পুরুষ ছিলেন সেই রূপ হইলেন তখন কন্যা তাহাকে চিনিয়া আপন ক্রোড়ে করিয়া হাস্য ও কৌতুক করিতে লাগিলেন কএক দিবসান্তে রায়ের কন্যা ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন যে চল আমরা দুই জন এখান হইতে অন্য দেশে যাইয়া বাস এবং মনোভি

লাস পূর্ণ করি। পরে দুই জন এই রূপ পরামর্শ স্থির করিয়া বাবলের রায়ের কন্যা বিস্তর ধন আর বহুমূল্য প্রস্তর আপন পিতার ভাণ্ডার হইতে চুরি করিয়া ব্রাহ্মনকে সংগে লইয়া তাহার পুন যেতে আপন বাটী হইতে বাহির হইয়া এক রাত্রি এক দিবসেতে পিতার অধিকার ত্যাগ করিয়া অন্য দেশেতে পঁহুছিলেন তাহারা একত্র বাস করিয়া আমোদ আহ্লাদে সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। এত ধন লইয়া গিয়াছিলেন যে দুই জনে যত কাল বাঁচিবেন এত কাল খরচ করিয়া ফুরাইতে পারিবেন না। পরে রায় কন্যার কারন ভাবিত হইয়া বিস্তর অন্বেষন করিলেন কিন্তু কন্যার আর ব্রাহ্মনীর দেখা না পাইয়া বড় দুঃখান্বিত হইলেন।—

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এখন আপন বন্ধুর স্থানে গমন কর তখন খোজেস্তা বন্ধুর নিকট গমন করিতে

ওদ্যত হইলেন   এমত, সময়ে ওষা কাল হইল ও চরনায়ুধ রব করিতে আরম্ভ করিলেক   এই হেতুক সে দিবস যোজেস্তার গমনের বাধ হইল।

চতুর্ব্বিংশতি ইতিহাস।—

বাবলের রায়ের পুত্র এক কন্যার ওপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে প্রস্থান করিল ও চন্দ্র পূর্ব্বদিগহইতে বাহির হইল খোজেস্তা তখন বিদায় চাহিতে তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে ও তোতা এখন আমি প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইয়া প্রথম তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা করি তিনি বুদ্ধিমান বটেন কি না?। যদ্যপি বুদ্ধিমান দেখি তবে তাঁহার সহিত প্রেম করিব নতুবা মনোদুঃখ পাইয়া থাকিব কেননা জ্ঞানিরা বলিয়াছেন যে স্ত্রী লোক আর বালক এবং নির্ব্বোধ এই তিনি প্রকার লোকের প্রণয়েতে প্রত্যয় করা কর্ত্তব্য নহে পরে তোতা শুনিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী তুমি এ

সকল প্রকৃত আজ্ঞা করিতেছ কিন্তু তোমার ওচিত যে অদ্যরাত্রিতে আপন প্রেমির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন ইতিহাস কহিয়া তাঁহাকে ওত্তর জিজ্ঞাসা কর, যদি তিনি তোমার মনো নীত ওত্তর দেন তবে তুমি তাঁহাকে জ্ঞানী জানিও নতুবা নির্বোধি জানিও। পরে খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন যে তাঁহাকে আমি কোন ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিব তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক যে বাবলের রায়ের তনয়া এক সময় এক দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে পুর্নিমার চন্দ্রের ন্যায়রূপ অতিকৃষ্ণবর্ন কাকপক্ষ যুক্তা মৃগনয়না বিম্বোষ্ঠী মধ্যক্ষীনা হংস গমনা অতি সুন্দরী এক কন্যাকে দেখিয়া রায়ের নন্দন তাহার ওপর আসক্ত হইয়া দেবতার পদতলে মস্তক রাখিয়া স্তুতি ও অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন ও পরমেশ্বর যদি এই কন্যা আমাকে বিবাহ করে তবে তোমার সাক্ষাতে আপন মস্তক বলি দিব। তাহার পর

সেই কন্যার পিতার নিকটে ঘটকের দ্বারা বাক্য প্রেরন করিলেন যে আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহি। ঘটক এই কথা পিতার নিকটে কহিলেক কন্যার পিতাও তাহাতে সম্মত হইয়া আপন জাতির দ্বারা আর শাস্ত্রমত রায়ের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। পরে রায়ের পুত্র সেই কন্যা সুদ্ধা আপন বাটীতে যাইয়া দুই জনে একত্র থাকিলেন কএক দিবস পরে কন্যার পিতা কন্যাকে আর জামাতাকে আপন বাটীতে আনিবার নিমিত্তে সম্বাদ পাঠাইলেন। পরে রায়ের নন্দন এই সমাচার পাইয়া সস্ত্রীক হইয়া এবং আপন সভাসদ এক ব্রাহ্মনকে সঙ্গে লইয়া শশুরালয়ে প্রস্থান করিলেন। যখন সেই দেবতার প্রাসাদের নিকট পঁহুছিলেন তখন রায়ের পুত্রের মনে হইল যে আমি এই দেবতার নিকটে কবুল করিয়াছিলাম যদি এই কন্যা আমাকে বিবাহ করে তবে আমি আপন মস্তক

বলি দিব   কিন্তু কন্য আমাকে বিবাহ করিয়াছে অতএব আমার মস্তক বলি দেওয়া ওচিত। ইহাই বিবেচনা করিয়া রায়ের নন্দন একাকী সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন মুণ্ড ছেদন করিলেন   এবং সেই মুণ্ড দেবতার পদে রাখিলেন।   তারপর সভাসদ সেই ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে যাইয়া রায়ের নন্দনের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া বড় ভীত হইলেন   যে কসলে কহিবেক এই ব্রাহ্মন কন্যার লোভে রায়ের বালককে নষ্ট করিয়াছে   অতএব এখন পরামর্শ এই যে আমিও আপন মস্তক কাটিয়া ফেলি   ইহাই স্থির করিয়া ব্রাহ্মন আপন শিরঃছেদন করিয়া সেই দেবতার চরনের নিকট পড়িলেন।   মুহূর্ত্তেক পরে কন্যা স্বামির বাহির হওনের বিলম্ব দেখিয়া আপনি দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া আপন স্বামির ও ব্রাহ্মনের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে এ কি আপদ পথমধ্যে আমার ওপস্থিত হইল যে স্বামির এমত দশা   তবে আমার জীবনেতে

আর ফল নাই আমিও আত্মমস্তক ছেদন করিয়া স্বামির সহিত দাহ হইব ইহা বলিয়া আপন মস্তক ছেদন করিতে ওদ্যত হইলেন এই সময়ে সেই দেবতা হইতে এই শব্দ নির্গত হইল যে ও কন্যা তুমি আত্মমস্তক ছেদন করিও না কিন্তু কাটা মস্তক ওহারদের শরীরের সহিত শীঘ্র সংলগ্ন কর তবে ওহারা জীবন পাইবেক কন্যা এই কথা শুনিবামাত্র বড় ব্যাস্ত হইয়া স্বামির মস্তক ব্রাহ্মনের দেহেতে আর ব্রাহ্মনের মুণ্ড স্বামির শরীরে সংযোগ করিলেন এবং সংযোগ হবামাত্র দুইজন প্রান পাইয়া স্ত্রীর সাক্ষাতে দাণ্ডাইলেন। পরে রায়ের পুত্রের শরীরে আর ব্রাহ্মনের মস্তকে মহা কলহ ওপস্থিত হইল মস্তক বলে আমার পত্নী আমি লইব শরীর কহে এ স্ত্রী আমার আমি পাইব।—

তোতা এই কথা যখন খোজেস্তাকে অবগত করিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী যদি তুমি তোমার প্রিয়তমের বুদ্ধি বিবেচনা করিতে চাহ তবে তাঁহাকে

এই কথা জিজ্ঞাসা করিও যে এ কন্যা কে পাই বেক? তিনি যদি সুবোধ হন তবে যথার্থ বলিতে পারিবেন নতুবা অপ্রকৃত কহিবেন। খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন যে প্রিয় আমাকে কহ যে সে কন্যা কে পাইবে? তোতা কহিলেক যেও কর্ত্রী তবে শুন মস্তক জ্ঞানের স্থান এবং শরীরের প্রধান অতএব বাবলের রায়ের মস্তক যে দেহে আছে সেই দেহ কন্যাকে পাইবেক।—

যখন খোজেস্তা এই উপাখ্যান শুনিয়া আপন বন্ধুর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এই কারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন রহিত হইল।

পঞ্চবিংশতি ইতিহাস।—

এক নারী শর্করা কিনিতে এক ময়রার দোকানে গিয়া তাহার সহিত রতিকর্ম্ম করিয়াছিল।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা তোতার অগ্রে আসিয়া কহিলেন যে ও তোতা অদ্য আমি বন্ধুর নিকট শীঘ্র গমন করিতে ইচ্ছা করি তুমি বিস্তর বিলম্ব করিও না শীঘ্র বিদায় কর অদ্য বন্ধুর নিকট গমন করিয়া যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিলন করি আর তিনি যদি আমার ওপর ক্রোধ করিয়া কিছু কহেন তবে আমি লজ্জা পাইব এবং সে সময় তাঁহাকে সে কথার উত্তর কি করিব তোতা আমি ইহাই সর্ব্বদা ভাবিতেছি। তোতা ইহা শুনিয়া কহিলেক যে ও কর্ত্রী তুমি কিছু

ভাবনা করিও না. কেননা স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত বক্তৃী এবং অনেক প্রকার ওজর করিতে পারে আমি নারিরেদের বিস্তর ওজর শুনিয়াছি এবং সে সব ওজর অতিপসন্দ করিয়াছি যদি তুমি কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর তবে আমি সে কথা কহি। এক স্ত্রী ছলেতে উপপতি করিয়াছিল তাহার স্বামী কোন মতে জানিতে পারে নাই তাহার কথা বলি শুন। পরে খোজেস্তা তোতার এই কথা শুনিয়া কহিলেন যে ও তোতা আমি অবশ্য এ কথা শুনিব সে কথা কি প্রকার তাহা তুমি কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া সেই কথা কহিতে আরম্ভ করিলেক।

যে এক জন পুরুষ আপন স্ত্রীকে শর্করা ক্রয় করিবার কারণ কিছু কড়ি দিয়া বাজারে পাঠাইয়াছিল সেই স্ত্রী বাজারেতে এক ময়রার দোকানে উপস্থিতা হইয়া এক সের শর্করা ক্রয় করিয়া আপন চাদরের অঞ্চলে পুটুলি বান্ধিলেক পরে ময়রা সে স্ত্রীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ

হইয়া আপন মনের কথা তাহাকে অতি স্তবের দ্বারা কহিতে লাগিল এবং সে নারী শর্করা বিক্রয়ির মিনতিতে ভুলিয়া সম্মত হইল পরে ময়রা সে নারীর চাদর চিনির পুঁটুলি সুদ্ধা আপন দোকানে রাখিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপন বাটীর মধ্যে গেল সেই সময় ময়রার চাকর ঐ চাদর হইতে চিনি খুলিয়া লইয়া তাহাতে বালুকা বান্ধিয়া রাখিলেক যখন সে স্ত্রী বাটীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া চাদর ওঠাইয়া গাএ দিয়া স্বামির নিকটে পঁহুছিল তখন স্বামী পুঁটুলি খুলিয়া বালুকা দেখিয়া স্ত্রীকে কহিলেক যে তুমি আমার সহিত কৌতুক করিতেছ কেননা শর্করা কিনিতে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা না আনিয়া আমার জন্যে বালুকা আনিয়াছ। সে স্ত্রী ভাবনা না করিয়া কহিলেক যে কালে বাটী হইতে বাহির হইলাম সেই কালে এক গো আমার সম্মুখে দৌড়ে আইল আমি পলাইতে চাহিলাম কিন্তু কড়ি সুদ্ধা ভুমিতে পড়িয়াছিলাম সেই স্থানে অনেক

লোক ছিল তাহারদের সাক্ষাতে কড়ি বাচিতে লজ্জা হইতে লাগিল একারন সেই ভূমির বালুকা তুলিয়া আনিয়াছি কড়ি সকল ঐ বালুকার মধ্যে থাকিবেক। স্বামী ইহাই শুনিয়া বালুকাতে অন্বেষন না করিয়া স্ত্রীর মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন যে ও প্রিয়া এ অল্প বিষয় যদি কড়ি হারা ইয়া ছিল কেন এত ব্যামোহ পাইয়া বালুকা বান্ধিয়া আনিয়াছ। সেই স্ত্রী লোক শীঘ্র এই কথা স্বামীকে কহিয়াছিল এই হেতু তাহার পতি বিরক্ত না হইয়া পত্নীকে অনুকুল হইল।

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক যে এক্ষনে তোমার প্রিয়তমের নিকট যাও যদি তিনি ক্রোধ করেন তবে শীঘ্র তুমিও ভাল ওত্তর করিতে পারিবা। তোতার এই সব বাক্যেতে খোজেস্তা অতিরজয়া হইয়া চর্ম্মপাদুকা পদে দিয়া গাত্রত্থান করিয়া গমন করিতে ওদ্যত এই সময়ে কুক্কুট ডাকিতে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল এ কারন খোজেস্তার সেদিবস গমন হইল না।

২৬ ষড়্‌বিংশতি ইতিহাস।—

এক রাজা এক সয়দাগরের কন্যা গ্রহন করেন নাই তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা বড় লজ্জিতা হইয়া তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেন ও তোতা তুমি আমার মনের কথা শুন জ্ঞানবানেরা কহিয়াছেন যে নারী লজ্জান্বিতা নয় সে নারী অন্যং স্ত্রী লোকেরদের হইতে মন্দ হয় অতএব এখন আমি পরপুরুষের নিকট না যাই আপন বাটীতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি কেননা এ সকল নির্লজ্জের ব্যাপার। তোতা কহিলেক ও কর্ত্রী যাহা আজ্ঞা করিতেছ তাহা প্রকৃত বটে কিন্তু এই ভয় করি, যদি সহিষ্ণু হইয়া থাক তবে পাছে রাজারন্যায় কষ্ট পাও এবং পীড়িতা হও। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে

রাজার কষ্টের কথা কিরূপ তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক নগরে এক সয়দাগর তাহার প্রচুর ধন সামিগ্রী তুরঙ্গ হস্তী এবং এক সুন্দরী কন্যা ছিল সে কন্যার সৌন্দর্য্যের কথা দেশে বিদেশে প্রকাশ হইয়া সেই২ দেশীয় সল্লোকেরা ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষাতে সয়দাগরের নিকট আসিয়া বহুবিধ স্তব করিলেন কিন্তু সয়দাগর এ কথাতে সম্মত হইলেন না। যখন কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইল তখন এক দিবস সয়দাগর এক লিপি সেই দেশের রাজার নিকট পাঠাইলেন যে আমার কন্যা অতিসুন্দরী চন্দ্রবদনা মৃগনয়ানা অতি কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলযুক্তা গজেন্দ্রগমনা তাহার অমৃতের ন্যায় ভাষা শুনিয়া পক্ষীরা অজ্ঞান হইয়া মুর্চ্ছা হয় কন্যা রাজ্ঞীর উপযুক্তা যদি মহারাজা অনুগ্রহ করিয়া গ্রহন করেন তবে আমার বড় পৌরুষ আর সম্মান বৃদ্ধি হয়। রাজা এই পত্র পড়িয়া এবং তদ্ধ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইয়া মনে বিচার

করিলেন যখন যে ব্যক্তির পুত্র ভাল হয় তখন সে ব্যক্তির সকল ওতত্র বস্তু আপনাহইতে তাহার নিকট ওপস্থিত হয়। ইহাই বুঝিয়া আপনার বিশ্বস্ত পাত্র চারি জন ছিল তাহারদিগকে কহিলেন তোমরা সয়দাগরের বাটী যাও যদি সয়দাগরের পুত্রী আমার ওপযুক্তা দেখ তবে আমার নিকটে তৎক্ষনাৎ আনিও। তারপর পাত্রেরা সয়দাগরের গৃহে পঁহুছিয়া তাহার কন্যার রূপ নিরীক্ষন করিয়া জ্ঞান হত ইহল কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে স্থির হইয়া ঐ চারিজন পরামর্শ করিলেন যদি রাজা এমত সুন্দরী স্ত্রীকে দেখেন তবে ক্ষিপ্ত হইয়া দিবারাত্রি কন্যার নিকটে থাকিয়া রাজকর্ম্মে মনোযোগ করিবেন না অতএব সকল কর্ম্ম নষ্ট হইবেক পাত্রেরা ইহাই ভাবিয়া পুনর্ব্বার রাজ সন্নিধানে আসিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ কন্যা অতিসুন্দরী নহে তাঁহার মত বিস্তর স্ত্রী রাজবাটীতে আছেন এই নিমিত্তে আনিলাম না। রাজা পাত্রেরদের কথা

শুনিয়া কহিলেন . তোমরা যে রূপ কহিলে সেই রূপ. যদি হয় তবে সে কন্যাকে আমি চাহি না পরে রাজা কন্যাকে বিবাহ না করাতে সয়দাগার মনোদুঃখিত হইয়া কন্যাকে ঐ নগরের কোটা লের সহিত বিবাহ দিলেন পরে কন্যা মনে বিবেচনা করিলেক আমি এমত রূপবতী কিন্তু রাজা আমাকে গ্রহন করিলেন না এ বড় আশ্চর্য্য পরে এক দিবস রাজা কোটালের বাটীর দিগে ভ্রমন করিতে যাইতে ছিলেন এই কালে সেই কন্যা আপনার রূপ লাবন্য প্রকাশ করিয়া আপন অট্টালিকার ওপরে দাঁড়াইয়া ছিল। রাজা তাহাকে দেখিয়া আসক্ত হইয়া সেই বাটীর নিকটস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসিলেন এ কন্যা কে বটে তাহারা কহিলেক মহারাজ ফলনা সয়দাগরের কন্যা ইহাঁকে কোটালে বিবাহ করিয়াছে। রাজা এই সমাচার জ্ঞাত হইয়া সেই পাত্রগনকে ডাকাইয়া কহিলেন যে তোমরা এমত সুন্দরী কন্যাকে মিথ্যা করিয়া

আমার নিকট কুকথা কহিয়া ছিলা ইহাতে তোমারদের বড় অপরাধি হইয়াছে। অনন্তর পাত্রেরা উত্তর করিলেক যে শুন মহারাজ আমরা কন্যার অত্যন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বুঝিলাম যদি এ কন্যাকে রাজার নিকটে লইয়া যাই তবে ইহাকে রাজা দেখিবামাত্র রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্ত হইবেন একারন মিথ্যা কহিয়াছিলাম। রাজা পাত্রেরদের এই কথা পসন্দ করিয়া কহিলেন তোমরা এক প্রকার ভাল করিয়াছিলা বটে কিন্তু আমি কন্যাকে দেখিয়া অস্থির হইয়াছি। রাজসমভিব্যাহৃত লোকেরা রাজাকে কহিলেক মহারাজ সে স্ত্রীকে প্রথম কোটালের স্থানে চাহ যদি সে না দেয় তবে বলের দ্বারা লইবেন। রাজা উত্তর করিলেন যে আমি রাজা এমত কার্য্য আমার করা উচিত নহে কেননা এ অতি অবিচার আর দৌরাত্ম্য প্রজাকে ও ভৃত্যকে পীড়া দেয়া রাজধর্ম্ম নহে পরে রাজা সেই স্ত্রীর কারন ভাবিয়া২ কএক দিবসের

মধ্যে পীড়িত হইয়া যথোচিত কষ্ট পাইয়া প্রান পরিত্যাগ করিলেন।—

তোতা এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী আমার পরামর্শ নহে যে তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাক অতএব এক্ষনে তুমি উঠিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ কর যদি সাক্ষাৎ না কর তবে তুমি রাজার ন্যায় পীড়াতে কষ্ট পাইবা পরে খোজেস্তা গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এ জন্যে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না।—

২৭ সপ্তবিংশতি ইতিহাস।—

এক রাজা এক সুস্তিকুকে সেনাপতি কর্ম্মেতে চাকর রাখিয়াছিলেন শেষে তাহাহইতে যুদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইল না। তাহার কথা।—

যে কালীন দিবাকর পশ্চিমদিগে গমন করিল সেই কালীন যোজেস্তা নেত্রতলে পরিপূর্ণিতা এবং সমুহ দুঃখিতচিত্তা হইয়া তেঁতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন যে এক জন আরব্বী ব্যক্তি এক ভাগ্যবানের নিকট যাইয়া কহিলেন যে আমি মক্কা যাইব। ইহা শুনিয়া সেই ধনবান ওত্তর করিলেক যে শুন আরব্বী যে জনের কিছু মুদ্রার সঙ্গতি নাই তাহার মক্কা যাওয়া ওচিত নহে কেননা ঈশ্বর এমত গরিব লোক কে কখন মক্কায় যাইতে দেন না। আরব্বী কহিলেক যে ইহার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে আমি

তোমার স্থানে আসি নাই   কেবল কিছু মুদ্রা যাচঞা করিতে আসিয়াছি।   ও তোতা তদ্রূপ আমিও কিছু তোমার স্থানে উপন্যাস আর নীতি বাক্য শ্রবন করিতে আসি নাই   কেবল বিদায় চাহিতে আসিয়াছি। পরে তোতা উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী আমার কথায় তুমি চিত্তে ক্ষোভিতা হইও না   কেননা পৃথিবীর মধ্যে তুমি বুদ্ধিমতী এ কারন তোমাকে ইতিহাস শুনাই   যে তোমার উপকার হইবেক   কেননা জ্ঞানের কথা শুনাইলে জ্ঞানিরদের কার্য্যের উপকার হয়। পরে খোজেস্তা তোতাকে কহিলেন   তবে এমত জ্ঞান বাক্য শুনাও   যে তাহাতে শীঘ্র আমার কার্য্যের উপকার হয়   অদ্যরাত্রে বড় অন্ধকার হইয়াছে এ নিমিত্তে একাকিনী যাইতে শঙ্কা করিতেছি ইচ্ছা করি আমি এক জন দাসকে সঙ্গে লইয়া যাই। তোতা উত্তর করিলেক   যে দাসেরা বড় তুচ্ছ লোক   তাহারদের হইতে এ সব গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবেক   কদাচ গোপনে থাকিবেক না।

অতএব দাসকে সঙ্গে লওয়া ওচিত নহে কেননা বুদ্ধিমানেরা নীচ লোকেরদিগকে প্রত্যয় করেন না। তাহার কারণ এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি ওত্তম কর্ম্ম করিতে পারে না। যেমত এক শৌণ্ডিককে রাজা প্রত্যয় করিয়া কোন বড় কার্য্য করিতে ভার দিয়াছিলেন সেই শৌণ্ডিক ভয় পাইয়া সে কার্য্য না করিয়া আপনার অক্ষমতা ও তুচ্ছত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ও তোতা সে কথা কিরূপ তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক দিবস এক শৌণ্ডিক মদিরা পানেতে মত্ত হইয়া কুজা আর বোতলের ওপর পড়িয়া তাহার গাত্রে স্থানে২ ক্ষত হইয়াছিল কিছু দিবসের পর সে সকল ক্ষত শুষ্ক হইয়া ভাল হইল কিন্তু সকল গাত্রে তলোয়ারের চোটের ন্যায় চিহ্ন থাকিল। অকস্মাৎ সেই শৌণ্ডিকের দেশেতে বড় দুর্ভিক্ষ্য হইল একারণ শৌণ্ডিক চাকরির

অন্যে বিদেশ গমন করিয়া এক নগরমধ্যে পঁহু
ছিয়া সেই নগরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ
করিলেক রাজা তাহার গাত্রেতে তলোয়ারের
চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিলেন যে এ ব্যক্তি বড়
বীর হইবেক কেননা অস্ত্রাদির চিহ্ন সকল গাত্রে
আছে রাজা ইহাই বিবেচনা করিয়া সেই
শৌণ্ডিককে চাকর রাখিয়া মর্য্যাদাবান করিলেন।
কএক দিবসের পর রাজার অকস্মাৎ এক রিপু
উপস্থিত হইল তখন রাজা সেই শৌণ্ডিককে সকল
সৈন্যের সেনাপতি কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত করিয়া আপন
শত্রুর সহিত যুদ্ধার্থে পাঠাইতে চাহিলেন শৌণ্ডিক
সমরের কথা শুনিয়া অতিভীত হইয়া রাজার
অগ্রে নিবেদন করিলেক মহারাজ আমি জাতিতে
শৌণ্ডিক আমাহইতে কখন যুদ্ধ কর্ম্ম নিষ্পন্ন
হইবেক না এবং আমিও যুদ্ধ জানি না রাজা
ইহাই শুনিয়া হাস্য করিয়া অন্তঃকরনে বিবেচনা
করিলেন যে আমি কুক্কুরকে সিংহের কর্ম্মেতে
নিযুক্ত করিয়াছিলাম এ আমার বড় লজ্জার বিষয়

ইহাই ভাবিয়া আর এক জন উপযুক্ত মনুষ্যকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধের জন্যে প্রেরণ করিলেন।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী দাসসাঙ্গ করিয়া যাইও না বরঞ্চ একাকিনী যাও। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া একাকিনী যাইতে উদ্যত হইলেন এই সময় কুক্কুট রব করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।—

২৮ অষ্টাবিংশতি ইতিহাস।—

এক ব্যাঘ্র দয়া করিয়া এক শৃগালবৎসকে আপন বচ্চেরদের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা পুরুষের ন্যায় বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া প্রিয়তমের নিকট গমনের অনুমতি চাহিতে তোতার নিকটে গেলেন। তেঁতো খোজেস্তাকে পুরুষের বেশ দেখিয়া বিস্তর হাস্য করিয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেক ও কর্ত্রী অদ্য বড় অন্ধকার রজনী তুমি প্রিয়তমের নিকটে যাইবার কারণ পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া একাকিনী আসিয়াছ কিন্তু ভৃত্য সঙ্গে আন নাই ভাল করিয়াছ অদ্য আমার পূর্ব্বের বন্ধু এক তোতা উড়িয়া যাইতেছিলেন আমাকে পিঞ্জরে দেখিয়া পিঞ্জরের নিকটে আসিয়াছিলেন তিনি বাক্যের প্রসঙ্গেতে এক

ইতিহাস কহিলেন যে যত কল্য এক বাক্য আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম যে ক্ষুদ্র সাহসী আর তুচ্ছ ব্যক্তি হইতে বড় কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না সেই রূপ এক বাক্য তাহার স্থানে শুনিলাম যোতেস্তা কহিলেন সে কথা কিপ্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক বনে এক ব্যাঘ্র আর এক ব্যাঘ্রী এই দুই ব্যক্তি দুই বৎসের সহিত থাকিত এক দিবস ব্যাঘ্র সেই বনের পার্শ্বে মৃগয়ার্থে বহু ভ্রমণ করিয়া কিছু না পাইয়া বহু শ্রমযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সে স্থানে আসিতেছিল ইতিমধ্যে এক দিবসের এক শৃগাল বৎস সেই পথের মধ্যে পড়িয়াছিল তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্র লইয়া আপন স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেক অদ্য এই বৎস আমি পাইয়াছি কিন্তু ইহাকে ভক্ষণ করিতে দয়া হয় বরঞ্চ দুই এক দিবস অনাহারে থাকিব তথাচ এমন বৎসকে আহার করিতে পারিব না কিন্তু তুমি উপবাসী থাকিতে পারিবে না ইহাকে যদি ভক্ষণ কর তবে

আমার গোচরে এই বত্মকে ভোজন করিও না। ব্যাঘ্রী ইহাই শুনিয়া কহিলেক তুমি পুরুষ তোমারদের অন্তঃকরন বড় কঠিন তাহাতে তোমার দয়া জন্মিল স্ত্রী জাতির অন্তঃকরন বড় কোমল আমিও স্ত্রী কি প্রকারে এই বত্মকে আহার করিব যদি তুমি আজ্ঞা কর তবে এই বত্মকে পালন করি যে প্রকার উহার মাতা পালন করিত ব্যাঘ্র কহিলে ভাল পরে ব্যাঘ্রী আপন বত্মেরদের সহিত তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। দুই তিন মাস পরে ব্যাঘ্রের দুই বত্ম এবং শৃগাল বত্ম এই তিন বত্ম বড় হইল কিন্তু ব্যাঘ্র বত্মেরা ঐ শৃগাল বত্মকে আপনারদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া একত্র খেলা করিত এক দিবস সেই তিন বত্ম মৃগয়া করিতে গমন করিয়া এক হস্তীকে দেখিয়া ব্যাঘ্রের দুই বৎস হস্তিরদিগে দৌড়াইল শৃগাল ক্ষুদ্র পশু হস্তীকে দেখিয়া পলায়ন করিয়া এক তরুর গহ্বরে গোপন হইল যখন ব্যাঘ্র বত্মরা দেখিলেক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পলাইয়াছেন তখন তাহারা

বাটীরদিগে গমন করিয়া এক দণ্ড পরে বাটী পঁহুছিয়া আপন মাতাকে আপনারদের সমস্ত কথা গোচর করিলেক। ব্যাঘ্রী শুনিয়া কহিলেক যে তোমরা ব্যাঘ্র বত্স সে শৃগালপুত্র কি প্রকার তোমারদের ন্যায় সাহস করিয়া হস্তির সহিত যুদ্ধ করিবেক। ও পুত্রেরা শুন যে জন বড় তাহার বড় সাহস সেই উত্তম কর্ম্ম করিতে চাহে যে ক্ষুদ্র তাহার অল্প সাহস সে কদাচিত বড় কার্য্য করিতে পারে না এবং বৃহৎ ব্যাপার করিতেও উদ্যত হয় না।—

তোতা এই ইতিহাস শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী এখন তুমি উঠিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট যাও। খোজেস্তা গমন করিতে উদ্যত হইলেন এই কালীন কুক্কুট ডাকিতে লাগিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।—

২৯ ঊনত্রিংশৎ ইতিহাস।—

এক প্রবীন লোকের পুত্র তিনি আপন জায়ার আস্তিনের মধ্যে সর্পকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার কথা।—

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে গেল আর চন্দ্র পূর্ব্বদিগহইতে বাহির হইল তখন খোজেস্তা দুঃখান্বিতা হইয়া তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন যে প্রেমানলে আমার মনোদাহ হইতেছে অদ্য রাত্রিতে যে প্রকারে আমি বন্ধুর নিকটে শীঘ্র যাইতে পারি তাহা কর। তোতা খোজেস্তাকে বড় ব্যস্তা দেখিয়া ভীত হইয়া কহিলেক ও কর্ত্রী শুন আমি ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি শীঘ্র তোমার বন্ধুর সন্নিধানে পঁহুছ এবং প্রত্যহ রজনীতে তোমাকে বিদায় দিই কিন্তু তুমি বিলম্ব করিয়া যাইতে পার না অদ্য আপন প্রিয়তমের নিকটে শীঘ্র প্রস্থান কর

কিন্তু শত্রুকে তুমি প্রত্যয় করিও না যদি প্রত্যয় কর তবে যেমত সর্পহইতে এক প্রবীন লোকের পুত্রের দশাহইয়াছিল সেই প্রকার দশা তোমার ও হইবেক। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার উপাখ্যান কিরূপ তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক প্রবীন লোকের পুত্র এক দিবস মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন অকস্মাৎ এক সর্প যাইয়া সেই বড় মনুষ্যের সন্তানের অগ্রে উপস্থিত হইয়া কহিলেক ও বড় মনুষ্যের পুত্র আমার এক শত্রু যষ্টি হস্তে লইয়া আমাকে নষ্ট করিতে আমার পশ্চাৎ২ আসিতেছে অতএব তুমি আশ্রয় দিয়া আমাকে রক্ষা কর। ইহাই শুনিয়া আমির পুত্র সেই নাগকে অনুকুল হইয়া আপন জামার আস্তিনেতে স্থান দিলেন সর্পও সেই আস্তিনমধ্যে গোপন হইল এক দণ্ড পরে এক ব্যক্তি লাঠি লইয়া সেই স্থানে পঁহুছিয়া সেই উত্তম

লোকের পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেক এক কৃষ্ণবর্ণ সর্প আমার অগ্রে পলাইয়া আসিয়াছে তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি না? আমির নন্দন কহিলেন আমি সর্প দেখি নাই। পরে সেই ব্যক্তি সেই স্থানের আশপাশ দৃষ্টি করিয়া সর্পের অন্বেষণ না পাইয়া বাহুড়িয়া বাটী গেল তৎপরে আমির পুত্র কহিলেন ও সর্প তোমার বৈরি বাটীগমন করিয়াছে তুমি এখন বাহির হও। ভুজঙ্গ ইহা শুনিয়া কহিলেক ও আমির পুত্র প্রথম তোমাকে দন্তাঘাতে নষ্ট করিব তবে আমি বাহির হইয়া যাইব। ইহা শুনিয়া আমির পুত্র কহিলেন ও সর্প আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি তুমি আমাকে নষ্ট করিবা এ কোনমতে ভাল নহে। সর্প উত্তর করিলেক তুমি বড় মূর্খ ও নির্ব্বোধ ইহা জান না আমি সর্প খল জাতি যখন তুমি আমাকে স্থান দিয়াছ তখন আপনার মন্দ করিয়াছ জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যাহারদের উপকার বোধ নাই তাহারদের উপকার করা অতি অকর্ত্তব্য এবং

অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম। আমিরপুত্র ইহাই শুবন করিয়া মনে ভয় পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন এখন কিপ্রকার ইহার হস্তহইতে রক্ষা পাই। পরে আমিরপুত্র সর্পকে চাতুরির দ্বারা কহিলেন ও সর্প শুন আর এক সর্প আসিতেছে তুমি বাহির হইয়া আমার সঙ্গে আইস তাহাকে এই সব কথা দুই জনে জ্ঞাত করাই সে তোমার জাতি কিন্তু সে যদি বলে যে ইহাকে দংশন করা ওচিত হয় তবে তোমার স্বেচ্ছা যাহা হয় তৎক্ষনাৎ তুমি তাহাই করিও। সর্প ইহাই শুনিয়া জামার আস্তিনহইতে মুখ বাহির করিয়া অন্য ভুজঙ্গকে দেখিতে লাগিল ইত্যবসরে আমিরের পুত্র এক বড় প্রস্তর হস্তে লইয়া ঐ দুষ্ট সর্পের মস্তকে সেই প্রস্তরাঘাত করিলেন সেই প্রস্তরাঘাতে সর্প প্রাণ ত্যাগ করিল এবং আমির নন্দন রক্ষা পাইলেন।—

খোজেস্তা এই ইতিহাস শুনিয়া তোতাকে কহিলেন ও তোতা তোমার নীতি বাক্য আমি

গ্রাহ্য করিলাম এখন তুমিও আমার এক বাক্য গ্রহন কর। তোতা ওত্তর করিলেক ও কর্ত্রী তুমি যাহা আজ্ঞা করিবা তাহাই করিব। ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন যে তুমি তুষ্ট হইয়া প্রিয়তমের নিকটে আমাকে শীঘ্র বিদায় দেও। তোতা কহিলেক ও কর্ত্রী তুমি ওঠ আর বিলম্ব করিও না আমার এই ইচ্ছা যে তুমি তোমার প্রিয় তমের নিকট শীঘ্র পঁহুছ। পরে খোজেস্তা ওঠিয়া গমন করিতে ওদ্যত হইলেন এই সময় কুক্কুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল এ কারন খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।—

৩০ ত্রিংশৎ ইতিহাস।—

এক সিপাই আর এক স্বর্নকার অর্থের কারণ নষ্ট হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে সন্ধ্যাকাল হইল তখন খোজেস্তা অন্ন ব্যঞ্জন মৎস্য মাংস এবং নানা জাতীয় উত্তম২ ফলাদি ভোজন করিয়া গাত্র এবং চিকুর পরিষ্কার করিয়া নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য গাত্রে লেপন করিয়া এবং নয়নে কজ্জল প্রদান করিয়া অতি উত্তমবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং নানাপ্রকার রত্নাভরণেতে ভূষিতা হইয়া আপন প্রিয়তমের নিকটে গমনের বিদায় লইতে তোতার সমীপে যাইয়া কহিলেন ও আমার মনোজ্ঞ আমাকে অনুমতি দেহ তবে আমি সখা সমীপে যাই এবং তাঁহার সহিত মিলন করি। তোতা

ইহাই শুনিয়া উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী এ অতিভাল কথা তুমি শীঘ্র গমন কর কিন্তু আমার এই কথা মনে রাখিবেন আপনার গুপ্ত কথা কাহাকেও কহিবেন না যদি কহেন তবে যেমত স্বর্ণকার আপনার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া মরিল তেমত তোমারেও ঘটিবে। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন ও তোতা স্বর্ণকার কিরূপ মরিল তাহার বৃত্তান্ত কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া সেই কথা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক সিপাই এক ধনবান স্বর্ণকারের সহিত বন্ধুতা করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার যথেষ্ঠ ভরসা রাখিত এবং যথেষ্ঠ প্রত্যয় করিত আপন কোন বিষয়ের কথা তাহাকে গোপন করিত না। এক দিবস সিপাই নগর ভ্রমন করিতে যাইতে ছিল অকস্মাৎ পথমধ্যে দেখিলেক যে একটা থলি পড়িয়া রহিয়াছে সিপাই সেই থলি হস্তে করিয়া তাহার মুখ খুলি য়া দেখিলেক যে অনেক স্বর্ণ মুদ্রা আছে পরে

তাহাই দেখিয়া অতিহৃষ্ট হইয়া থলিহইতে সার্দ্ধ দ্বিশত স্বর্ণমুদ্রা গণন করিয়া পুনর্ব্বার সেই থলির মধ্যে রাখিয়া থলি বদ্ধ করিলেক পরে সেই থলি সুদ্ধা আপনার বন্ধু স্বর্ণকারের নিকট গমন করিয়া কহিলেক ও বন্ধু এখন আমার প্রাক্তন ভাল হইয়াছে বিনা শ্রমেতে এত স্বর্ণমুদ্রা পথমধ্যে পড়িয়া পাইলাম কিন্তু আমার স্থানাভাব অতএব তোমার গৃহমধ্যে রাখ এই কথা বলিয়া সিপাই স্বর্ণমুদ্রা সুদ্ধা সেই থলি স্বর্ণকারের নিকট গচ্ছিত করিলেক। কএক দিবসের পর সিপাই স্বর্ণকারের স্থানে সেই স্বর্ণমুদ্রা চাহিলেক। স্বর্ণকার স্বর্ণমুদ্রা না দিয়া তাহকে কহিলেক ও সিপাই এতকাল তোমাকে বন্ধুজ্ঞান করিয়াছিলাম কিন্তু এখন বুঝিলাম যে তুমি আমার শত্রু কেননা আমাকে ধনবান দেখিয়াছ এই হেতু মিথ্যা স্বর্ণমুদ্রার দাওয়া আমার ওপর করিতেছ তুমি কোন কালে আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলা ? এ বড় মন্দ কথা

যে আমার নিকট স্বর্নমুদ্রা চাহ যদি কোন ব্যক্তি শুনে তবে সত্য কহিবেক। সিপাই ইহাই শুনিয়া অনুপায় হইয়া কাজীর নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেক পরে কাজী সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সিপাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও সিপাই তোমার কেহ সাক্ষী আছে সিপাই বলিলেক আমার যদি সাক্ষী থাকিত তবে সে কখন মিথ্যা কথা কহিতে পারিত না। পরে কাজী মনে বিচার করিলেন স্বর্নকার জাতি বড় বিশ্বাসঘাতক ও অধার্ম্মিক এবং চোর এ সিপায়ের স্থাপিত ধন স্বর্নকার অবশ্য হরন করিয়া থাকিবেক স্বর্নকারের এ ক্রিয়া বড় আশ্চার্য্য নহে। কাজী এই বিবেচনা করিয়া সেই স্বর্নকার আর তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিয়া এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারাও একান্ত মানিলেক না যে সিপায়ের স্বর্নমুদ্রা জানি। কাজী স্বর্নকারকে কহিলেন ও স্বর্নকার আমি বিলক্ষন জানিছি তুমি সিপায়ের স্বর্নমুদ্রা লইয়াছ কেন

কবুল কর না শুন যদি তুমি সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা না দেও তবে কল্য প্রাতে তোমার মস্তক ছেদন করিব। এই কথা কহিয়া কাজী আপন বাটীর মধ্যে গিয়া এক সিন্দুকের মধ্যে দুই জন মনুষ্য বসাইয়া সিন্দুকের মুখ বন্ধ করিয়া এক কুটরির মধ্যে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া পুনর্ব্বার সেই স্বর্ণকারকে কহিলেন ও স্বর্ণকার যদি এখনও সিপায়ের মুদ্রা দেহ তবে ভাল হয় কিন্তু অদ্য যদি না দেহ তবে তোমারদের দুইজনকে কল্য নষ্ট করিব। ইহাই বলিয়া সেই স্বর্ণকার ও তাহার স্ত্রী এই দুইজনকে যে গৃহে সিন্দুক রাখিয়া ছিলেন সেই গৃহে তাহারদের আটক করিতে আজ্ঞা দিলেন দূতেরাও তাহারদের দুইজনকে সেই গৃহে আটক করিলেক পরে অর্দ্ধরাত্রের সময় স্বর্ণকারের স্ত্রী স্বর্ণকারকে কহিলেক ও নাথ যদি তুমি সিপায়ের স্বর্ণমুদ্রা লইয়া থাক তবে তাহা আমাকে বল এবং কোথায় রাখিয়াছ

তাহাও কহ। স্বর্নকার কহিলেক আমি স্বর্নমুদ্রা লইয়াছি সত্য বটে এবং ফলনা স্থানে ভুমির মধ্যে রাখিয়াছি। এই কথোপকথনের পর যখন রাত্রি প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইল তখন কাজী বিচার করিতে বসিয়া স্বর্নকার আর স্বর্নকারের স্ত্রীকে আপন সাক্ষাতে ডাকাইলেন তাহারপর সিন্দুক আনাইয়া তাহাহইতে সেই দুই জনকে বাহির করিয়া জিজ্ঞাসিলেন যে স্বর্নকার রাত্রিতে আপন পত্নীকে কি কহিয়াছিল তাহা কহ?। তারপর সেই দুইজন যে কিছু কথোপকথন শুনিয়াছিল সে সকল কাজীকে কহিলেক কাজী আপন লোক স্বর্নকারের বাটীতে পাঠাইয়া যে স্থানে সেই থলিসুদ্ধা স্বর্নমুদ্রা পোঁতাছিল সেই স্থানহইতে থলিসুদ্ধা স্বর্নমুদ্রা আনাইয়া সিপাইকে দিয়া স্বর্নকারকে শূলিতে বসাইয়া নষ্ট করিলেন।

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী যদি স্বর্নকার এ কথা আপন স্ত্রীকে না কহিত তবে প্রকাশ হইত না

এবং স্বর্ণকারও মরিত না। এই কারন তোমা কে নিবেদন করিলাম যে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিও না এখন তুমি আপন প্রিয়তমের নিকটে গমন কর। তখন খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইতে ছিলেন এই সময় কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল একারন খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।

৩১ একত্রিংশৎ ইতিহাস।

এক সয়দাগার আর এক নাপিত এই দুই জন কতক ব্রাহ্মনকে যষ্ঠিদ্বারা প্রহার করিয়াছিল তাহার কথা।

যখন সূর্য্যাস্তে তারাগনের সহিত চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা জরির সাটী বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন ও তোতা আমি অদ্য অর্দ্ধরাত্রের সময় বন্ধুর সমীপে যাইতে চাহি অতএব এই সময় যে ইতিহাস থাকে তাহা কহ। তোতা ইহাই শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক।

এক সহরে এক ধনবান সয়দাগার ছিল, কিন্তু তাহার সন্তান ছিল না একারন সয়দাগার এক দিবস অন্তঃকরনে স্থির করিলেন যে পৃথিবীতে আসিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি কিন্তু আমার সন্তান নাই আমার মৃত্যু হইলে পর এই

ধন কে ভোগ করিবেক? অতএব এই সকল ধন ফকির আর গরিব ও অনাথেরদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। সয়দাগার ইহাই পরামর্শ স্থির করিয়া আপনি সমস্ত ধন দান করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন নিদ্রা বস্থাতে এক স্বপ্ন দেখিলেন যে এক ব্যক্তি কহিতেছে ও ধনী আমি তোমার প্রাক্তন তুমি তদা সমস্ত ধন ফকিরেরদিগকে দিয়াছ তোমার সংসারের খরচ কি প্রকার চলিবেক? ইহা ভাবিয়া কিছুই রাখ নাই এই হেতু আমি তোমাকে এক পরামর্শ কহিতে আসিয়াছি কল্য আমি বিপ্রমুর্ত্তি ধারন করিয়া তোমার নিকট যখন আসিব তখন তুমি আমার মস্তকে যষ্ঠা ঘাত করিবা আমিও সেই যষ্ঠ্যাঘাতে ভুমে পড়িয়া প্রান ত্যাগ করিবামাত্র আমার শরীর স্বর্ন হইবেক সেই কালে তুমি আমার শরীর ছেদন করিয়া স্বর্ন লইবা তাহারপর যেমত আমার অবয়ব সেইরূপ হইবেক। দ্বিতীয় দিবসে এক নাপিত সয়দাগরকে কামাইতে ছিল এই কালে

সেই প্রাক্তনের প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ পঁহুছিল পরে সয়দাগার গাত্রোত্থান করিয়া কএক বার তাহার মস্তকে যষ্ঠ্যাঘাত করিলেন ব্রাহ্মণ সেই যষ্ঠ্যাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া মর্ন হইল। নাপিত দেখিলেক একারণ সয়দাগার তাহাকে কএক মুদ্রা দিয়া নিষেধ করিলেক যে তুমি এ কথা কাহাকে কহিও না। নাপিত ইহাই দেখিয়া জ্ঞান করিলেক যে ব্রাহ্মণকে যষ্ঠ্যাঘাত করিলেই মর্ন পায়। নাপিত ইহাই ভাবিয়া আপন গৃহে পঁহুছিয়া কএক বিপ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে আনিয়া তাহারদের শীরেতে এমত এক যষ্ঠ্যাঘাত করিলেক যে তাহারদের মস্তক চূর্ন হইয়া রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল তাহারাও যষ্ঠ্যাঘাত হইবামাত্র চিৎকার শব্দ আরম্ভ করিলেক সেই শব্দ শুনিয়া বিস্তর লোক একত্র হইয়া নাপিতকে সেই দেশের বিচারকর্ত্তার নিকটে লইয়া গেল। বিচারকর্ত্তা নাপিতকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি জন্যে বিপ্রেরদিগকে যষ্ঠ্যাঘাত করিয়াছ?

নাপিত ওত্তর করিলেক যে আমি এক সয়দাগরের বাটীতে গিয়াছিলাম সেই সয়দাগরের নিকট এক ব্রাহ্মন আসিয়াছিল পর সয়দাগর সেই ব্রাহ্মনকে কএকবার যষ্ঠ্যাঘাত করিলেক তাহাতেই সেই ব্রাহ্মনের প্রান ত্যাগ হইল এবং তাহার শরীর স্বর্ন হইল ইহা দেখিয়া মনে বিবেচনা করিলাম যদি আমি ব্রাহ্মনেরদিগে বড় যষ্ঠ্যাঘাত করি তবে আমি অধিক স্বর্ন পাইব ইহাই স্থির করিয়া ব্রাহ্মনেরদিগকে মারিয়াছি কিন্তু তাহারদের মধ্যে কেহ স্বর্ন হইল না কেবল কলহ ওপস্থিত হইল। বিচারকর্ত্তা ইহা শুনিয়া সেই সয়দাগরকে ডাকাইয়া কহিলেন ও সয়দাগর শুন এই নাপিত কি কথা কহিতেছে? সয়দাগর ওত্তর করিলেন এই নাপিত আমার চাকর ছিল কএক দিবসাবধি ক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিচারকর্ত্তা সয়দাগরের কথায় প্রত্যয় করিয়া নাপিতকে ছোড়াইয়া দিলেন।—

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে

কহিলেক ও কর্ত্রী এখন আপন প্রিয়তমের নিকটে গমন করুন। পরে যোতেস্তা গাত্রোত্থান করিয়া গমন করিতে ওদ্যত হইলেন ইতিমধ্যে কুক্কুট রব করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারণ যোতেস্তার সে দিবস গমন হইল না।—

৩২ দ্বাত্রিংশৎ ইতিহাস।—

এক মণ্ডুক এক ভ্রমর \এক পক্ষী ইহারা এক হস্তীকে নষ্ট করিয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খো জেস্তা তোতার নিকট যাইয়া বিদায় চাহিলেন। তোতা ওত্তর করিলেক ও কর্ত্রী তুমি হৃষ্টা থাক কিছু সন্দেহ করিও না আমি চেষ্টা করিয়া তোমাকে তোমার প্রিয়তমের সহিত অবশ্য মিলন করাইব। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া কহিলেন ও তোতা তুমি আর আমি একচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি তথাচ কর্ম্ম সফল হইল না। আমার এমত মন্দ কপাল হইয়াছে যে তাহা কহিয়া সীমা করিতে পারি না। তোতা ইহাই শুনিয়া ওত্তর করিলেক ও কর্ত্রী তুমি কদাচ

ভাবিও না এ সহজ ব্যাপার যে সকল কর্ম্ম অতিকঠিন তাহাও অনেকে একত্র হইলে শীঘ্র সম্পন্ন হয় যেমত এক মণ্ডুক আর এক ভ্রমর এবং এক পক্ষী ইহারা ঐক্য হইয়া এক বৃহৎ হস্তীকে নষ্ট করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন ও তোতা সে কথা কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।

এক নগরের মধ্যে এক বৃক্ষ তাহার শাখা ছত্রের ন্যায় তাহার উপর এক ক্ষুদ্র পক্ষী অণ্ড রাখিয়াছিল। তারপর এক দিবস এক হস্তী সে স্থানে গমন করিয়া সেই বৃক্ষেতে আপন গাত্র ঘর্ষণ করিতে২ শরীরের বেগেতে বৃক্ষ লড়িয়া সেই সকল অণ্ড ভূমে পড়িয়া নষ্ট হইল পরে সেই ক্ষুদ্র পক্ষী মনোদুঃখেতে দুঃখিত হইয়া সেই তরুর শাখাতে শরীর আছাড়িয়া সর্ব্বদা রোদন করিত কিন্তু এক দিবস সেই ক্ষুদ্র পক্ষী মনে বিবেচনা করিলেক আমি মস্যার তুল্য হস্তির কি করিব পরে সেই পক্ষী হস্তীকে অভিশাপ দিয়া

মনে বিবেচনা করিলেক 'যে এই হস্তী আমার বড় শত্রু কোন ছল করিয়া ইহাকে দুর করিব কিন্তু ইহাকে দুর করা আমার সাধ্য নহে আমার এক দীর্ঘচঞ্চু পক্ষি বন্ধু আছে৲ তাহার নিকট গমন করি ইহাই স্থির করিয়া তাহার সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্তের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া কহিলেক ও বন্ধু এক হস্তী আমার দুঃখদায়ক হইয়াছে অতএব আমার এই দুঃসময় উপস্থিত তুমি আমার বন্ধু যদি তুমি কোন উপায় না কর তবে তোমার সহিত আমার কি প্রীতি বন্ধুতা করে কিছু পরকালের কারন নহে কিন্তু বন্ধু তাহারে বলি যে দুঃসময়ে উপকার করে। ইহাই শুনিয়া দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী উত্তর করিলেক এ বড় বিষম কর্ম্ম আমি একাকী হস্তীকে দূর করিতে কখন পারি না আমার এক বন্ধু ভ্রমর আছেন তিনি অতিসুবোধ এবং বিবেচক চল আমরা তাহার সহিত পরামর্শ করি। ইহা কহিয়া সেই দুই পক্ষী ভ্রমরের নিকট যাইয়া এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত

করাইলেক। ভ্রমর ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া কহিলেক এ কর্ম্ম আমার সাধ্য নহে চল আমার এক বন্ধু মণ্ডূক আছেন আমরা সকলে তাহার সমীপে যাইয়া পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয় তাহাই করিব। পরে তিন প্রাণী মণ্ডূকের নিকট পঁহুছিয়া তাহাকে ঐ সকল কথা জানাইল। ডিম্ব ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়া মণ্ডূক বিস্তর খেদ করিয়া কহিলেক তুমি কিছু ভাবনা করিও না নিরুদ্বেগে থাক অনেকে পরামর্শ করিয়া চেষ্টা করিলে অতি ওচ্চ পর্ব্বতকেও নীচ করিতে পারে। তাহার পর মণ্ডূক হস্তীকে সে স্থান ত্যাগ করাইবার কারণ মনোমধ্যে বিবেচনা স্থির করিয়া ভ্রমরকে কহিলেক যে তুমি হস্তির নিকট গমন করিয়া তাহার কর্ণে মধুর শব্দ কর যেন তাহা শুনিয়া সে মত্ত হয় তদনন্তর এই দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী আপন চোঁচের দ্বারা তাহার দুই লোচন ওতপাটন করিলে হস্তী পৃথিবীতে অন্ধ হইয়া ভ্রমণ করিবেক এই প্রকার কিছু কাল ভ্রমণ করিলে

হস্তী বড় ক্ষুধিত ও তৃষিত হইবেক যখন এই প্রকার হইবেক তখন তাহার অগ্রে আমি শব্দ করিতে২ যাইব হস্তী আমার শব্দ শুনিয়া মনে বিবেচনা করিবেক যে মণ্ডুক জল বিনা থাকে না ইহা ভাবিয়া আমার পশ্চাৎ২ যাইবেক আমি তাহাকে এমত স্থানে ক্ষেপন করিব যে সে স্থান হইতে কখন উঠিতে পারিবেক না এবং তাহার শব্দ কেহ শুনিতে পাইবেক না সে অনাহার থাকিয়া মরিবেক। এই পরামর্শ স্থির করিয়া তিন ব্যক্তি হস্তীকে ছলের দ্বারা নষ্ট করিয়াছিল।

তোতা এই ইতিহাস শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কত্রী ক্ষুদ্রজন্তুরা একযুক্তি হইয়া হস্তির প্রাণ লইয়াছিল। যদি তুমি আমি পরামর্শ করি তবে তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইতে পারিবেক কিন্তু এখন তুমি শীঘ্র বন্ধুর নিকট যাও আর বিলম্ব করিও না পরে খোজেস্তা যাইতে উদ্যত হইলেন এই সময় উষাকাল হইল এ জন্যে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না।

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ইতিহাস।—

গোফুরচিন নামে এক/রাজা স্বপ্নেতে রুমের রাজ্ঞীর ওপর আসক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা ভাবনা যুক্তা হইয়া তোতার সমীপে যাইয়া কহিলেন ও তোতা আমি পূর্ব্বে এ কথা তোমাকে শুনাইয়াছি কিন্তু এখনও কহি তুমি শুন এক জন পুরুষ জ্ঞানিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে প্রীতি কি বটে? তাহারা উত্তর দিলেক প্রীতি জীবন মৃত্যুর স্বরূপ দেখ যে লোক প্রেম করে সে জীবনে মৃত্যুর ন্যায় হয় এবং নির্লজ্জও হয় প্রীতের এই ফল একারণ আমি আর প্রীতি করিতে চাহি না। তোতা উত্তর দিলেক ও কর্ত্রী শুন কথাতে আর করাতে অনেক দূর যাহারা প্রীতি করে তাহারা কখন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া

থাকিতে পারে না এবং বন্ধু ব্যতিরেক কদাচ বাঁচিতে পারে না যদি স্ত্রী পুরুষ বিনা থাকিতে পারিত তবে রুমের রানী বহুকাল পুরুষের সহিত আলাপ ও বিবাহ না করিয়া শেষে কেন বিবাহ করিলেন? যদি তিনি ইহাতে তুষ্টা হই তেন তবে কখন বিবাহ করিতেন না। তুমি একান্ত রহিতে পারিবে না। ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন রানীর উপাখ্যান কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করি লেক।

ও কর্ত্রী শুন ফগফুর চিন রাজার এক পাত্র তিনি বড় জ্ঞানী এক দিবস রাজা নিদ্রাবস্থাতে রুমের রানীকে স্বপ্নে দেখিতেছিলেন এই সময় সে পাত্র দেশের কোন প্রয়োজনের পরাম র্শের কারন রাজাকে জাগাইলেন। ফগফুর রাজা জাগ্রত হইয়া ব্যস্ত হইয়া সে পাত্রকে ছেদন করিতে উদ্যত হইবামাত্র সে স্থানহইতে পাত্র পলাইয়া অন্য লোকের বাটীতে গেলেন।

রাজা ফগাফুর চিন ক্রোধেতে হস্ত ভূমে আঘাত করিয়া ক্ষিপ্তবৎ হইয়া আপন জামা চিরিয়া চিৎকার শব্দ করিলেন সেই শব্দ শুনিয়া সভাস্থ লোকেরা রাজাকে জিজ্ঞাসিলেক ও মহারাজ তোমার কি হইয়াছে তুমি কি কারন এমত শব্দ করিতেছ? রাজা কিছু স্থির হইয়া ওত্তর করিলেন আমি স্বপ্নে দেখিতে ছিলাম যে এক সুন্দরী স্ত্রী আমার হস্তচুম্বন করিতে ছিল আমি ও তাহার পাদানত হইতে ছিলাম এমত সুরুপা নারী আমি কখন দেখি নাই সেই সময় পাত্র আমার নিদ্রা ভঙ্গ করাইলেক তারপর আমি আর সে কন্যাকে দেখিতে পাইলাম না একারন আমি সর্ব্বদা সে স্ত্রীকে মনে করিতেছি এই কথা শুনিয়া ফগাফুর চিনের দ্বিতীয় পাত্র বড় চিত্রকর রাজার পুমুখাৎ যেমত শুনিলেক তদ্রূপ এক পট চিত্র করিয়া প্রধান পথে রাখিয়া আপনি সেই স্থানে সমস্ত দিবস থাকিয়া যেং বিদেশী ব্যক্তিরা আসিত তিনি তাহারদিগকে সেই পট দেখাইয়া

জিজ্ঞাসা করিতেন যে তোমরা এমত নারী কোন স্থানে দেখিয়া থাক কিম্বা শুনিয়া থাক তাহা কহ। এইরূপ সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেং কিছু কালের পর এক জন বহুদেশদর্শী সেই পাত্রের নিকট আইল পাত্র তাহাকে দেখিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তি তাহাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেক ও বহুদেশ দর্শী তুমি এই প্রকার স্ত্রী লোক কোন স্থানে দেখিয়াছ? সেই ব্যক্তি কহিলেক ও রাজপাত্র এই আকার কন্যা আমি দেখিয়াছি ইনি রুম দেশের রানী অথচ অবিবাহিতা। পাত্র ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক রানী কেন বিবাহ করেন নাই? ইহার কিছু বৃত্তান্ত তুমি জ্ঞাত আছ? সে ব্যক্তি কহিলেক ও রাজপাত্র তাহার কারন আমি সকলি জ্ঞাত আছি তোমাকেও কহি তুমি শুন। এক দিবস রুমের রানী আপন অট্টালিকার উপর বসিয়াছিলেন সেই অট্টালিকার নীচে এক উদ্দান ছিল তন্মধ্যে এক

বৃক্ষোপরে ময়ুর অণ্ড রাখিয়াছিল অকস্মাৎ ঐ ওদ্দানে অগ্নি লাগিয়া সকল তরু দগ্ধ হইয়া যখন সেই বৃক্ষের নিকটে অগ্নি পঁহুছিল তখন ময়ুর অগ্নির ওত্তাপ সহিতে না পারিয়া আপন স্ত্রী ও ডিম্ব ত্যাগ করিয়া কোন প্রকারে ওদ্দানের বাহির হইল ময়ুরী ডিম্বের মায়াতে স্থান ত্যাগ করিতে না পারিয়া সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইল। রাজ্ঞী ইহাই দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে পুরুষ বড় বিশ্বাসঘাতক ও নির্দ্দয় অতএব আমি নিয়ম করিলাম আর কখন পুরুষের নাম শুবন করিব না। এই প্রকার বহুকাল গত হইল তথাপি রাজ্ঞী আর পুরুষের নাম করেন না। পাত্র এই কথা শুনিয়া মগফুর চিনের সাক্ষাতে ওপস্থিত হইয়া কর যোড় করিয়া কহিলেক ও মহারাজ যে স্ত্রীর অবয়ব স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন আমি তাহার মূর্ত্তি এক পটে চিত্র করিয়া প্রত্যহ পথ মধ্যে রাখিয়া বসিয়া থাকিতাম যে সকল মনুষ্য অন্য দেশহইতে আসিত আমি তাহারদিগকে

এই মূর্ত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিতাম কিন্তু পূর্ব্ব দিবসাবধি কেহ কিছুই কহিতে পারে নাই অদ্য এক জন বিস্তর দেশ ভ্রমন করিয়া আমার নিকটে পঁহুছিল আমি তাহাকে ঐ পট দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এ পটের বৃত্তান্ত কহিতে পার? তাহাতে সেই ব্যক্তি কহিলেক আমি কহিতে পারি এই চিত্রপটে রুমের রাজ্ঞীর প্রতি মূর্ত্তি লেখা আছে। ফগফুর চিন ইহা শুনিয়া অত্যন্ত তুষ্ঠ হইয়া পাত্রকে কহিলেন ও পাত্র অদ্য কোন লোক রুম দেশে প্রেরন কর কেননা আমি সেই রানীকে চাহি। পাত্র কহিলেক ও মহা রাজ শুন রানী প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কখন পুরুষের সহিত আলাপ করিবেন না। ফগফুর চিন পুনর্ব্বার পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন রানী কি হেতু এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন? পাত্র যে প্রকার বহু দেশদর্শির প্রমুখাৎ ময়ূরীর কথা শুনিয়াছিল তাহাই বিস্তারিত করিয়া রাজাকে কহিল। পরে ফগফুর চিন বলিলেন তবে আমি কি করিব?

পাত্র কহিলেক যদ্যপি আপনি আজ্ঞা কর তবে আমি রুমদেশে যাইয়া তোমার প্রতিমূর্ত্তির পট তাহাকে দেখাই এবং আপনি যে রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহাও কহি এবং যে প্রকারে রাণী তোমার ওপর আসক্তা হন তাহাও করি। ফগফুর চিন ভাল বলিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিলেন। কিছু কালের পর পাত্র রুম দেশে পঁহুছিয়া আপনি চিত্র করিতে জানেন এই কথা কোন লোকের দ্বারা সেই সহরে ঘোষণা করাইলেন। দুই এক দিনের পর রাণী শুনিয়া পাত্রকে কহিলেন ও পাত্র এই সহরে এক ওত্তম চিত্রকর আসিয়াছে অতএব তুমি তাহাকে শীঘ্র আমার নিকটে আনহ। পাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া লোক দ্বারা চিত্রকরকে আনাইয়া কহিলেন ও চিত্রকর তুমি যে২ প্রকার চিত্র করিতে জান সেই সকল চিত্র রাণীর অট্টালিকার মধ্যে কর। পরে চিত্রকর অট্টালিকার মধ্যে ফগফুর চিনের প্রতিমূর্ত্তি আর২ জন্তুরদের প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করি

লেক। রানী ফগফুর চিনের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও চিত্রকর এই প্রতিমূর্ত্তি কোন ব্যক্তির? চিত্রকর কহিলেক এই প্রতিমূর্ত্তি ফগফুর চিনের এবং তাঁহার গৃহে যে হরিন হরিনী আছে তাহারদেরও প্রতিমূর্ত্তি আমি লিখিয়াছি কিন্তু ফগফুর চিন স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করেন না। রানী ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও চিত্রকর তাহার কারন কি?। তাহা কহ চিত্রকর ইহাই শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক। এক দিবস ফগফুর চিন অট্টালিকার ওপর বসিয়াছিলেন সেই অট্টালিকার নীচে এক হরনী প্রসব হইয়াছিল অকস্মাৎ সেই স্থানে নদী হইতে জোয়ার আসিয়া পঁহুছিল হরনী সেই জলের বেগ ধারন করিতে না পারিয়া বৎসকে ত্যাগ করিয়া পলাইল কিন্তু হরিন মমতা প্রযুক্ত বৎসের নিকট থাকিয়া বৎসের সহিত ডুবিয়া মরিল। রাজা সেই হরিনীকে মমতা হীনা দেখিয়া সেই অবধি স্ত্রীলোকের নাম করেন না। রানী

ইহাই শুনিয়া ফগাফুর চিনের কথা আর আপনার কথা ঐক্য করিয়া কহিলেন ও চিত্রকর তুমি যে মত রাজার কথা আমাকে কহিলে সে সত্য বটে কি না তাহা আমি জানি না কিন্তু আমি পুরুষ কে নির্ম্মায়িক দেখিয়া পুরুষের নাম লওয়া ত্যাগ করিয়াছি রাজাও হরিণীকে নির্দ্দয়া দেখিয়া স্ত্রী লোকের নাম করেন না অতএব যদি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হয় তবে বড় ওত্তম হয়। পরে রাণী ফগাফুর চিনের নিকট বিবাহের বার্ত্তা ভদ্রের দ্বারা প্রেরণ করিলেন যে আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহি তিনি সম্মত হইয়া আমাকে শীঘ্র বিবাহ করুন।—

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কর্ত্রী তুমি বলিতেছ বটে আমি প্রীতি ত্যাগ করি কিন্তু পারিবা না কেননা এমত সকল বাক্যের যদি দ্বাঢ্য থাকিত তবে কদাচিত কর্ম্মের রাণী ফগাফুর চিনকে বিবাহ করিতেন না ও কর্ত্রী ওঠ শীঘ্র আপন প্রিয়তমের সমীপে যাও।

যোজেস্তা ইহাই শুনিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন ইত্যিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল একারন যোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।

৩৪ চতুস্ত্রিংশৎ ইতিহাস।—

এক গর্দ্দভ আর এক মৃগ এই দুই প্রাণী বন্ধন মুক্ত হইয়াছিল তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন ও তোতা তুমি আমার মনের কথা শুন। আবদুল আজীজ বলিয়া এক রাজা ছিলেন তিনি আপন বয়ঃক্রমের মধ্যে দিবা কিম্বা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন না একারন সকলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেক ও মহারাজ তুমি কেন নিদ্রা যাও না?। মহারাজা আবদুল আজীজ কহিলেন যদি রাত্রে শয়ন করি তবে পূজা অর্চ্চনা হয় না এবং যদি দিবাতে শয়ন করি তবে পূজা নষ্ট হয় এজন্যে নিদ্রার সময় নিরূপণ করিতে পারি না। ইহাই কহিয়া খোজেস্তা

কহিলেন ও তোতা আমি এই ভয় করিতেছি যদি প্রিয়তমের আজ্ঞাকারিণী থাকি তবে স্বামী ত্যাগ করিবেন যদি স্বামির বশীভূতা থাকি তবে বন্ধু দুঃখিত হইবে। দুই জনের মন রাখা বড় ভার অতএব বিবেচনা করিয়াছি যে ইহারদের প্রতি মন না রাখিয়া পরমেশ্বরকে ভাবিতে বাঞ্ছা করি। তোতা ইহাই শুনিয়া উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী পরমেশ্বরকে ধ্যান করা সকলহইতে উত্তম বটে কিন্তু যে কালের যে কর্ম্ম সেই কালে তাহা করিলে ভাল হয় অতএব এক্ষণে তোমার ঈশ্বরকে ভাবিবার সময় নহে কেননা যেমত এক গর্দ্দভ আহ্লাদে গীত গাইয়া শেষে বন্ধনপ্রাপ্ত হইল পাছে সেই রূপ তোমার হয়। ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই খর কি প্রকার বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা কহ তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

এক গর্দ্দভ আর এক মৃগেতে অত্যন্ত প্রণয়ছিল

একারন সর্ব্বদা একত্র ভ্রমন করিত ও এক স্থানে থাকিত কতক দিবসের পর বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে এক রাত্রিতে খর ও হরিন এই দুই পশুতে আহারার্থে এক উদ্যানের মধ্যে গমন করিয়া গর্দ্দভ আহ্লাদিত হইয়া হরিনকে কহিলেক ও হে হরিন এ বড় সুসময় কেননা পুষ্প সকল বিকসিত হইয়াছে এবং মন্দং সমীরন বহিতেছে তাহাতে কস্তুরীর সৌরভ আসিয়া দিক সকল আমোদিত করিতেছে এখন গান করাতে মনের বড় তুষ্টি হয় এই হেতু আমি গীত গাইতে চাহি। হরিন ইহাই শুনিয়া হাস্য করিয়া গর্দ্দভকে কহিলেক ও হে গর্দ্দভ তুমি গীতের কি জানহ তোমার গান শুনিয়া কেবল রক্ষক ভাল বলিবেক আর কোন ব্যক্তিরা তোমার গান শুনিয়া হাস্য করিবেক অতএব তোমার গীতেতে কোন প্রয়োজন নাহি তুমি আমি চোরের ন্যায় এই উদ্যানে আসিয়াছি যদি তুমি আপন গুন প্রকাশ কর তবে উদ্যান রক্ষকেরা জাগ্রত হইয়া

তোমাকে এবং আমাকে কএদ করিবেক। যে মত চোরেরা ধনবানেরদের বাটীতে চৌর্য্যার্থে গমন করিয়া এক গৃহের কোনে এক বোতল সুরা পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়া সেই বোতল সম্মুখে রাখিয়া পরামর্শ করিলেক যে আইস সকলে প্রথম সুরাপান করি তাহার পর চুরি করিব। ইহাই স্থির করিয়া চোরেরা সুরাপানে মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল বাটীর কর্ত্তা ইহাই শুনিয়া জাগৃত হইয়া আপন ভৃত্যেরদিগকে জাগাইয়া সেই চোরেরদিগকে ধরিয়া বন্ধন করিলেক। এই কথা শুনিয়া গর্দ্দভ কহিলেক ও হরিন শুন আমি নগরে থাকি তুমি বনে থাক অতএব গীত কি বস্তু তাহা তুমি জ্ঞাত নহ। আমি তোমার বারন একান্ত শুনিব না ইহাই বলিয়া গর্দ্দভ গীত আরম্ভ করিলেক অনন্তর উদ্যান রক্ষকেরা জাগৃত হইয়া তাহারদের দুই পশুকে বন্ধন করিলেক। তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও কত্রী শুন

যে কেহ সময়ানুসারে কর্ম্ম না করে, তাহার ঐ পশুরদের এবং চোরেরদের ন্যায় দশা হয় অতএব তুমি পশুর ন্যায় বিচার না করিয়া কার্য্য করিও। এখন তুমি শীঘ্র উঠিয়া আপন বন্ধুর নিকট যাও। পরে যোতেন্দ্রা যাইতে উদ্যত হই লেন এই কালে কুক্কুট শব্দ করিল ও প্রাতঃকাল হইল একারন যোতেন্দ্রার সে দিবস গমন হইল না।—

৩৫ পঞ্চত্রিংশত ইতিহাস।—

এক রাজা এক কন্যার ওপর আসক্ত হইয়াছিলেন এবং ময়মুন খোজেস্তাকে নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার কথা।—

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা শুকের নিকট যাইয়া কহিলেন ও তোতা প্রত্যহ রাত্রিতে তোমার সমীপে আমি আসিতেছি তথাচ আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। কিন্তু তুমি আমার লবন ভক্ষন করিয়াছ তাহারদিগে দৃষ্টি রাখিয়া শীঘ্র আমাকে বন্ধুর নিকট যাইতে অনুমতি কর তবে আমি বন্ধুসমীপে যাই। তোতা উত্তর করিলেক ও কর্ত্রী কেন তুমি ভাবিতেছ অদ্য যে রূপে তুমি তোমার বন্ধুর নিকট পঁহুছিতে পার তাহা আমি করিব কিন্তু যদি অন্য লোকহইতে তোমার এই গুপ্ত কথা

প্রকাশ হয় তবে তুমি রুমের রাজচক্রবর্ত্তির কন্যা যেমন ছলের দ্বারা সতীত্ব জানাইয়াছিল তেমত তুমিও জানাইও। পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন ও তোতা সে কথা কি প্রকার তাহা কহ। তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক।—

রুমদেশের নিকট এক রাজা ছিলেন এক দিবস সেই রাজার পাত্র রাজাকে কহিলেক ও মহারাজ রুমের রাজচক্রবর্ত্তির চন্দ্রবদনা অতি সুন্দরী এক কন্যা আছে যদি রাজচক্রবর্ত্তী সেই কন্যাকে তোমার সহিত বিবাহ দেন তবে অতি ওত্তম হয়। রাজা পাত্রের কথা পসন্দ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই রুমদেশের ছত্রপতির নিকট নানা জাতীয় সামগ্রী সুদ্ধা এক দূতকে পাঠাইলেন এবং এই বাক্য প্রেরন করিলেন যে আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহি। দূত রুমে পঁহুছিয়া সেই মহারাজচক্রবর্ত্তির সাক্ষাতে নানা বিধ সামগ্রী দিয়া আপন রাজার প্রেরিত বাক্য রুমের রাজাকে কহিলেক। রুমের মহা

রাজচক্রবর্ত্তী ইহা শুনিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র রাজা জ্ঞান করিয়া সেই কথা গ্রাহ্য করিলেন না তাহার পর সেই দূত আপন দেশে আসিয়া রাজাকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইলেক রাজা বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া বিস্তর সৈন্য একত্র করিয়া কমদেশে প্রস্থান করিলেন পরে এই সংবাদ কমদেশের ভূপতি পাইয়া আপনিও যুদ্ধ সজ্জা করিলেন এবং রাজা পঁহুছিলে পর তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজয় হইলেন এবং আপনার কন্যাকে রাজার সহিত বিবাহ দিলেন এবং কন্যাকে কহিলেন ও কন্যা শুন তোমার পূর্ব্বস্বামির এক পুত্র আছে এবং পূর্ব্বে যে তোমার বিবাহ হইয়াছিল তুমি এ কথা রাজার সাক্ষাতে একান্ত কহিও না। পরে কন্যাকে যখন রাজা আপন বাটীতে আনিলেন তখন কন্যা পুত্রের বিচ্ছেদে সর্ব্বদা দুঃখিতা থাকিতেন এবং ইচ্ছা করিতেন যে কোন কথার প্রসঙ্গ ক্রমে পুত্রের প্রসঙ্গ রাজার নিকট করিব এই পরামর্শ স্থির করিয়া থাকিলেন কিছু কাল পরে

রাজা কন্যাকে বহুমূল্য প্রস্তর যুক্ত স্বর্ণের এক যোড় বাটা দিলেন কন্যা পাটা পাইয়া রাজাকে কহিলেন ও মহারাজ আমার পিতার নিকট এক গোলাম আছে সে বড় স্বর্ণাদির পরীক্ষা করিতে পারে যদি এই সময় সে এখানে থাকিত তবে ভাল মন্দ ইহার মধ্যে যে আছে তাহা কহিতে পারিত। রাজা ইহা শুবণ করিয়া কহিলেন যদি তোমার পিতার নিকট সে গোলামকে আমি চাহি তবে তাহাকে তোমার পিতা দিবেন কি না? কন্যা কহিলেক পিতা তাহাকে আপন পুত্রের ন্যায় প্রতি পালন করিয়াছেন কদাচ দেন ইহা শুনিয়া রাজা সে গোলামকে লইবার বড় বাঞ্ছা করিয়া কন্যাকে কহিলেন ও প্রিয়া আমি এক সয়দাগরকে তাহার নিকট পাঠাই সয়দাগর যাইয়া গোলামকে বলে তুমি আমারদের রাজার নিকট চল তুমি এ স্থানে যে কর্ম আছ সে স্থানে গেলে তোমার অধিক ভাল হইবেক গোলাম ইহা শুনিলে বুঝি আসিতে পারে। রাজা এই পরামর্শ স্থির করিয়া

এক জন সুবোধি সয়দাগরকে বিন মুদ্ধা বানিজ্যের ছলেতে সেই গোলামকে আনিতে পাঠাইলেন। কন্যা রাজার অগোচরে সয়দাগরকে কহিলেন ও সয়দাগর তুমি যাহাকে আনিতে যাইতেছ সে গোলাম নহে কিন্তু আমার পুত্র তুমি এ কথা প্রকাশ করিও না এবং সে খানে গিয়া গোলাম বলিয়া অন্বেষন করিও না কিন্তু জিজ্ঞাসা করিও যে রাজকন্যার নন্দনের অন্বেষন করি তবে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবা সেই দেখাইয়া দিবেক। যখন আনিবা তখন তাহাকে কহিও এখানে আসিয়া সকলকে পরিচয় দেয় যে আমি রাজার দাস। কিন্তু তিনি আমার পুত্র ইহা যেন কাহাকেও কহেন না। পরে সয়দাগর ক্রমে পঁহুছিয়া বালকের সহিত সাক্ষাত করিয়া ঐ সকল কথা কহিলেন এবং বালকও তাহাতে সম্মত হইয়া সয়দাগরকে কহিলেক আমি তোমার সহিত গমন করিব এই কথার পরে সয় দাগর সেই বালককে আনিয়া আপন রাজার নিকট

উপস্থিত করিলেক। রাজা সেই বালককে সুন্দর এবং বিদ্বান দেখিয়া তুষ্ট হইয়া সয়দাগরকে যে লাত দিলেন। বালক রাজবাটী গমন করিয়া আপন মাতাকে পুনাম এবং আপন সম্বাদ কহিয়া পাঠাইলেন। কন্যা পুত্রের সম্বাদ শুনিয়া আনন্দিতা হইলেন। অকস্মাৎ এক দিবস রাজা মৃগয়া করিতে গেলেন ইত্যবসরে কন্যা পুত্রকে বাটীর মধ্যে আনাইয়া তাহার মুখাদি চুম্বন করিয়া সকল দুঃখ দুর করিলেন। কিন্তু দ্বাররক্ষকেরা তাহাই দেখিয়া রাজা বাটী আসিবামাত্র যে কিছু দেখিয়াছিল সমস্ত রাজাকে কহিলেক। রাজা শুনিয়া কন্যার ওপর ক্রোধান্বিত হইয়া মনে বিবেচনা করিলেন বুঝি এ স্ত্রী ভ্রষ্টা হবে একারণ আপন প্রিয়তমকে এইখানে আনাইলেক। রাজা ইহাই স্থির করিয়া তাহার সহিত আর আলাপ করিলেন না। কন্যা বড় বুদ্ধিমতী বুঝিলেন রাজার বড় ওঘৃণা আমার ওপর হইয়াছে বঝি আমি আমার পুত্রের মুখাদি চুম্বন করিয়াছিলাম তাহাই কোন মতে রাজা জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন

একারন আমার ওপর ওষধ করিয়াছেন। কন্যা ইহাই ভাবিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ও মহারাজ কেন ভাবিতেছ? রাজা ওত্তর করিলেন ও প্রিয়া আমার ভাবনার কারন শুন তুমি ওপায় করিয়া আপন প্রিয়তমকে আনাইয়াছ এবং আমি মৃগয়াতে গমন করিলে তাহার মুখ চুম্বন করিয়াছ আমি এই কারণ ভাবিতেছি। ইহাই কহিয়া রাজা মনে বিবেচনা করিলেন ইহাকে নষ্ট করা ওচিত নহে কন্যা এই গোলামহইতে ভ্রষ্টা হইয়াছে অতএব গোলামকে নষ্ট করা ওপযুক্ত ইহা স্থির করিয়া এক দূতকে আজ্ঞা করিলেন এই গোলামকে এক গোপন স্থানে লইয়া এক্ষণ ইহার মস্তক ছেদন কর। দূত রাজআজ্ঞা পাইয়া বালককে গোপনে লইয়া তাহার রূপ দেখিয়া দয়াযুক্ত হইয়া কহিলেক ও বালক তুমি রাজার স্ত্রী জাত হইয়া কেন তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলা? বালক কহিলেক ও রাজদূত শুন কন্যার গর্ব্ভে এবং কন্যার প্রথম স্বামির ঔরসে আমার জন্ম রানী আমার মাতা কিন্তু

তিনি লজ্জা প্রযুক্ত রাজাকে আমার পরিচয় দেন নাই তোমাকে আপন কথা যাথার্থ কহিলাম এখন আমি তোমার তুমি রক্ষা করিলে আর কেহ মারিতে পারে না এবং নষ্ট করিলেও কেহ রাখিতে পারে না অতএব যাহা উপযুক্ত হয় তাহা কর। দূত ইহাই শুনিয়া বালককে অনুগ্রহ করিয়া মনে বিবেচনা করিলেক যদি কখন রাজা এই পরিচয় শুনিয়া বালককে আমার স্থানে চাহেন তবে আমি কোথাহইতে দিব ? অতএব এখন ইহাকে ছেদন করা আমার উচিত নহে। ইহা স্থির করিয়া বালককে নষ্ট করিল না কিন্তু পর দিবস রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেক মহারাজ বালককে নষ্ট করিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাজার কিঞ্চিৎ ক্রোধ নিবৃত্তি হইল। কন্যা এই সকল দেখিয়া এবং শুনিয়া দুঃখিতা হইলেন কেননা সন্তান নষ্ট হইল এবং স্বামীও ত্যাগ করিলেন। পরে এক জন বৃদ্ধা স্ত্রী ঐ বাটীতে ছিল সে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেক ও কন্যা তোমাকে কেন ভাবিতা দেখিতেছি কন্যা

ইহাই শুনিয়া আপনার সমস্ত কথা সেই বৃদ্ধাকে অবগত করাইলেন। বৃদ্ধা শুনিয়া উত্তর করিলেক তুমি খাতিরজমাতে থাক আমি এমত কৌষল করিব যে রাজা পুনরায় তোমাতে তুষ্ট হইবেন। রাজচক্রবর্ত্তির কন্যা কহিলেন ও মাতা আমার এই বেদনার ঔষধী তুমি যদি কর তবে তোমার আমার দামন আমি রত্নে পরিপূর্ণ করিব। পরে এক দিবস সেই বৃদ্ধা রাজাকে একাকী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক ও মহারাজ তোমাকে কি কারন উদ্বিগ্ন দেখিতেছি? রাজা কহিলেন ও গো মাতা আমার স্ত্রী গোলামের উপর আসক্ত হইয়া তাহাকে কয়দ হইতে আনাইয়াছিলে আমি তাহাকে নষ্ট করিয়াছি অথচ আমার সে দঃখ যায় নাই কিন্তু এ কথা সত্য কি মিথ্যা তাহাও বুঝিতে পারি নাই এই জন্য কন্যাকে নষ্ট করি নাই। বৃদ্ধা কহিলেক মহারাজ আমি এক কবজ জানি যখন কন্যা নিদ্রা যাইবেক তখন সেই কবজ কন্যার বক্ষস্থলে রাখিও, তবে যাহা যথার্থ তাহা কন্যার মুখ

হইতে বাহির হইবেক। রাজা ইহা শুবন করিয়া বলিলেন ও মাতা সেই কবজ শীঘ্র আমাকে দেহ বৃদ্ধা ইহাই শুনিয়া এক কাগজে কবজ লেখিয়া রাজাকে দিয়া কন্যার নিকট যাইয়া যে রূপ রাজার নিকট কহিয়াছিল সেই সকল কন্যাকে কহিয়া বলিল ও কন্যা যখন রাজা তোমার বক্ষস্থলে সেই কবজ রাখিবেন তখন তুমি মিথ্যা নিদ্রা যাইয়া তাঁহাকে সকল কথা যথার্থ কহিও যেমত আমাকে কহিয়াছিলা। পরে এক পুহর রাত্রি গতে রাজা কন্যাকে নিদ্রিতা দেখিয়া তাহার বক্ষস্থলে সেই কবজ রাখিলেন। অনন্তর কন্যা আপন পূর্ব্ব স্বামির জন্মিত ঐ পুত্রের কথা বিস্তারিত করিয়া কহিলেক। রাজা তাহা শুনিয়া সেই কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন ও প্রিয়া কেন এ কথা তুমি পূর্ব্বে আমাকে কহ নাই? কন্যা বলিল ও মহারাজ আমি লজ্জা পুযুক্ত কহিতে পারি নাই। রাজা তাহাই শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দূতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও দূত তুমি বালককে আমার আজ্ঞান

সারে নষ্ট করিয়াছ তাহার গোর কোথায়? দূত ওত্তর করিলেক মহারাজ এখন পর্য্যন্ত তাহাকে আমি নষ্ট করি নাই কেননা যদি আপনি তাহাকে পুনর্ব্বার চাহেন তবে আমি কোথা হইতে দিব? মনুষ্য নষ্ট করিলে বাঁচান যায় না। ইহা শুনিয়া রাজা বড় তুষ্ট হইয়া কহিলেন তুমি ওত্তম করিয়াছ এখন তুমি সেই বালককে আমার নিকট আনহ। দূত শীঘ্র গমন করিয়া বালককে আনিলেক। কন্যা পুত্রকে দেখিয়া ক্রোড়ে লইয়া ঈশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন।

তোতা এই কথা শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক ও বস্ত্রী যদি তোমার কোন মন্দ হয় তবে এই মত ছলের দ্বারা আপন সতীত্ব প্রকাশ করিও এখন তুমি গাত্রোত্থান করিয়া আপন প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র যাও। খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া যাইতে ওদ্যত হইলেন এই সময়ে চরণাযুধ রব করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল এ কারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না।

তারপর অকস্মাৎ ঐ দিবস ময়মুন বিদেশ

হইতে বাংহড়িয়া বাটী

না পাইয়া প্রথম খোজে

ও প্রিয়া সারী কোথা

উত্তর করিলেন না

জিজ্ঞাসা করিলেন।

সারীর দশার কথা

খোজেস্তার চরিত্রের ক

পরে ময়মুন তোতাকে ব

সারীর কথা এবং

কহ। তোতা ইহাই শু

খোজেস্তা যে পুরুষের

তাহার বিবরণ কহিলেক।

তৎক্ষণাৎ খোজেস্তাকে

ইতি তোতা ইতিহাস